গজায়র্ব্বেদ-সংহিতা

পঞ্চম ভাগ

শ্রীশশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত

মূল্য ৪৲ চারি টাকা

গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতা

উত্তর স্থান

প্রথম-অধ্যায়

স্নেহ-পান গুণ।

একদা অমিতপ্রভাবশালী অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি স্বীয় মাতঙ্গগণের হিত কামনায় সুরম্য চম্পা নগরে উপস্থিত মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ভগবন্, আমি যখন এই সাগরান্তা নিখিল বসুন্ধরা জয় করিয়াছিলাম তখন কেহই এই মাতঙ্গগণের তুল্য কার্য্য করিতে পারে নাই। গুরুভার বহন, গিরিসঙ্কুল প্রদেশে গমন, সবেগে নগর-প্রাচীরাদি মর্দ্দন, নদ্যাদি সন্তরণ, প্রতিপক্ষকে তীব্র আঘাত, সলিলাহরণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদনে মাতঙ্গগণ অসাধারণ বান্ধবের কার্য্য করিয়াছে। তদ্ভিন্ন উহাদিগের প্রায় সর্ব্বাঙ্গেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে। হে ঋষিপ্রবর, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই ত্রিবিধ সৈন্যে যে সকল গুণ নাই, এক মাতঙ্গে সেই সকল গুণ আছে ; এই নিমিত্ত মাতঙ্গগণকে সেনা মধ্যে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বারণগণ কেবল হস্তিশালা মধ্যে অবস্থান করিয়াই রাজ্য ও রাজ্যেশ্বরকে রক্ষা করিয়া থাকে। হে মাতঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ, কি প্রকারে এতাদৃশ অশেষ হিতকর বারণগণ নীরোগ বলসম্পন্ন ও মদদর্পিত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হয় তাহা উপদেশ করিয়া আমার অজ্ঞতা দূর করুন। মাতঙ্গের তুল্য বাহন পৃথিবীতে বিদ্যমান নাই। উহাদিগের স্নেহপানের প্রয়োজন ও বিধান কি? তাহার উপায়ই বা কত প্রকার? ফলতঃ মাতঙ্গগণের প্রতিপালনে অন্যান্য আরও যাহা জ্ঞাতব্য আছে, অনুকম্পা প্রকাশে তৎসমুদয় বর্ণনা করিয়া আমার অনভিজ্ঞতা অপনয়ন করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন ;—হে নরনাথ, ঘৃত তৈল বসা (চর্ব্বী) মজ্জা এই চতুর্ব্বিধ স্নেহ পদার্থ সংস্কৃতই হউক বা অসংস্কৃতই হউক অবস্থা বিশেষে মাতঙ্গদিগকে পান করিতে দিবে। বারণগণের অবস্থা বিশেষে এতাদৃশ

স্নেহপান সকলপ্রকার ঔষধ অপেক্ষা উত্তমতর, ইহা যে কেবল আমার মত তাহা নহে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ ও স্নেহ পানের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মাতঙ্গের পক্ষেই যথাশাস্ত্র স্নেহপান বলও বর্ণকর এবং সর্ব্বব্যাধি প্রতিষেধক।

হে অঙ্গেশ্বর, শ্রবণ করুন অনন্তর স্নেহপান সম্বন্ধীয়বিধি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতেছি আষাঢ় মাস অতিক্রান্ত হইয়া শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষান্তে শুক্ল পক্ষ প্রবৃত্ত হইলে যখন মাতঙ্গগণ নিরন্তর অতিঅল্প সারাংশ বিশিষ্ট নবতৃণ ভক্ষণ করিতে থাকে, তখন যথাবিধি স্নেহ পান প্রদান করিলে মাতঙ্গগণের রোগ বিনষ্ট, বল বর্দ্ধিত এবং অল্পসারযুক্ত খাদ্যে ও দেহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ লঘু আহারে স্নেহপান হিতকর এবং স্নেহপানের ফলে মাতঙ্গদেহে শৈত্যের আবির্ভাব হয়, শৈত্য সেবা বারণগণের আজন্মসিদ্ধ অভ্যাস। তদ্ভিন্ন যখন বারণগণের প্রচুর জল পানের ফলে তৃষ্ণা অল্পীভূত হয় এবং উহারা স্বভাবতঃ অহিতকর মৃত্তিকাদি ভক্ষণ করিতে থাকে, তখন উহাদিগকে তৈল পান করিতে দিলে ও সবিশেষ উপকার দর্শে। ঋতু পরিবর্ত্তনকালে যখন বারণগণের দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়া থাকে, তখন উহাদিগকে তৈল পান করিতে দিলে উক্ত বায়ুর প্রকোপ অচিরে বিনষ্ট হয়। গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে ঋতুতে যাদৃশ স্নেহদানের বিধান আছে, সেই ঋতুতে তাদৃশ স্নেহ পানার্থ মাতঙ্গদিগকে দান করিবে। কখনও ঋতু বিরোধী স্নেহপান প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। বারণগণকে উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ স্নেহ পদার্থ মদ্য দুগ্ধজল ও বিধার বা কুচরার সহিত মিশ্রিত করিয়াই প্রায়শঃ প্রদান করা কর্ত্তব্য কদাচিৎ অবস্থা বিশেষে অবিমিশ্র স্নেহ পদার্থ পানার্থ প্রদান করা যাইতে পারে। অভ্যঙ্গ বা মর্দ্দন, পান, নস্যকর্ম্ম, অনুবাসন, মেঢ্রে ও গণ্ডে মর্দ্দন এই ষড়বিধ স্নেহ প্রয়োগ মাতঙ্গ-গণের সম্বন্ধে বিহিত আছে। উল্লিখিত ষড়্‌বিধ স্নেহ প্রয়োগের ফলে বারণগণের রোগ-প্রতিষেধ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হে নরনাথ, স্নেহপান বারণগণের হিতকর এই নিমিত্ত উহা একান্ত প্রয়োজনীয়।

উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ স্নেহপদার্থের মধ্যে প্রথম স্নেহ তৈল, উহা চক্রসম্ভূত, সদ্যঃকৃত নির্ম্মল অদূষিত হইলেই হিতকর হইয়া থাকে। ঘৃত অতি পুরাতন বিবর্ণ কটু পূতি গন্ধযুক্ত ও অতি দগ্ধ হইলে তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবে। মাংস পক্ব অদগ্ধ রস ও ঔষধিযুক্ত মজ্জা মাতঙ্গগণকে পান করিতে দিবে। মহিষ ছাগ কিংবা শূকরের সদ্যোবিনিঃসৃত বসা বারণগণের অঙ্গে মজ্জার পরিবর্ত্তে মর্দ্দন করা যাইতে পারে।

হেমন্ত ও বর্ষা ঋতুতে বারণগণের তৈল পান বিধেয়, বসন্তকালে বসা ও মজ্জা পান হিতকর এবং শরৎ ও গ্রীষ্মে ঘৃতপান প্রশস্ত। এইরূপ ঋতুবিচারপূর্ব্বক উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ স্নেহ বারণগণকে পান করিতে দিবে। তাহার ফলে বারণগণ সুস্থদেহ ও ক্লেশ সহিষ্ণু হইয়া বর্ষাকালীন অহিতকর বর্ষণ ও প্রবল প্রবহমান বায়ু মধ্যে স্বীয় প্রভু নরপতির দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ পথে + কিংবা শত্রু রাজ্যে বারণগণের রোগ হইলে তাহার প্রতীকার করা সম্ভবপর নহে। এই নিমিত্ত বর্ষাকালে স্নেহপানাদি দ্বারা মাতঙ্গগণকে সবল ও সুস্থ করা আবশ্যক হেমন্ত ঋতুতে কিংবা গ্রীষ্ম ঋতুতে তৃণ সমূহ শুষ্ক ও ফলিত হইলে বারণগণকে কখনও স্নেহপান করিতে দিবে না। শুষ্ক তৃণ ভোজনের পরে বারণগণকে স্নেহপান করিতে দিলে তাহাদিগের পেট ফাঁফে এবং ফলিত তৃণ ভোজনের পরে বারণগণকে স্নেহপান করিতে দিলে তাহাদিগের দেহ জীর্ণ হইতে থাকে। তদ্ভিন্ন হেমন্তঋতুতে জঠরানল তেমন প্রদীপ্ত থাকে না, এই নিমিত্ত শুষ্ক এবং ফলিত তৃণ ভোজন করিলেও স্নেহপান করিতে দিবে না। সেইরূপ শীত ঋতুতে ঘৃত পান করিতে দিলে তাহা উপকারক না হইয়া অপকারই করিয়া থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুতে তৈল পান করিতে দিলে মাতঙ্গগণের পিপাসা, বমন মূর্চ্ছা তন্দ্রা ও চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত কাল বিভাগবিৎ মাতঙ্গগণের হিতৈষী চিকিৎসক হেমন্ত ও গ্রীষ্মকালে কখনও উহাদিগকে স্নেহপান করিতে দিবেন না। স্নেহদান বিধিতে অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, কালেই হউক কিংবা অকালেই হউক যদি বারণগণকে তৈল পান করিতে দেন তাহা হইলে, মাতঙ্গগণের পূর্ব্বোল্লিখিত সকল প্রকার উপদ্রব এমন কি তাদৃশ অজ্ঞান প্রদত্ত তৈল পানের ফলে মাতঙ্গগণের মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে

অভিজ্ঞ চিকিৎসক, স্নেহ পানের অব্যবহিত পরে বারণগণকে রৌদ্র সেবা, প্রবল বায়ু মধ্যে অবস্থান, পূর্ব্বভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার পূর্ব্বে পুনরায়, সাতিশয় জলাবগাহন, শীতল জল পান, সাত্ম্যাসাত্ম্য বিপর্য্যাস কিংবা সুদীর্ঘ পথ গমন প্রভৃতি হইতে যত্নপূর্ব্বক নিবৃত্ত রাখিবেন। গ্রীষ্ম কালে তৈল পানের দোষ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। স্নেহপানের অব্যবহিত পরে প্রবল বায়ু সেবনের ফলে বারণগণের দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়া উহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পীড়ন করিতে থাকে। সেইরূপ স্নেহপানের অব্যবহিত পরেই (অজীর্ণ অবস্থাতেই)

+ প্রাচীন ভারতে বর্ষান্তে শরদের প্রারম্ভেই বিজিগীষু নরপতিগণকে অভিযান করিতে দেখা যায়।

আহার করিলে মাতঙ্গগণের পেট ফাঁপে ; তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। স্নেহ পানের অব্যবহিত পরে অত্যন্ত পরিমাণে অবগাহন করিলে মাতঙ্গগণের জঠরানল নির্বাপিত হয় এবং পীত স্নেহ অজীর্ণ অবস্থায় থাকিয়া প্রবল পিপাসা জন্মায়। স্নেহ পানের অব্যবহিত পরে যদি মাতঙ্গগণ শীতল জল পান করে তাহা হইলে উহাদিগের পীত স্নেহ জীর্ণ না হইয়া সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, বমন, মলভঙ্গ ও দুর্ম্মনস্কতা হইয়া থাকে। সেইরূপ স্নেহ পানের অব্যবহিত পরে সাত্ম্যাসাত্ম্য বিপর্য্যাস বা চিরাভ্যস্ত অভ্যাসের বিরুদ্ধ ব্যবহারের ফলে বারণগণের দুর্ব্বলতা ও বহুবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যায়। স্নেহ পানের অব্যবহিত পরে দীর্ঘ পথ গমন করিলে সন্তোব্যায়ামের প্রভাবে বারণগণের দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়া স্বস্থান হইতে প্রচলিত হয় এবং উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ পীড়ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে কম্প ও পাকল (জ্বর) রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তৈল পান বিষয়ে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন; কারণ অবিধি পূর্ব্বক পীত তৈল হলাহল বিষের ক্রিয়া করিয়া থাকে। হে অঙ্গেশ্বর, ইহাই স্নেহ পানের কালাকাল ও বিধান জানিবেন।

হে পৃথিবীশ্বর, স্নেহ স্থাবরজ ও জঙ্গমজভেদে দ্বিবিধ। ঘৃত তৈল বসা মজ্জা মেদঃ মাংস দুগ্ধ দধি প্রভৃতি স্নেহ পদার্থ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। তিলাদি নানাবিধ ফল হইতে যে স্নেহের উৎপত্তির কথা এই গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই "স্থাবরজ স্নেহ নামে প্রসিদ্ধ। উল্লিখিত সকল প্রকার স্নেহ পদার্থের মধ্যে ঘৃতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই নিমিত্ত প্রথমতঃ ঘৃতের গুণাবলী যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতেছি। ঘৃত মধুর-রসযুক্ত শীতবীর্য্য অবিদাহী, বাত ও পিত্তে হিতকর, মেদঃ ও শুক্র বর্দ্ধক, কঠিন স্থানের মৃদুতাকারক, বলবৃদ্ধিকর, অল্প মূত্রকর, গ্রহণী দীপক, অঙ্গের সৌকুমার্য্য বল ও আয়ুবর্দ্ধক এবং চক্ষুর হিতকর এই নিমিত্ত উহা সকল প্রকার স্নেহের মধ্যে প্রধানতম ও সকল প্রাণীর ঔষধ স্বরূপ। যে সকল মাতঙ্গ পিত্ত প্রকৃতিক স্বভাবতঃ আনত দেহ বিশিষ্ট, মদক্ষীণ, বৃদ্ধ, করিণী সঙ্গত, শিশু দুর্ব্বল কিংবা নেত্ররোগগ্রস্ত অথবা নবধৃত তাহাদিগকে ঘৃত পান করিতে দিবে।

ঘৃতের পরেই তৈলের স্থান, ইহা ঋষিদিগের মত ; এই নিমিত্ত তৈলের গুণ যথাযথভাবে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। তিল তৈল চর্ম্মের হিতকর, বলকর, লেখনীয়, বিদাহী উষ্ণবীর্য্য, কষায় ও মধুর রসযুক্ত, বাত শ্লেষ্মহর, বিপাকে কটু, কৃমিঘ্ন, পিত্তবর্দ্ধক মেদোঘ্ন ও যোনি দোষ নাশক। যে সকল মাতঙ্গ শারীরিক

পরিশ্রমের অভাবে স্থূলদেহ, পাণ্ডুরোগ বিশিষ্ট, বাতোপক্রান্ত দেহ, অল্প বিক্রমশালী বাতপ্রকৃতি কিংবা শ্লেষ্মপ্রকৃতি কিংবা যে সকল মাতঙ্গ পুনঃ পুনঃ উদরাধ্মান রোগে পীড়িত, পথগমনকালে যাহাদের মাংস সহসা স্পন্দিত হয় এবং যে সকল মাতঙ্গের কোষ্ঠে কৃমি সঞ্চিত হয়, তাহাদিগকে তৈল পান করিতে দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন করিণীগণকে ঘৃতের পরিবর্ত্তে তৈল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য; কারণ তাহাদিগের দেহ সাধারণতঃ বাতপ্রকৃতিক; এই নিমিত্ত তাহাদিগের কোষ্ঠে বায়ু সঞ্চিত হইয়া থাকে।

বসা মধুর রসযুক্ত এবং মাতঙ্গগণের বাতবিকার প্রশমনকারিণী, শুক্রবর্দ্ধক, বিপাকে মধুর, বল ও বর্ণ-প্রসাদনকারিণী স্রোতোঽভিঘাত, মস্তাস্তম্ভ এবং গণ্ডগ্রহ রোগে হিতকর, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ ও নানাবিধ গাত্ররোগে আশু ফলপ্রদ।

মজ্জা মাতঙ্গগণের সবিশেষ বলকর এবং বাত ও পিত্ত প্রশমনকারী, কফ, মেদঃ ও শুক্র বর্দ্ধক; উত্তপ্ত করিয়া ব্যবহার করিলে উষ্ণবীর্য্য ও গুরুপাক, বাতরোগ নাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং স্রোতঃ ও ইন্দ্রিয় পরিশোধক।

হে অঙ্গেশ্বর, বারণগণের পানার্থ ঘৃতের মাত্রা তৈলের অর্দ্ধ পরিমিত এবং ত্রিবৃতার মাত্রা তাহা অপেক্ষাও অর্দ্ধ। ইহাই মাতঙ্গগণের স্নেহপানের গুণ ও কালাকাল।

হে নরনাথ, আমি অতঃপর স্নেহপানের বিধান বলিব শ্রবণ করুন—যথোক্ত প্রদেশে সুরক্ষিত এবং কটাদি দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত শালা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা সুগন্ধি কুসুমাদি দ্বারা সজ্জিত করিবে। অনন্তর অজাতপর্ব্ব তরুণ পবিত্র যথাকাল লব্ধ এবং যথোক্ত পরিমিত স্থলজ তৃণ আহরণ করিবে। প্রতিদিন স্নেহ পানের সময় উপস্থিত হইলে মাতঙ্গগণের স্নান ও পানের নিমিত্ত বৃহৎ কটাহ পরিপূর্ণ উষ্ণোদক বা গরম জল উক্ত শালাতে স্থাপন করিবে। তদ্ভিন্ন তৈল পান ও জল পানের নিমিত্ত ঘটাদি ও পর্য্যাপ্ত উপস্থিত রাখিবে। জল উষ্ণ রাখিবার জন্য প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ এবং শুশ্রূষার নিমিত্ত সুশিক্ষিত পরিচারক উপস্থিত রাখিবে। শাস্ত্রজ্ঞ এবং দৃষ্টকর্ম্মা গজবৈদ্য ও বারণগণের পিতার ন্যায় হিতাকাঙ্ক্ষী গজাধ্যক্ষ স্বয়ং সেস্থানে বর্ত্তমান থাকিবেন। তৈল পান করাইবার পূর্ব্বে তিন দিন মাতঙ্গকে রুক্ষদ্রব্য ভোজন ও মদ্য পান করিতে দিতে হইবে। চতুর্থ দিনে তাহাকে সুসিদ্ধ জল পান করাইয়া এবং তাহার মুখে অন্য তৃণাদি নাই জানিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ হস্তদ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহাকে তৈল পান করিতে দিবে। অবশ্য বলাবাহুল্য যে উক্ত তৈল সদ্যঃকৃত চক্রসমুক্ত এবং সুবিশুদ্ধ হইবে। পানার্থ

ত্রিবৃতা সকল প্রকার স্নেহ সম্ভূত হওয়া আবশ্যক। বসা বারণগণের পানে ও সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ধীমান চিকিৎসক উল্লিখিত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ যথোক্ত পরিমাণে মাপিয়া এবং মাতঙ্গকে সম্পূর্ণ সুস্থ জানিয়া প্রশস্ত তিথিনক্ষত্রে পান করিতে দিবেন। উক্ত তৈল-পরিমাণ দ্বারা শ্রেষ্ঠ মাতঙ্গকে পূর্ণমাত্রায় স্নেহ পান করিতে দিবে। মধ্য-পরিমিত মাতঙ্গকে শ্রেষ্ঠের এক-চতুর্থাংশ কম স্নেহ পান করিতে দিবে এবং কনিষ্ঠকে মধ্যমের অর্দ্ধ পরিমিত স্নেহ পান করিতে দিবে। সমাপ্তি পর্য্যন্ত ইহাই বৃদ্ধির ক্রম। মাতঙ্গগণের জঠরানলের বলের পরিমাণ অনুসারে তিনদিন পাঁচদিন বা সাতদিন পর্য্যন্ত স্নেহ-পান করিতে দিবে। তাদৃশ স্নেহপানই অভীষ্ট ফলপ্রদ হইয়া থাকে। কাহারও মতে মাতঙ্গগণকে তৈল ও ঘৃত অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত পান করিতে দিতে পারা যায়, কেবল তৈল পাঁচ কিংবা দশদিন এবং ঘৃত পাঁচ কিংবা সাতদিন পর্য্যন্ত পান করিতে দিতে পারা যায়। হে নরেশ্বর, যদিও বারণগণের স্নেহ পানের একটি স্থূলমাত্রা নির্দ্দেশ করা হইল বটে তথাপি উহাদিগের অগ্নিবল পরীক্ষাপূর্ব্বকই উহাদিগকে স্নেহ পান করিতে দিবে; কারণ উহারা পূর্ণমাত্রায় স্নেহ পান করিলেই স্নিগ্ধ হইয়া থাকে (স্নেহ পানের উপকার লাভ করিয়া থাকে) অন্যথা স্নিগ্ধ হয় না।

হে অঙ্গনাথ, অধোলিখিত লক্ষণসমূহ দ্বারা বারণগণের অগ্নিবল পরীক্ষা করা যাইতে পারে। যে মাতঙ্গ স্নেহ পান করিয়া তাহা পরিপাক হইলে মোহপ্রাপ্ত কিংবা আনত হয় না অথবা যাহার দেহ অত্যন্ত কম্পিত হয় না; পক্ষান্তরে স্নেহ পানের পরে যাহার লাঙ্গুল, নয়ন, কর্ণ ও গ্রীবাদেশ সুপুষ্ট থাকে; তাদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গ বন্ধনস্তম্ভের সাহায্যে দণ্ডায়মান থাকেনা কিংবা ভোজনার্থ প্রদত্ত দ্রব্য দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হয় না; সেই মাতঙ্গের পানার্থ স্নেহের পরিমাণ যথাযোগ্য ক্রমে বর্দ্ধিত করিবে। পক্ষান্তরে ইহার বিপরীত লক্ষণাবলী দৃষ্ট হইলে তাহার পানীয় স্নেহের পরিমাণ কখনও বর্দ্ধিত করিবে না। পীত-স্নেহ সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত না হইলে অধোলিখিত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়—সর্ব্বদা অসন্তুষ্টভাব, সর্ব্বাঙ্গে দাহ, গ্লানি, তৃষ্ণা, জৃম্ভণ (হাইতোলা) এবং মোহ। মাতঙ্গগণের পীত-স্নেহ সম্যক্‌রূপে জীর্ণ না হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব নিপুণ চিকিৎসক এতাদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গকে শয্যায় শয়ান করিয়া তাহার নেত্রদ্বয়ে শীতল জল সেক করিবেন এবং যে সকল খাদ্য ও পানীয় বারণগণের পাকাশয়ের শক্তি বর্দ্ধিত করে উহাদিগকে তাহাই প্রদান করিবেন।

হে পৃথিবীশ্বর, স্নেহ পানকালে বারণগণের আহারের পরিমাণ যেরূপে হ্রাস করিয়া আনিতে হইবে এইক্ষণে তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন।—যে মাতঙ্গকে একপাদ ¼ মাত্রায় তৈলাদি স্নেহ পদার্থ পান করিতে দেওয়া হয় তাহাকে পীত-স্নেহ জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত পান, আহার ও একপাদ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু যে মাতঙ্গকে অর্দ্ধ মাত্রায় স্নেহ পান করিতে দেওয়া হয় তাহাকে অর্দ্ধমাত্রার আহার এবং যে মাতঙ্গকে ত্রিপাদ (¾) মাত্রায় স্নেহপান করিতে দেওয়া হয় তাহাকে ত্রিপাদ (¾) আহার করিতে দিতে হইবে। অবশ্য স্নেহ পান করিতে দিলেও লবণ ভোজন করিতে দিতে পারা যায়। এইরূপে অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত মল মূত্রের স্বাভাবিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বারণগণকে স্নেহ পান করিতে দিবে। পক্ষান্তরে অধিক দিন স্নেহপান করিতে দিলে মাতঙ্গ সমধিক দুর্ব্বল ও অবসন্ন দেহ হইয়া থাকে এবং পরিমাণের অধিক স্নেহপান করিতে দিলে মাতঙ্গের অতীসার তৃষ্ণা মলভেদ বর্ণভেদ দুর্গন্ধযুক্ত মলস্রাব, কষ্টের সহিত অল্প অল্প ঈষৎ পীতবর্ণ প্রস্রাব হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় উহাদিগের শুণ্ড ও দেহের অপরাংশ অবসন্ন হয়। তখন উহাদিগের আহারে অরুচি লক্ষিত হয়। ইহাই অতিস্নিগ্ধ মাতঙ্গের লক্ষণ। এই প্রকার অতি স্নিগ্ধ মাতঙ্গকে ক্রমে রুক্ষ করিয়া আনিবে। যাদৃশ তৃণভোজন করিতে দিলে স্নেহ জীর্ণ হয় অতি অল্প পরিমাণে তাদৃশ তৃণ ভোজন করিতে দিবে, জল পান ও অবস্থা বিশেষে স্নান করিতে দিবে। স্নেহ জীর্ণ হইলে বায়ুর অনুলোমতা বা অনুকূলতা, প্রফুল্লভাব, মলমূত্রের স্বাভাবিকতা ভোজনে ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। কৃষ্ণাভ, দুর্গন্ধ, পিচ্ছিল ফেনিল তরল কিংবা অত্যন্ত কর্কশ এবং শূলযুক্ত মলকে অপরিপাকজনিত বলিয়া জানিতে হইবে। পক্ষান্তরে বেদনা-বিহীন দুর্গন্ধ বিহীন শ্লেষ্ম বর্জ্জিত এবং ভুক্ত ঘাসের অনুরূপ বর্ণবিশিষ্ট মলকে পাকযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াজনিত মল বলিয়া অবগত হইতে পারা যায়। যে সকল মাতঙ্গ তৈল কিংবা ঘৃত পান করে তাহাদিগকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইবে। এবং যে সকল মাতঙ্গ তৈল পান করে তাহাদিগকে প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগের পরেই একশত বা দুইশত ধনু পরিমিত * স্থান ভ্রমণ করাইবে। তাদৃশ ভ্রমণের বহু সুফল দৃষ্ট হইয়া থাকে—উহাতে পান ভোজনে স্পৃহা বৃদ্ধি করে, উৎসাহ জন্মায়

* প্রায় অর্দ্ধ মাইল—ধনুঃ সহস্রং ক্রোশঃস্যাৎ মূল। মহারোগ স্থান ২য় অঃ ৪র্থ শ্লোক।

পুনঃ প্রসাদন আনয়ন করিয়া থাকে। ব্যাধিত মাতঙ্গের প্রাতভ্র্মণ এতদপেক্ষাও সমধিক ফলদ হইয়া থাকে।

হে অঙ্গেশ্বর, বারণগণের তৈল পানের দোষে যে পিত্ত বর্দ্ধিত হয়, ঘৃত পান দ্বারা তাহা প্রশমিত হইয়া থাকে; এই তৈল পানের পরেই বারণগণকে ঘৃত পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। তৈল পানের পরে মাতঙ্গকে তিনদিন পাঁচদিন কিংবা সাত দিন পর্য্যন্ত ঘৃত পান করিতে দিবে। তাদৃশ ঘৃত পানের ফলে মাতঙ্গ হৃষ্টচিত্ত তেজঃ ও বলশালী প্রদীপ্ত-জাঠরানল পুষ্টদেহ সকলইন্দ্রিয় স্নিগ্ধত্বক্ ও প্রিয়দর্শন হইয়া থাকে। তখন উহাদিগের মলমূত্রেরও স্বাভাবিক অবস্থা সুনিদ্রা ও বিষয়গ্রহে ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ সামর্থ্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

হে নরনাথ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মূক প্রাণীর স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিলে মল মূত্রাদির অস্বাভাবিকতা প্রভৃতি বহির্লক্ষণদ্বারা প্রথমতঃ তাহার উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বারণগণের স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিলে অধোলিখিত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়—উহাদিগের গমনকালে দেহের গুরুত্ব বোধ অঙ্গসঞ্চালনের অল্পতা, মলমূত্রের অল্পতা ও অস্বাভাবিকতা, পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ (হাই তোলা) নেত্রে অশ্রু উদ্ভব, তন্দ্রা, শয্যা ও আহারে বিদ্বেষ, দুর্ম্মনস্কতা এবং সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে সুস্থ মাতঙ্গের উহার বিপরীত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে; তাদৃশ মাতঙ্গের মনঃপ্রসন্নতা, জঠরানলের প্রদীপ্ত ভাব দেহের স্বাভাবিক কোমলতা, চর্ম্মের চাক্‌চিক্য, দেহের উপচয় এবং ইন্দ্রিয়গণের বিষয় গ্রহণে প্রবল সামর্থ্য প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। যে মাতঙ্গের মল ঘন স্নিগ্ধ পাণ্ডু, মৃত্তিকা ও শর্করা হীন একবর্ণ ও দুর্গন্ধশূন্য হয় তাহাকে নীরোগ বলিয়া জানিতে হইবে। যে মাতঙ্গকে তৈল কিংবা ঘৃত পান করিতে দিলে সেই অবিকৃত স্নেহই মলের সহিত নির্গত হয়, তাহার স্নেহপান নিবৃত্ত করিয়া দিয়া তাহাকে পঞ্চাহ কিংবা সপ্তাহ ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দিবে। অথবা আট পল (৬৪ তোলা পরিমিত কুশমূল নির্ম্মল জলে ক্বাথ করিয়া তাদৃশ মাতঙ্গকে পান করিতে দিলে তাহার বায়ু অনুলোম হয়। যে মাতঙ্গের মলে অল্প পরিমিত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাকে যবাগু (যাউ) পান করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। যে মাতঙ্গের বিধার (আহার্য্য বস্তুর) পূর্ণ পরিমাণ এক দ্রোণ বা /৮ সের তাহাকে এক প্রস্থ (/২ সের) পরিমিত তণ্ডুলের যাউ আহার করিতে দিবে। তৎপরে অর্দ্ধপ্রস্থ (/১ সের) তণ্ডুল ও অর্দ্ধপ্রস্থ (/১ সের) মুগ এই দুই দ্রব্য দ্বারা যবাগু পাক

করিয়া মাতঙ্গকে তিন দিন পর্য্যন্ত পান করিতে দিবে। উক্ত তিন দিবসের পরে এক আঢ়ক তণ্ডুলের অন্ন এক আঢ়ক মুগের রস এতদুভয় দ্রব্য এক যোগে তৈল ও লবণ বিহীন উহাদিগকে ৩ দিন পর্য্যন্ত ভোজন করিতে দিবে। এইরূপে ক্রমে বিধা ও লবণের ¼ পাদ অর্দ্ধ ও পূর্ণ মাত্রা ক্রমে আহার করিতে দিলে অপকার হয় না; কিন্তু সর্ব্বদা অগ্নি বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাঞ্জিয়া দধ্যম্ল প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত অন্ন ভোজন এবং প্রসন্না নামক সুরা পান তিন দিবস পর্য্যন্ত করিতে দিলে ও তাদৃশ অবস্থায় উপকার দর্শে ফলতঃ পূর্ব্বে ভোজনের যে বিধি ও ক্রম উপদিষ্ট হইয়াছে তদনুসারেই আহারের ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। সেইরূপ ঘাস সম্বন্ধেও সাবধানতা আবশ্যক। স্নেহ পানের অন্তে ঘাসের পরিমাণ ও ¼ প্রথমতঃ এক পাদ এবং পরে অর্দ্ধ ও তৎপরে ত্রিপাদ ¾ এইরূপে অভ্যস্ত করিতে হইবে। স্নেহ পানের অবসানে মাত্রেই মাতঙ্গগণের সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন পূর্ণ মাত্রায় বিধা (আহার) ও শীতল জল পান করিতে দিবে। অনন্তর স্নেহ পানের ফলে নীরোগ ও সবল মাতঙ্গকে উত্তম রূপে অলঙ্কৃত করিয়া প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রে মাতঙ্গ প্রভু নরপতিকে দর্শন করাইবে। মহানুভব অঙ্গ পতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য এইরূপ স্নেহ পানের গুণ পরিমাণ ও ক্রম বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; যাহা পান করিলে বারণগণ শীত অথবা বৃষ্টি ও বায়ুর উৎপীড়নেও রোগ গ্রস্ত না হইয়া নীরোগ বলশালী ও মদমত্ত এবং শত্রু বিনাশে সমর্থ হয়।

ইতি শ্রী মহর্ষি পালকাপ্যবিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তরস্থানে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্নেহপান বিধি।

একদা অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি, স্বীয় সুরম্য চম্পা নগরে সুখাসীন হস্তি শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ পালকাপ্য ঋষিকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন; —ভগবন, হে ঋষি-প্রবর, আপনি পূর্ব্বাধ্যায়ে বারণগণের স্নেহ পানের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার সবিশেষ তথ্য সমুদয় জানিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে—কিরূপে মাতঙ্গগণকে ঘৃত বসা মজ্জা পান করিতে দিতে পারা যায়? কিরূপ দিনে বা মাসে মাতঙ্গগণকে তৈল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য? তৈলের মাত্রাই বা কি? তৈল জীর্ণ হইলে বা হইতে থাকিলে অথবা পীত তৈল অজীর্ণ হইলে বা তাহার লক্ষণ কি? তৈলের উপবাস প্রয়োগ, তৈলের পরিণতি, তৈলের পরিমাণ এবং কিরূপ ভাবে উৎপাদিত তৈল মাতঙ্গগণের পেয়? স্নেহপান অবস্থায় কীদৃশ ঘাস কি পরিমাণে মাতঙ্গগণকে দেয়? তৈল পানের পরেই বা উহাদিগকে কীদৃশ আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য? তাদৃশ অবস্থাতে উহাদিগের শয্যাই বা কিরূপ হওয়া উচিত? মুদগ প্রভৃতির রস (কাথই) বা কিরূপ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য? বারণগণের ঘৃতোপচারের বিধানই বা কি প্রকার? হে মহাত্মন্, এতৎ সমুদয় বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—মহাবাহু, শ্রবণ করুন আমি আনুপূর্ব্বিক এতৎ সমুদয় বর্ণনা করিতেছি। হে নরেশ্বর, ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা বারণগণকে যে কালে প্রদান করা কর্ত্তব্য প্রথমতঃ তাহাই বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুণ আষাঢ় মাস অতীত হইয়া শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষ চলিয়া গেলে শুক্ল পক্ষে, হস্ত শ্রবণা পুষ্যা চিত্রা ও অশ্বিনী নক্ষত্রে, দশমী একাদশী দ্বিতীয়া তৃতীয়া ও অষ্টমী তিথিতে বারণগণকে স্নেহপান করিতে দিবে।

হে অঙ্গেশ্বর, বারণগণের তৈল পানে যে সকল ঋতু বর্জ্জনীয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন গ্রীষ্ম এবং হেমন্ত কালে বারণগণকে তৈল পান করিতে দিবে না। বিজিগীষু নরপতিগণের দিগ্‌বিজয়োদ্যোগেই এই দুই ঋতু প্রশস্ত। হেমন্ত কালে পৃথিবী শস্য ও শীতলোদক পূর্ণ থাকে এই নিমিত্ত উক্ত ঋতু পদাতি অশ্ব ও মাতঙ্গ সকলেরই সুখাবহ। ভয় কিংবা লোভ হেতু এই ঋতুতে যুদ্ধযাত্রা করিলে মাতঙ্গগণের বিপত্তি সুনিশ্চিত; কারণ এই সময়ে মাহুতগণ মাতঙ্গদিগকে নানাবিধ

শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে †। অনন্তর গ্রীষ্ম কালে স্নেহ পানের যে সকল দোষ তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন,—গ্রীষ্ম কালে তরু লতা গুল্ম সমুদয় সৌরকরে দগ্ধ হইয়া থাকে, ঘাস ও জল অতি দুর্ল্লভ হয়। তাদৃশ অবস্থায় বারণগণকে স্নেহ পান করিতে দিলে উহাদিগের তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহার ফলে প্রাণ বিয়োগ পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। এই নিমিত্ত বারণগণের তৈল পানে গ্রীষ্ম ঋতু বিগর্হিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই সকল কারণবশতঃ বারণগণকে বর্ষা ঋতুতেই তৈল পান করিতে দিবে কারণ তখন তৃণ ও বনস্পতি সকল হরিদ্বর্ণ, বাপী সকল স্বচ্ছসলিল পূর্ণা, মেদিনী শস্য শালিনী হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। তখন অতি শীত অতি তাপ কিংবা যুদ্ধাদি শ্রমকর কার্য্য থাকে না।

যে স্থানে সুস্বাদু স্বচ্ছ পানীয় হিতকর বিচিত্র ঘাস বিদ্যমান থাকে তাদৃশ শুভ রম্য স্থানে বারণগণকে স্নেহপান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্রাবণ মাসে কিংবা ভাদ্র মাসের প্রারম্ভে মাতঙ্গগণকে তৈল পান করিতে দিবে। মাতঙ্গগণের পানীয় তৈলের মাত্রা প্রথমতঃ অর্দ্ধপ্রস্থ বা /১ সেরের অধিক হওয়া উচিত নহে। এই মাত্রা উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মাতঙ্গের পক্ষেই প্রযোজ্য। স্থুল দেহ মাতঙ্গদিগকে তৈল পান করিতে দিবে কিন্তু কৃশাঙ্গ বারণগণের পক্ষে ঘৃত পানই বিধেয়। যে সকল মাতঙ্গের উরঃক্ষত রোগ কিংবা কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন থাকে তাহাদিগকে বসা ও মজ্জা পান করিতে দিবে।

হে নরনাথ, অনন্তর তৈলের প্রয়োগও বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—যে সকল মাতঙ্গ নীরোগ এবং যাহাদের আগ্নেয়দীপক আহার দ্বারা জঠরানল প্রবল হইয়াছে তাহাদিগকে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পরেই তৈল পান করিতে দিবে এবং জীর্ণ হইলে অল্প পরিমিত শস্য ভোজন ও উষ্ণজলে স্নান ও তাহা পান করাইবে। পান ও স্নানের পরে বিরল বায়ু প্রচারযুক্ত আবৃত স্থানে স্থাপন করিবে। ষষ্ঠাধ্যায়ে যে সকল শস্য ও ঘাসের উল্লেখ করা হইয়াছে, স্নেহপান অবস্থায় তদ্ভিন্ন অন্য কিছু প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় আহারের পরিমাণ হ্রাস করা উচিত। রাত্রিতে সুখকর শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি রাত্রিতে মাতঙ্গ গাত্রোত্থান করে তবে তখন তাহাকে আহারার্থ ঘাস দিতে হইবে। পর দিবস

† পূর্ব্ব অধ্যায়ে হেমন্ত ঋতুতে তৈল পান নিষেধের কারণ শস্যযুক্ত তৃণ সকল গুরুপাক তাহাই আহার করিতে হয়, তৈল ও গুরুপাক, এই নিমিত্ত হেমন্তে তৈল পান নিষিদ্ধ, সে কারণ সঙ্গতও বটে।

প্রাতঃকালে স্নেহপানের পরে মলমূত্র যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে এবং মাতঙ্গকে প্রফুল্ল দেখিলে পুনরায় তৈল পান করিতে দিবে। এইরূপে চতুর্থ দিবসে অর্দ্ধ দ্রোণ তৈল পানের পরে মাতঙ্গকে একশত ধনুঃ পরিমিত পথ † শনৈঃ শনৈঃ ভ্রমণ করাইবে; কারণ তাদৃশ পরিমিত ভ্রমণের ফলে পীত তৈল উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া পাকস্থলীতে যথাযোগ্যরূপে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কখনও বিকৃত হয় না।

তাদৃশ অবস্থায় পর্য্যাপ্ত উষ্ণ (সুসিদ্ধ) জল পান ও চিরাভ্যস্ত তৃণাদি ভোজন করিতে দিতে পারা যায়। পঞ্চম দিবস অতীত হইলে পাঁচ আঢ়ক ষষ্ঠ দিবস অতীত হইলে ছয় আঢ়ক পর্য্যন্ত পানীয় জল প্রদান করা যাইতে পারে। এইরূপ ছয়দিন অতীত হইলে সপ্তমদিনে মাতঙ্গকে পরীক্ষা করিবে—তাদৃশ পর্য্যাপ্ত উষ্ণজল পান করিয়াও যে মাতঙ্গের কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয় তাহার কোষ্ঠ অতি রুক্ষ এবং বায়ুপীড়িত বলিয়া জানিবে। আঢ়ক ক্রমে তাদৃশ মাতঙ্গের উষ্ণজলের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া যে পরিমাণ জল সে পরিপাক করিতে পারে তাহাকে সেই পরিমাণে ঈষৎ উষ্ণজল পান করিতে দিবে; কিন্তু এইরূপে বর্দ্ধিত মাত্রায় জল পান করিতে দিয়াও উত্তম মাতঙ্গকে দ্বাত্রিংশৎ আঢকের অধিক, মধ্যমবলসম্পন্ন মাতঙ্গকে অষ্টাবিংশতি আঢ়ক এবং হীনবল সম্পন্ন মাতঙ্গকে চতুর্ব্বিংশতি আঢ়কের অধিক জল পান করিতে দিবে না। যে সকল মাতঙ্গের জঠরানল অত্যন্ত প্রদীপ্ত তাহাদিগকে সপ্তাহ পর্য্যন্ত তৈল পান করিতে দিবে, যে সকল মাতঙ্গের অগ্নিবল মধ্যম তাহাদিগকে পঞ্চাহ এবং যে সকল মাতঙ্গের জঠরানল তাদৃশ প্রদীপ্ত নহে তাহাদিগকে তিনদিবস মাত্র তৈল পান করিতে দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহাতেই বারণগণের কোষ্ঠ-বিরেচনও বিশোধিত হইয়া থাকে। স্নেহপানকালে মাতঙ্গগণকে লবণ ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পীত তৈল যে মাতঙ্গের উত্তমরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, তাহাদিগকে দুই বা তিন দিবস পরে পরে তৈল পান করিতে দিবে। তাদৃশ মাতঙ্গকে দুই তিন দিবস অন্তর পিপ্পলী, মরীচ পঞ্চলবণ, শুণ্ঠী, এই সকল চূর্ণপিণ্ডি বড়ি করিয়া সেবন করিতে দিবে। বাতনাশক তক্র (ঘোল) পঞ্চলবণ ও পূর্ব্বোক্ত মৃদুঘাস তাহাদিগের হিতকর পথ্য। এই প্রকারে পীত তৈল জীর্ণ হইলে তাহাকে পুনরায় তৈল পান করিতে দিবে।

---

† প্রায় ½ মাইল।

পক্ষান্তরে বারণগণের পীত তৈল অজীর্ণ অবস্থায় থাকিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন ;— তাদৃশ অবস্থায় উহাদিগের দাহ, গ্লানি, মূর্চ্ছা, শ্লেষ্মযুক্ত তৈল বমন, বক্ষঃস্থলের তীব্র জ্বালা; কম্প, দীর্ঘশ্বাস, মুখশোষ, উদরভঙ্গ, তরল মলের সহিত রক্ত ক্ষরণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাদৃশ অবস্থায় স্নেহ ব্যাপদ্ চিকিৎসায় উল্লিখিত বিধীনানুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর মাতঙ্গগণের পীত তৈল জীর্ণ হইতে থাকিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন ; তাদৃশ অবস্থায় উহাদিগের অঙ্গ গ্লানি, জৃম্ভণ ও তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পায়। ঈদৃশ অবস্থায় লঙ্ঘন (উপবাস) ও যবাগু (যাউ) পান করিতে দিলে উপকার দর্শে।

এইরূপে যথাবিধি স্নেহ পান শেষ হইলে বারণগণকে পাঁচদিন পর্য্যন্ত অন্নমণ্ড পান ও লঘুপাক মৃদুতৃণ ভোজন করিতে দিবে। যদি মলবদ্ধ ও রুক্ষ বোধ হয় তবে মাতঙ্গগণকে ¼ অংশ মাত্র আহার প্রদান করা আবশ্যক এবং অভ্যস্ত হইলে তাহা ক্রমে বাৰ্দ্ধত এবং মুগের যূষের সহিত মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। পিপ্পলী, আদা ও পঞ্চমূলের রস সহ শালি ধান্যের অন্ন তাদৃশ অবস্থায় হিতকর। সুসিদ্ধ জল ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিতে দিলে স্নেহপান কালে সবিশেষ উপকার দর্শে। স্নেহপানের পরে জাঠরানল বিশুদ্ধ হইলে পিপ্পলী মরিচ, শুণ্ঠী ও গুড়ের সহিত শশক তিত্তির, লাব, মহিষ, মৃগ, বরাহ, ও ময়ূরের মাংসের রস বারণগণকে পান করিতে দিবে। অথবা গুড়মিশ্রিত তিলের খিচুড়ী ভোজন করিতে দিলেও উহাদিগের পুষ্টি সাধন হয়। পঞ্চ লবণযুক্ত ‘প্রসন্না’ নামক মদ্য কিংবা ‘ষড়ঙ্গ প্রতিপান’ পান করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। এই উপচার দ্বারা মাতঙ্গকে দুই মাস রক্ষা করিতে হইবে। অতঃপর রসের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে—মাতঙ্গের (উচ্চতার) প্রতি অরত্নিতে অৰ্দ্ধাঢ়ক পরিমাণে মাংসরস প্রদান করা যাইতে পারে। প্রতিদিন সায়ংকালে কিংবা প্রাতঃকালে পূর্ব্বোপদেশ ক্রমে ভ্রমণ করাইবে। তাহার ফলে মাতঙ্গ নীরোগ থাকে। বারণগণের স্নেহ-প্রয়োগ সম্বন্ধে এই গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যেরূপ উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিলে উহাদিগের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হয়, স্নেহ পানে কোনও রূপ অনিষ্ট হয় না। তৈলের যে মাত্রা উপদিষ্ট হইল ঘৃতেরও সেই মাত্রা এবং অন্যান্য পথ্যাদির বিধান ও তদনুরূপ। আশ্বিন মাসে বারণগণের ঘৃতপান বিধেয়। প্রাতরুত্থিত মাতঙ্গ মলমূত্র ত্যাগ করিলে তাহা পরীক্ষা করিয়া তাহাকে নীরোগ

জানিলে ঈষদুষ্ণ গব্যঘৃত পান করিতে দিবে। ঘৃত পানকালেও মাতঙ্গকে আবৃত স্থানে স্থাপন করিবে। শুষ্ক গোময় নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ শয্যা তাদৃশ অবস্থায় হিতকর। মৃদু হরিদ্ বর্ণ ঘাস ও বাতনাশক কবল (কুচ্ড়া) উহাদিগের সুপথ্য। পরদিবস প্রাতঃকালে কোষ্ঠশুদ্ধি ও মাতঙ্গকে প্রফুল্ল দেখিয়া পুনরায় ঈষদুষ্ণ গব্যঘৃত পান করিতে দিবে। তাদৃশ অবস্থায় প্রথমতঃ একশত ধনুঃ-পরিমিত স্থান ভ্রমণ করাইবে এবং পাকস্থলীর ক্রিয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে পথের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হওয়া উচিত। ঘৃতপানের অন্যূন ছয় ঘণ্টা পরে তাহাকে সুসিদ্ধ ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইবে। রাত্রিতে মাতঙ্গকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিলে তাহাকে ভোজনার্থ মৃদু ও হরিৎতৃণ প্রদান করিবে। পর দিবস প্রাতঃকালের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ ঘৃত পান করিতে দিবে। হে অঙ্গনাথ, ইহাই মাতঙ্গগণের ঘৃত পানের বিধান বর্ণনা করিলাম। যথাশাস্ত্র ঘৃতপানের ফলে দুর্ব্বল মাতঙ্গ সবল হয় এবং উহাদিগের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। তখন উহারা দূর পথ গমন করিয়া শীত উষ্ণ সহ্য ও নানাবিধ ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া প্রভু-কার্য্য সাধনে অগ্রসর হয়। হে নরেশ্বর, ইহাই ঘৃত পানের গুণ আপনার নিকটে যথাযথভাবে কীর্ত্তন করিলাম।

হে মহীবল্লভ, অনন্তর বসা ও মজ্জার নিখিল প্রমাণ বর্ণিত হইতেছে শ্রবণ করুন :—বিজ্ঞ চিকিৎসক চৈত্র ও বৈশাখ মাসের মধ্যে বারণগণকে মজ্জা ও বসা পান করিতে দিবেন। মহিষ, অজ ও বরাহ প্রভৃতি আরণ্য পশুর, কুম্ভীর ও পাঠীন (বোয়াল) মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তুর সদ্যঃকৃত বসা ও মজ্জা বারণগণকে পূর্ব্বোক্ত বিধানক্রমে পান করিতে দিবে। শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকগণ, ঘৃত পানেযে যে নিয়ম প্রতিপালনের উপদেশ আছে, বসা ও মজ্জা পানে ও তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অঙ্গপতির সবিনয় প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বারণগণের স্নেহ পানের উল্লিখিত বিধান করিয়া গিয়াছেন। যে নরপতি এই গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত উপদেশক্রমে বারণগনকে স্নেহপান করিতে দিয়া থাকেন, তাঁহার মাতঙ্গযূথ নীরোগ ও সবল হইয়া তাঁহাকে বিজয় লক্ষ্মীর অধিকারী করিয়া থাকে।

ইতি—শ্রীমহর্ষিপালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তরস্থানে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

অন্নপান বিধি।

একদা মহানুভব অঙ্গপতি, মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগবন, আমি মাতঙ্গগণের অন্নপান বিধি আমূল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি—দুগ্ধ, ঘৃত, মেদ, জল ও মাংসরস প্রভৃতি পানের যে যে দোষ ও গুণ আছে তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আমার কৌতুহল পরিতৃপ্ত করুন। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন;—হে অঙ্গনাথ, বারণগণের দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও পরিণাহ (বেষ্টনের পরিমাণ) অনুসারে আহার ও পানীয় প্রদান করা আবশ্যক। অবশ্য বলা বাহুল্য যে যে মাতঙ্গের সম্মুখ ভাগ ক্ষীণ ও পশ্চাদ্‌ভাগ পুষ্ট কিংবা তদ্‌বিপরীত অথবা যে মাতঙ্গ কুব্জ খঞ্জ বামন বা অন্যবিধ বিকলাঙ্গ তাহাদিগের সম্বন্ধে এ নিয়ম সম্যক্‌ প্রযোজ্য নহে; তাদৃশ মাতঙ্গের আহার্য্যের পরিমাণ-নির্দ্ধারণ সুযোগ্য চিকিৎসকের বিচার বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিতে হইবে। মাতঙ্গকে সমতল ভূমিতে দণ্ডায়মান করিয়া বাহুমূল সমসূত্রে উচ্চতার পরিমাণ, কুম্ভ হইতে পেচক (লাঙ্গুল মূল) পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যের পরিমাণ এবং মধ্যস্থলে পরিণাহ বা ব্যাপ্তির (বেষ্টনের) পরিমাণ গ্রহণ করা আবশ্যক। যে মাতঙ্গের দেহের পরিণাহ বা ব্যাপ্তি অষ্ট অরত্নি * তাহাকে উত্তম মাতঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে।

অনন্তর অঙ্গপতি রোমপাদ পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন;--ভগবন, আপনি হস্তিনীদিগের পরিমাণ কুত্রাপি বর্ণনা করেন নাই, আমি তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া আমার অজ্ঞানের নিরাকরণ করুন। অঙ্গেশ্বরের ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন;—হে নরনাথ, যে করিণীর উচ্চতা ছয় অরত্নি, দৈর্ঘ্য আট অরত্নি এবং পরিণাহ নয় অরত্নি তাহাকে উত্তমা, যে করিণীর উচ্চতা পাঁচ অরত্নি, দৈর্ঘ্য সাত অরত্নি এবং পরিণাহ আট অরত্নি তাহাকে মধ্যমা এবং যে করিণীর উচ্চতা চারি অরত্নি, দৈর্ঘ্য ছয় অরত্নি ও পরিণাহ সাত অরত্নি তাহাকে নিকৃষ্টা করিণী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

* কনিষ্ঠা অঙ্গুলির মস্তক হইতে কনুয়ের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত এক 'অরত্নি' প্রায় ১৭ ইঞ্চি।

হে অঙ্গনাথ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে দেহের পরিমাণ অনুপাতে মাতঙ্গগণের আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ অবধারিত হইয়া থাকে। মাতঙ্গের উচ্চতায় প্রত্যেক অরত্নিতে এক দ্রোণ বা আট সের পরিমিত আহার আবশ্যক; কিন্তু অন্ন ও স্নেহ (তৈল ঘৃত, বসা ও মজ্জা) সম্বন্ধে বিধান এই যে প্রত্যেক অরত্নিতে অর্দ্ধ আঢ়ক বা চারি সের * স্নেহ পদার্থ মাতঙ্গগণকে পান করিতে দিবে। সেইরূপ প্রত্যেক অরত্নিতে এক দ্রোণ হিসাবে তণ্ডুল প্রদান করা যাইতে পারে। লবণ ও গুড় প্রত্যেক অরত্নিতে দশ পল করিয়া দেওয়া যায়। একটী উত্তম মাতঙ্গকে দ্বাদশ দ্রোণ বা ২/ মন পরিমাণে ঘাস আহার করিতে দিতে পারা যায়। আর্দ্র ঘাসের এই পরিমাণ, শুষ্ক ও লঘু ঘাসের পরিমাণ ইহার দ্বিগুণ এবং ফলতঃ ধান্যের পরিমাণ ইহার অর্দ্ধ করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন যে ধান্যের অভ্যন্তরে শস্য জন্মিয়াছে তাহার পরিমাণ ½ অংশ মাত্র। মাতঙ্গগণ প্রাতঃকালে তৈল লবণ বিহীন বিধা ভোজন করিবে এবং সায়ংকালে ঘৃত, গুড় দধি মাংস, স্নেহ ও লবণযুক্ত বিধা আহার করিবে। গ্রীষ্মকালে মাতঙ্গগণকে মোদক (মিষ্টান্ন) ভোজন করিতে দেওয়া উচিত। মাংসরস প্রস্তুতের জন্য বরাহ, মেষ, মহিষ, শশক, ছাগ ও হরিণের মাংস গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং মাংসের পরিমাণ প্রত্যেক দ্রোণে পঞ্চাশ পল মাত্র হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন কুক্কুট, ময়ূর, লাব (লাউয়া ছাতরা), তিত্তির ও আটিহংস (বালিয়া হাঁস) প্রভৃতি বিহঙ্গের মাংস দ্বারাও মাংসরস প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক দ্রোণে অর্থাৎ প্রত্যেক পঞ্চাশ পল মাংসে এক পল করিয়া ত্রিকটু, (শুঁঠ পিপুল, মরিচ) চূর্ণ প্রদান করিতে হইবে।

হে নরেশ্বর, ইতঃপূর্ব্বে বারণগণের সায়ংকালে দধিস্নেহ প্রভৃতি দ্রব্য সহ যে বিধা বা অন্ন তণ্ডুলাদি ভোজনের বিধান করা হইয়াছে সেই স্নেহের পূর্ণ পরিমাণ এক কুড়ব বা আট সের এবং দধির পূর্ণ পরিমাণ অর্দ্ধ আঢ়ক বা চারি সের মাত্র হইবে। তদ্দ্বারা উক্ত অন্নাদি উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মাতঙ্গকে ভোজন করিতে দিবে। এই বিধা (কুচড়া) ভোজনের পরে মাতঙ্গকে মদ্য পান করিতে দিবে। মদ্য পানের পরেও ভোজনে কোন দোষ নাই; কিন্তু মদ্য পানের পরে মাংসরস পান অহিতকর। হে নরেশ্বর, উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মাতঙ্গের

---

* তত্রারত্নৌ প্রদাতব্যং স্নেহস্যার্দ্ধাঢ়কং ভবেৎ। মূলউত্তর স্থান ৩য় অঃ ৩৭. স্নেহপানবিধি অধ্যায়ে—তৈল মাত্রা তু নাগস্য প্রাগর্দ্ধ প্রস্থ সম্মতা উত্তর স্থান ২য় অঃ ২৪।

পক্ষেই যে পান আহারের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যে সকল মাতঙ্গের অগ্নিবল প্রদীপ্ত তাহাদের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণেও পান ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে।

অনন্তর মহামনাঃ অঙ্গপতি পুনরায় সবিনয়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অব্যাকুল-চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন-ভগবন, আপনি বারণগণের পান ও ভোজনের সম্বন্ধে যে যে উপদেশ প্রদান করিলেন আমি, আমার গজাধ্যক্ষকে তাহা সেইরূপ ভাবেই উপদেশ করিব, কিন্তু যে আহারের যে গুণ তাহা বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন। অক্ষুব্ধমতি অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—নরনাথ, শ্রবণ করুন—প্রথমতঃ ঘাসের গুণ-ই বর্ণনা করিতেছি—বারণগণের পক্ষে তৃণ তৃষ্ণা-নিবারক, তৃপ্তিকর, মনঃ-প্রসাদন, গ্রহণীদীপন, বাত পিত্ত কফ ও রক্তদোষ নিবারক, জীবনীশক্তি বর্দ্ধক, চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতাজনক, শ্রম গ্লানি ও তন্দ্রা নাশক এবং সুনিদ্রাজনক। হে অঙ্গনাথ, যে কারণে তৃণে উল্লিখিত গুণাবলী বিদ্যমান তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—হে পৃথিবীশ্বর, সোম হইতে জল এবং জল হইতে তৃণ উৎপন্ন হইয়াছে। জগতে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়ই সোমগুণবহুল এবং সোমগুণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শীতে আজন্ম অভ্যস্ত বারণগণ বিশেষরূপে সোমাত্মক। এই নিমিত্ত সূর্য্য যখন উত্তরায়ণে গমন করিতে থাকেন, তখন বারণগণ ক্ষীণ ও হীনপ্রাণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সূর্য্যের দক্ষিণায়নে বারণগণ সুস্থ ও সুখী হয়। বারণগণ সুখে তৃণ ভোজন করিয়া উৎসাহশীল বলবান হৃষ্টপুষ্ট ও সুখী হইয়া থাকে। আরণ্য-বারণগণ স্বাধীনভাবে তৃণ ভোজন ও করিণীগণের সহিত গিরিনদীতে বিহার করিয়া পরম সুখে জীবনযাপন করে এবং তাহার ফলেই উহার সন্তান জন্মে। কেবল মাতঙ্গ কেন প্রায় সকল পশুই তৃণভোজী ও তৃণপ্রিয় এই নিমিত্ত অরণ্যেই হউক কিংবা গ্রামেই হউক বারণগণ তৃণ ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে। যেমন মানবগণ মিষ্টান্ন ভোজনান্তে অন্য দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে তেমনি বারণগণ তৃণ ভোজনে তৃপ্ত হইয়া মদ্য ঘৃতাদি চতুর্ব্বিধ স্নেহদ্রব্য ও মাংসরস পান করিয়া সুখী হয়। তদ্ভিন্ন প্রয়োজনানুসারে নস্য, বস্তিক্রিয়া (পিচকারী দান) ও বিবিধ ভৈষজ্য ব্যবহার ও পরাধীন গ্রাম্য বারণগণের পক্ষে প্রয়োজন হয়। এই নিমিত্ত আজন্ম তৃণ ভোজনে অভ্যস্ত বারণগণ যদৃচ্ছাক্রমে লতাপত্র তৃণ ও বৃক্ষভঙ্গাদি (ডাল)

ভোজন করিয়া থাকে এবং তাদৃশ যথেচ্ছ আহারের ফলে বিধা (কুচড়া) ও লবণের অভাবেও উহাদিগের দেহের উপাদানস্বরূপ বাতপিত্ত কফ ও রক্ত দূষিত বা কুপিত হয় না। পক্ষান্তরে পরাধীন বন্ধন-ক্লেশ-দুঃখিত গ্রাম্য বারণগণ কেবল তৃণাদি ভোজনে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত ঘৃত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ, দুগ্ধ মদ্য মাংসরস ও বিধা (কুচ্ড়া) প্রভৃতি বিবিধ আহার এবং রোগে নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে হয়। হে পৃথিবীশ্বর, আপনার গজযূথকে যথাবিধি পান ভোজন দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট করা কর্ত্তব্য।

পুনরায় অঙ্গরাজ মহামুনি পালকাপ্যকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, আপনি বারণগণের যে চতুর্ব্বিধ আহারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মাতঙ্গগণকে কিরূপে প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা এইক্ষণে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে অঙ্গনাথ, ভোজ্য ভক্ষ্য পেয় ও লেহ্য এই চতুর্ব্বিধ আহার। তন্মধ্যে ভোজ্য নানা দ্রব্যজাত ও নানাবিধ। উক্ত ভোজ্য সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে প্রথমতঃ সংস্কৃত ভোজ্যের বিষয় যথাক্রমে বর্ণনা করিতেছি—অন্ন মাংসরস, ঘৃতাদি স্নেহ, কবল ও দধি প্রভৃতি বারণগণের সংস্কৃত ভোজ্য। পক্ষান্তরে উল্লিখিত দ্রব্য সমুদয় বিহীন অন্ন ও তণ্ডুল প্রভৃতিই অসংস্কৃত ভোজ্য। কুবলয় পল্লব বৃক্ষের শাখা মূল ত্বক্ ও বিশেষরূপে তৃণ সমুদয় বারণগণের ভক্ষ্য বলিয়া পরিহিত। যবাগু (যাউ) দুগ্ধ মদ্য বিবিধ মাংসরস, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত সকল প্রকার স্নেহ পদার্থ যবক, তৃবৃত, মহাস্নেহ এই সকল দ্রব্য পেয় মধ্যে গণনীয়। তন্মধ্যে মিশ্রিত সমভাগ তৈল ও ঘৃতকে 'যবক' বা 'যমক' সমভাগে মিশ্রিত তৈল ঘৃত ও বসাকে* তৃবৃত, এবং একযোগে পক্ব সকল প্রকার স্নেহ মাংস মেদ ও মজ্জাকে 'মহাস্নেহ' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। উৎকারিকা, বেসবার এবং মেদক এই ত্রিবিধ দ্রব্য লেহ্য নামে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে উৎকারিকা পাকের বিধান এই—

১। পিয়ালবীজ	৫। ময়দা
২। খেজুরের মাথি	৬। গব্যঘৃত
৩। কাঁঠাল	৭। মিছরি বা চিনি
৪। যবের ছাতু	

* ত্রিবৃত হওয়া উচিত।

উৎকারিকা পাক প্রণালী।

প্রথমোক্ত ছয় প্রকার দ্রব্য এক যোগে পাক করিয়া অবতরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তন্মধ্যে সপ্তম মিছরি বা চিনি প্রাদান করিয়া অবতারণ করিবে। ইহাই মাতঙ্গগণের উৎকারিকা নামে প্রসিদ্ধ বল পুষ্টিকর লেহ আহার।

১।	ময়দা	৴২৷৷	৪।	গব্যঘৃত	।০
২।	চাউল	৴২৷৷	৫।	ইক্ষুগুড়	৴১।
৩।	পিপ্পলী চূর্ণ	৵০			

এই পঞ্চবিধ দ্রব্য জলসহ একযোগে পাক করিলে ও আর একরূপ 'উৎকারিকা' বলা যায়। অথবা—

১।	ভাজা যবের ছাতু	৴২৷৷	৪।	গোল মরিচ	৵০
২।	কেসুর চূর্ণ	৴২৷৷	৫।	মধু	৴।০
৩।	গব্যঘৃত	৴।০			

প্রথমোক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্য জলসহ পাক করিয়া শীতল হইলে তন্মধ্যে মধুমিশ্রিত করিবে। ইহাও এক প্রকার উৎকারিকা। ইহার যে কোনও প্রকার উৎকারিকা ভোজনে বারণগণের জঠরানল প্রদীপ্ত এবং দেহ পুষ্ট ও সবল হয়।

বেস বার পাক প্রণালী।

হে অঙ্গেশ্বর, অনন্তর বেসবারের বিষয় আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন—

১।	অস্থিবিহীন মাংস	৪।	গোলমরিচ চূর্ণ
২।	পিপ্পলী চূর্ণ	৫।	ইক্ষুগুড়
৩।	শুণ্ঠী চূর্ণ	৬।	গব্য ঘৃত

প্রথমে মাংস সুসিদ্ধ করিয়া তাহা ঝোল হইতে পৃথক করতঃ শিলে উত্তমরূপে বাটিতে হইবে। এবং আর বার অপর পঞ্চবিধ দ্রব্যের সহিত একযোগে পূর্ব্ব রক্ষিত ঝোলসহ পুনরায় পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে মাতঙ্গকে লেহন করিতে দিবে। অথবা দ্বিতীয় বার পাক কালে উহার সহিত দধি মিশ্রিত করিয়া পাক করিলে আর এক প্রকার 'বেসবার' হয়। এই উভয়বিধ 'বেসবার' ই বারণগণের বলও পুষ্টিকর।

মেদক পাক প্রণালী।

(১)

১।	গোটা গম	৩।	মদের সিটা
২।	গব্যঘৃত	৪।	গুড়

প্রথম গোধূম সুসিদ্ধ করিয়া অপর ত্রিবিধ দ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা এক প্রকার মেদক। এই মেদক সেবনে বারণগণের বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অথবা—

(২)

১। বিড়ঙ্গ তৈল
২। মাষকালাই
৩। তিল তৈল

এই ত্রিবিধ দ্রব্য একত্র বাটিয়া মাতঙ্গগণকে লেহন করিতে দিলে উহাদিগের কৃমি নষ্ট ও নির্গত হইয়া থাকে। অথবা—

(৩)

১। যব
২। কুল্মাষ (বোরো ধানের চাউল)
৩। তিল চূর্ণ
৪। গোদুগ্ধ
৫। গবাঘৃত
৬। ইক্ষুগুড়

প্রথম ও দ্বিতীয় যবকুল্মাষ সুসিদ্ধ করিয়া পরে তাহার সহিত একযোগে অপর চতুর্বিবধ দ্রব্য পুনরায় উত্তমরূপে পাক করিবে এবং শীতল হইলে তাহা বারণগণকে লেহন করিতে দিলে তাহাদিগের দেহ পুষ্ট ও সবল হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ 'মেদক' বারণগণের মাংস রক্ত বল ও মেদ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত 'মেদক' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বারণকে দেয় দুগ্ধের পরিমাণ সাধারণতঃ তিন প্রস্থ হইবে; ঘৃতের পরিমাণ এক প্রস্থ কথিত আছে। মাংসরসের পরিমাণ এক দ্রোণ এবং দধির পরিমাণ অর্দ্ধ আঢ়ক হওয়া আবশ্যক। তৈলের পূর্ণ পরিমাণ অর্দ্ধ আঢ়কের বা চারি সেরের অনধিক। মেদকের ও মাংসের পরিমাণ অর্দ্ধ আঢ়কের বা চারি সেরের অধিক হওয়া উচিত নহে। শক্তু বা ছাতুর পরিমাণ এক কুড়ব এবং গুড়ের পরিমাণ আট তোলা মাত্র। অন্নের পরিমাণ তৈলের সমান অর্থাৎ অর্দ্ধ আঢ়ক বা চারি সের মাত্র হওয়া কর্ত্তব্য। মাংস, স্নেহ রসযুক্ত করিয়া তাহার সহিত প্রতি দ্রোণে একপল হিসাবে ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিবে এবং সায়ংকালে মাতঙ্গকে তাহা ভোজন করিতে দিবে এবং দধি ও গুড় যুক্ত মাংস বারণগণকে পূর্ব্বাহ্ণে ভোজন করিতে দিবে।

হে নরেশ্বর, অনন্তর আমি বিধা বা কুচ্ড়ার গুণ বর্ণনা করিব। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ধান্যের তণ্ডুল ব্যবহারই প্রশস্ত। শালিধান্য যব গোধূম ব্রীহি প্রিয়ঙ্গু এবং কোদ্রব বা কোদ ধান্য। এই সকল ধান্যের যথা লাভ তণ্ডুল কুচ্ড়ার

ভোজন করিতে দিলে বারণগণের তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। এবং উহারা সুখে নিদ্রা যায়।

হে অঙ্গনাথ, অতঃপর ভক্ত স্নেহ-গুণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। বারণগণের ভোজ্য অন্নে তৈল কিংবা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রদান করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে যে সকল মাতঙ্গের দেহ পিত্তপ্রধান, যাহারা ক্ষীণদেহ যাহারা মদ-ক্ষীণ বৃদ্ধ কিংবা করিণী সংসর্গে দুর্ব্বল। যে সকল মাতঙ্গশিশু দুর্ব্বল কিংবা নেত্র-রোগ-গ্রস্ত অথবা নবধৃত তাহাদিগের অন্নে গব্য ঘৃত প্রদান করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। কারণ তাদৃশ বর্ণ রসও সুগন্ধি (অবিকৃত) গব্য ঘৃত মিশ্রিত অন্ন সম্যক্‌রূপে দেহবর্ণ-প্রসাদক আরোগ্যকর বৃংহণ (তেজোবর্দ্ধক) আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর বিষঘ্ন ও সর্ব্বরোগ প্রতিষেধক বলিয়া কথিত আছে। পক্ষান্তরে পুরাতন দূষিত বা বিকৃত ঘৃত মিশ্রিত অন্ন ভোজনে মাতঙ্গগণের অহিত সাধনই হইয়া থাকে এই নিমিত্ত বহু চেষ্টা সত্ত্বেও উহারা তাহা ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যে সকল মাতঙ্গ পরিমিত ব্যায়ামের অভাব বশতঃ স্থূলশারদ রোগে আক্রান্ত হইয়া স্থূলদেহ সম্পন্ন হয়, যাহাদের দেহে প্রায়শঃ বাতের উপদ্রব লক্ষিত হয় যে সকল মাতঙ্গের গতি অতিশয় ধীর, যে সকল বারণ বাত-প্রকৃতিক কিংবা শ্লেষ্ম-প্রকৃতিক যে সকল মাতঙ্গ পুনঃ পুনঃ আনাহ (পেট ফাঁপা) রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, পথ গমন কালে যে সকল মাতঙ্গের মাংস প্রায়শঃ স্পন্দিত হয় এবং যাহাদের পাকস্থলীতে কৃমি সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহাদিকে তৈল পান করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

হে অঙ্গনাথ, করিণীগণের পক্ষে সর্ব্বদা তৈল পানই বিধেয়; কারণ তাহাদিগের দেহ পিত্তপ্রধান, এই নিমিত্ত তৈল ভিন্ন ঘৃত বসা প্রভৃতি অন্য কোন প্রকার স্নেহ পদার্থ তাহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত নহে। তৈল বাত নাশক মাংস বর্দ্ধক, কৃমি দোষ নিবারক ধাতু পুষ্টিকর উৎসাহ জনক তেজ ও বল বর্দ্ধক এই নিমিত্ত তৈল-মর্দ্দিত বিধা (তণ্ডুলাদির কুচড়া) মাতঙ্গীগণকে ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু অজীর্ণ রোগগ্রস্ত কিংবা বৃদ্ধমাতঙ্গের তৈল পান হিতকর নহে। চক্রোদ্ধৃত (ঘানীতে প্রস্তুত) সদ্যঃকৃত সুস্বাদু তৈলই বারণগণের পেয় ও হিতকর। পক্ষান্তরে যে তৈল মলিন (ঘোলা) যাহাতে কীটাদি দৃষ্ট হয়, যাহা কষায় রস সংযুক্ত কিংবা অম্লরস দূষিত, তাহা পানে বারণগণের অতীসার হইয়া থাকে এবং মর্দ্দনে হরিদবর্ণ হয় §। সুতরাং তাদৃশ দূষিত তৈল সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

হে নরেশ্বর, অনন্তর লবণ দানের গুণ বর্ণিত হইতেছে শ্রবণ করুন লবণ

ভোজনের ফলে বারণগণের ভুক্ত গুরুপাক দ্রব্য অল্পায়াসে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, বর্ণ প্রসন্ন হয়। উহা রক্তবর্দ্ধক বায়ুর অনুকূলতা কারক মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা বর্দ্ধক মূত্র বস্তিশোধক পরিপাচক রোগনাশক তেজো-বলবর্দ্ধক, ক্লেদকর পাচক, বমন কারক অগ্ন্যুদ্দীপক কৃমিনাশক এবং বাত রোগ প্রতিষেধক। লবণ ভক্ষণের পরে মাতঙ্গগণ জল পান করিয়া থাকে। আহারের পরে লবণ ভোজন করিতে দিবে এবং তৎপরে বিধার অবশিষ্ট ভাগ সহ মিশ্রিত জল বারণগণকে পান করিতে দিবে। যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ সমূহ পুঞ্জীভূত করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা অতি অল্পকাল মধ্যেই সম্পূর্ণ রূপে দগ্ধ হয়, তেমনি বারণগণ নানাবিধ খাদ্য ভোজন করিয়া লবণ ভক্ষণ করিলে তাহাদিগের সমস্ত খাদ্য লবণ-প্রভাবে সহজেই পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং আহার দ্বারা বারণগণের দোষোপচয় সম্ভবপর হয় না। বারণগণের খাদ্য বস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাণ অপরাপর সকল প্রাণী অপেক্ষা গুরুতর ও প্রভূততর। বৃক্ষ ভঙ্গ লতাগুল্ম শস্য প্রভৃতি বিবিধ গুরুপাক দ্রব্য আহার করিয়াও মাতঙ্গগণ লবণ ভক্ষণ করিতে পাইলে সহজেই তাহা পরিপাক করিতে সমর্থ হয়; পক্ষান্তরে লবণ বর্জ্জিত আহার মন্ত্রবিহীন যজ্ঞের ন্যায় বারণগণের বহুদোষকর; উহা অবিলম্বে বায়ু কুপিত করিয়া অজীর্ণ রোগ জন্মায়। ভক্ষিত মৃত্তিকা বারণগণের যে সকল দোষ উৎপাদন করে লবণ বর্জ্জিত বিধা বা আহার ও সেই সকল দোষ আনয়ন করিতে পারে; এই নিমিত্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ কদাপি বারণগণের আহারান্তে লবণ দানে বিরত হয়েন না। রোমক লবণ সৈন্ধব লবণ বিট্‌লবণ সৌবর্চ্চল (সাচ্‌) লবণ স্বর্জ্জিকালবণ যবক্ষার লবণ সামুদ্রলবণ এবং উদ্ভিদ্‌লবণ এই অষ্টবিধ লবণই বারণগণকে যথাবিধি লেহন করিতে দিবে। তন্মধ্যে কেবল সমুদ্রলবণই প্রতি দ্রোণে দশ পল দেয় এবং অবশিষ্ট সপ্তবিধ লবণের প্রত্যেক প্রতি অরত্নিতে পাঁচ পল করিয়া প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ইক্ষুদণ্ড দুগ্ধ গব্যঘৃত মাংস বসা (চর্ব্বী) মেদক উৎকারিকা বেসবার * নবগৃহীত কিংবা ক্ষীণদেহ মাতঙ্গকে প্রদান করিতে হইবে। নবধৃত বন্য মাতঙ্গকে উত্তম আহার দ্বারা প্রলোভিত করিয়া অল্পায়াসে বশীভূত করা যায়। প্রথম দিনে নবধৃত মাতঙ্গকে গুড় মিশ্রিত তণ্ডুল পূর্ণ বিধা (কুচ্‌ড়া) প্রদান করিতে হয় এবং পরে উহা প্রতিদিন এক এক পল বর্দ্ধিত করিয়া এক কুড়ব পর্য্যন্ত

* মেদক উৎকারিকা ও বেসবার এই ত্রিবিধ পারিভাষিক লেহ্য দ্রব্য পাকের বিধান ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

করা যাইতে পারে। তৎপরে দ্বিগুণ ত্রিগুণ, এবং চতুর্গুণ পর্য্যন্ত নবধৃত মাতঙ্গকে বৰ্দ্ধিত করিয়া এক আঢ়ক বা ⁄৮ সের পর্য্যন্ত গুড় তণ্ডুল ভোজন করিতে দিতে পারা যায়। অনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত দৈহিক পরিমাণের অনুরূপ মাত্রায় নবধৃত মাতঙ্গকে লবণ লেহনে অভ্যস্ত করিতে হয়। ক্রমে লবণের মাত্রা বৃদ্ধির সহিত গুড়ের মাত্রার হ্রাস করিয়া ক্রমে তাহাতে অভ্যস্ত হইলে তাহাদিগকে পূর্ণ মাত্রায় লবণ লেহন করিতে দিতে হয়।

গব্য ঘৃত ও ইক্ষুগুড় মিশ্রিত সক্তু (ছাতু) ও তণ্ডুল মাতঙ্গগণকে সায়ংকালে ভোজন করিতে দিলে উহাদিগের বল ও মাংস বৰ্দ্ধিত হয়। নবধৃত মাতঙ্গ যখন সকল প্রকার রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনে অভ্যস্ত হয় তখন তাহাকে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত বিধানে বিবিধ পানীয় পান করিতে দিবে। নবধৃত মাতঙ্গের পানীয় সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে উহাদিগকে তৈল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত মেদ কিংবা তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এবং মেদ বসার সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট রস সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নিয়ম নাই, পূর্ব্বোল্লিখিত বিধান অনুসারেই তাহা পান করিতে দিবে। কিন্তু কখনও মাতঙ্গগণের ঐকান্তিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক পান ভোজনে বাধ্য করিবে না।

হে নরনাথ, নবধৃত মাতঙ্গের ভোজন সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম এই যে উহাদিগকে; প্রথম দিনে একটি মাত্র কুচ্‌ড়া খাইতে দিবে। তাহাতে অভ্যস্ত হইলে ক্রমে দুইটী তিনটী চারিটি করিয়া বৰ্দ্ধিত করিতে করিতে দৈহিক পরিমাণের অনুরূপ পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত হইবে। সেইরূপ স্নেহপান সম্বন্ধে ও প্রথমতঃ এক কুড়বা বা ⁄॥৹ অর্দ্ধসের হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অভ্যস্ত হইলে পরে তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া দৈহিক পরিমাণের অনুরূপ পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা যাইতে পারে। স্নেহযুক্ত বিধা ভোজন করিতে দিলে মাতঙ্গগণ হৃষ্টপুষ্ট ও সবলদেহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। মাতঙ্গগণকে স্নেহপানের পরে যথাবিধি ভোজন করিতে দিলে তাহাদিগের জাঠরাগ্নি সম্যকরূপে বৰ্দ্ধিত হয় এবং তাহার ফলে আহার্য্য বস্তুর উত্তম পরিপাক, বাতপ্রকোপ-জনিত রোগ সমূহের উপশম ও তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

• নিরন্তর শুষ্ক তৃণাদির কিংবা তরুশাখাদির ভোজনের ফলে যে সকল করিণী কৃশাঙ্গী হয় এবং তাদৃশ অবস্থায় গর্ভবতী হইলে তাহাদিগের গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গ সন্ধি সমূহ কুপিতবায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। যথাসময়ে প্রসবের পরে

ঐ সকল করি শাবকের অঙ্গসন্ধি সমূহে কুপিত রায়ু সময়ে সময়ে অধিকতর কুপিত হইয়া তাহাদিগের 'গাত্রাতঙ্ক' রোগ উৎপাদন করে। তাদৃশ অবস্থায় তাহাদিগের অঙ্গে তৈলাদির বহিঃ প্রয়োগে ও বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় না। তখন তাহাদিগকে যথাবিধি তৈল পান করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। যে সকল মাতঙ্গ স্থূলোদর কিংবা যাহারা 'শারদ' রোগগ্রস্ত তাহাদিকে সর্ব্ববিধ লবণ মিশ্রিত প্রসন্না নামক মদিরা পান করিতে দিলে তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে ; কারন বারুণী (মদ) মাতঙ্গগণের জাঠরানল প্রদীপ্ত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের লঘুতা সম্পাদন করিয়া থাকে। উক্ত বারুণী বা মদিরা যথাবিধি তৈল সহ পান করিতে দিলে উহা বৃষ্যা বৃংহণী বীর্য্যবর্দ্ধিনী এবং শ্লেষ্মা ও কৃমি নাশিনী হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন যে সকল মাতঙ্গ প্রায়শঃ উদরাধ্মান রোগগ্রস্ত যাহারা বাত রোগাক্রান্ত যাহাদের মেরুদণ্ড কিংবা বক্ষঃস্থল ক্ষুদ্র ও বিচ্যুত বা স্রস্ত তাহা-দিগকে দ্রাক্ষা ও তৈল মিশ্রিত মদিরা পান করিতে দিলে ঐ সকল রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে। যে সকল মাতঙ্গ গুরুভার বহন এবং সুদূর পথ গমন জনিত পরিশ্রমে একান্ত কাতর অথবা বন্ধনাদি জনিত ক্লেশে সাতিশয় পীড়িত কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের আঘাতে জর্জ্জরিত তাহাদিগের পক্ষে গুড়যুক্ত মদিরা পান একান্ত হিতকর।

যে সকল মাতঙ্গ, জাঠরানলের দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ "আনাহ" বা উদরাধ্মান এবং 'মৃত্তিকানাহ' (মাটি খাইয়া পেট ফাঁপা) রোগগ্রস্ত তাহাদিগকে সকল প্রকার লবণ মিশ্রিত মদিরা পান করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। তদ্ভিন্ন যে সকল মাতঙ্গ বাতোন্মোথিত ও 'গাঢ়মূত্র' রোগাক্রান্ত, পঞ্চ লবণযুক্ত সুরাপান তাহাদিগের পক্ষে একান্ত হিতকর। যে সকল মাতঙ্গ অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হয় কিংবা যাহাদের তরল মল নিঃসরণ হয় অথবা যাহাদের আমাশয় বিকার অরুচি এবং অগ্নিমান্দ্য বশতঃ আহারে বিদ্বেষ আছে তাহাদিগকে অম্ল ও লবণ বর্জ্জিত কাদম্বরী (একরূপ সুরা) পান করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। অগ্নি দূষিত কিংবা দূষিত-পাত্রস্থিত সুরা বারণগণকে কদাপি পান করিতে দিবে না। পক্ষান্তরে যে মদ্য অবিকৃত তৈলবর্ণ বা ঘৃত মণ্ডবর্ণ এবং যাহা করবীর উৎপল ও পদ্ম গন্ধযুক্ত, যাহার স্বাদ সুপরিস্ফুট তিক্ত ও মধুর তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন মদ্যই অদূষিত বলিয়া জানিতে হইবে।

হে নরেশ্বর, দূষিতমদ্য পানে বারণগণের উপকারের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট দোষই ঘটিয়া থাকে. এই নিমিত্ত তাদৃশ মদ্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। পক্ষান্তরে অবিকৃত

উৎকৃষ্ট সুরাপানের ফলে বারণগণের শ্রান্তি দূর শ্লেষ্ম-নাশ জঠরাগ্নি বৃদ্ধি ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া মানসিক হর্ষ কোষ্ঠ-পরিষ্কার, মূত্রাশয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া দেহের পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি, প্রভৃতি অসংখ্য উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

হে অঙ্গনাথ, অতঃপর মেদকের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ইহা যথা-বিধি লেহনের ফলে মদক্ষীণ বারণগণের (মস্তাইর পরে কাতর দুর্ব্বল হাতীর) দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও মদ বর্দ্ধিত হয়, পিত্ত প্রশমিত, বলবৃদ্ধি ও তৃষ্ণা অন্তর্দ্ধৃত হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুতে নবধৃত মাতঙ্গদিগকে অধোলিখিত বিড়ঙ্গ মেদক লেহন করিতে দিবে।

১। বিড়ঙ্গ		৬। মদের সিটা সূক্ষ্ম চূর্ণ	৮॥ পল
২। মুগ		৭। নিমছাল	„ *
৩। খয়ের কাষ্ঠ		৮। ঝাউছাল	* „
৪। কুটজছাল সূক্ষ্ম চূর্ণ	৮॥ পল	৯ ইক্ষু গুড়	„ „
৫ ইঙ্গুদছাল „	„ „	১০। সৌবীর বা তিলতৈল	১ আঢ়ক

পূর্ব্বোক্ত দৈহিক পরিমাণের অনুরূপ বা /৮ সের মাত্রায় মুগ বিড়ঙ্গ এবং খয়ের কাষ্ঠের ক্বাথে সুসিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত ৪র্থ হইতে ৯ম পর্য্যন্ত ঔষধ দ্রব্যের সমষ্টির পঞ্চাশ পল মিশ্রিত করিবে এবং তাহা ১ আঢ়ক /৮ সের ১০ম সৌবীর কিংবা তিলতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া এই বিড়ঙ্গ মেদক শীতল হইলে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে তাহাতে বারণগণের দেহ হৃষ্টপুষ্ট, বলবৃদ্ধি ও দোষ ধাতু প্রকোপ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১। অক্ষীব (সাজিনা বীজ)		৭। কুটজছাল সূক্ষ্ম চূর্ণ	১২॥ পল
২। কুলত্থ (কুত্তিকালায়)		৮। মধু	১ কুড়ব
৩। হরিদ্রা		৯। কাঁজি	„
৪। খদিরছাল সূক্ষ্ম চূর্ণ	১২॥ পল	১০। মদের সিটা	২০ পল
৫। আসনছাল সূক্ষ্ম চূর্ণ	„ „	১১। গুড়	„
৬। নিম্বছাল সূক্ষ্ম চূর্ণ	„ „	১২। তিলতৈল	„

অক্ষীব ক্বাথ কিংবা হরিদ্রার ক্বাথে কুত্তি কলায় সুসিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত ৪র্থ হইতে ১২ দ্বাদশ পর্য্যন্ত ঔষধ দ্রব্য সমুদয় একযোগে মর্দ্দন করিবে এবং তাহা শীতল হইলে প্রাতঃকালে বারণগণকে সেবন করিতে দিবে। ইএ

(*) প্রত্যেক পল ৪ তোলা

অক্ষীব মেদক সেবনে মাতঙ্গগণের দেহপুষ্টি শরীরের উপদান স্বরূপ সপ্ত ধাতুর প্রকোপ ও বাত পিত্ত কফ প্রভৃতির দোষের বিকার প্রতিষেধ এবং জঠরানলের প্রবাল্য হইয়া থাকে।

গোধূম-চূর্ণ।

১। গোধুম চূর্ণ		৭।০ শিগ্রুছাল চূর্ণ (সাজিনা)	৬১/২ পল
২। তণ্ডুল চূর্ণ		৮। কঙ্কোল চূর্ণ	,,
৩। ইক্ষুগুড়	৬॥ পল	৯। উৎপল কন্দ চূর্ণ	,,
৪। কিণ্ব (মদদের সিটা)	৬॥ পল	১০। ইক্ষুরক বীজ চূর্ণ	,,
৫। বলা চূর্ণ	,,	১১। তিলতৈল বা গব্য ঘৃত	১ আঢ়ক
৬। নাগবলা চূর্ণ	,,	১২। দধি	১ আঢ়ক বা /৮ সের

প্রথমতঃ পূর্ব্বদিন রাত্রিতে তুল্যাংশ গোধূম ও তণ্ডুলচূর্ণ জলে পাক করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে ৩য় হইতে ১২শ পর্য্যন্ত ঔষধ দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত বা মর্দ্দন করিবে এবং প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। ইহাকে গোধূম মেদক বলে। ইহা সেবনে বারণগণের পিত্তদোষ তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ, বলবৃদ্ধি, কফ ও বাতদোষ প্রশমন, মদোৎপত্তি প্রভৃতি অশেষ প্রকার হিতসাধন হইয়া থাকে।

মাষমেদক।

(পোষ্টাইর অতি উত্তম ঔষধ)

১। নিস্তুষ মাষ কলায়		৫। ক্ষীরিকা (খেজুর	১২॥ পল
২। দ্রাক্ষা	১২॥ পল	৬। তিল তৈল বা গব্যঘৃত অর্দ্ধ আঢ়ক বা /৪ সের	
৩। শৃঙ্গাটক (শিঙ্গাড়া)	,,		
৪। মদের সিটা	,,	৭। দধি অর্দ্ধ আরক বা /৪ সের	

পূর্ব্বদিন রাত্রিতে ১ম মাষ কলায় উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহা সুশীতল করিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে উল্লিখিত রাত্রি পর্য্যুষিত কলায়ের সহিত ২য় হইতে ৭ম পর্য্যন্ত দ্রব্য সমুদয় মিশ্রিত ও মর্দ্দন করিয়া প্রাতঃকালে তৎসমুদয় সেবন করিতে দিবে। ইহাকে মাষমেদক বলে। ইহা সেবনে বারণগণের মাংস মেদ বৃদ্ধি, ত্রিদোষ ও ত্রিদোষ-বিকার জনিত তৃষ্ণা দাহ ভ্রান্তি মূর্চ্ছা নাশ, অগ্নিবল বৃদ্ধি ও বল বীর্য্যাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

হে নরেশ্বর, মাতঙ্গগণের ২০ বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রায়শঃ গোধূম মেদক হিতকর হয়। ২১—৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাষমেদক হিতকর।

৫১—৬০ বৎসর বয়স কুল্মাষ মেদক পথ্য এবং ৬১ হইতে তদূর্দ্ধ বয়স্ক মাতঙ্গের পক্ষে বিড়ঙ্গ মেদক বাঞ্ছিত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বর্ষাকালে ও শীত-কালে বিড়ঙ্গ মেদক ও অক্ষীব মেদক সেবন প্রশস্ত, গোধূম মেদক সকল কালে হিতকর এবং মাষ মেদক কেবল গ্রীষ্ম ঋতুতেই অভীষ্ট ফল প্রদানে সমর্থ হয়।

হে নরনাথ, অনন্তর দুগ্ধ পানের গুণ ও দোষ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন— মাতঙ্গগণকে সাধারণতঃ যথাবিধি দোহিত গো, মহিষ ও ছাগ দুগ্ধই প্রদান করা কর্ত্তব্য। বৈধ উপায়ে গৃহীত উল্লিখিত ত্রিবিধ দুগ্ধেই অধোলিখিত গুণাবলী লক্ষিত হইয়া থাকে। দুগ্ধ— শীতল মধুর স্নিগ্ধ জীবনীশক্তি বর্দ্ধক পুষ্টিকর আয়ুর্বর্দ্ধক, বীর্য্য বর্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ ঔষধ স্বরূপ। ইহা স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও স্নিগ্ধ ভাব নিবন্ধন বাত রোগ প্রশমনকারী শৈত্য ও মাধুর্য্য প্রভাবে পিত্ত-দোষ নিবারক; কিন্তু কফজ রোগে অতি হিতকর নহে * পক্ষান্তরে রক্ত পিত্ত রোগে দুগ্ধ পান মহৌষধ স্বরূপ। দুগ্ধ পানের ফলে বিশ্ববাসী সকল প্রাণী নির্ব্বিকার অবস্থায় জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত দুগ্ধকে সকল প্রাণীর হিতকর বলা হইয়া থাকে এবং করিশাবক প্রসব মাত্রেই দুগ্ধপানে প্রবৃত্ত হয়! দুগ্ধ প্রাণ বর্দ্ধক ও বর্ণ প্রসাদক এই নিমিত্ত বারণগণকে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল মাতঙ্গ অতি বৃদ্ধ, অতি শিশু কিংবা কারিণী সঙ্গত তাহাদিগকে প্রথমতঃ কেবল দুগ্ধই পান করিতে দিবে এবং যাহারা দুগ্ধ পানের ফলে কিঞ্চিৎ সবল তাহাদিগকে গব্যঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহার ফলে উহাদিগের চর্ম্ম ও লোমাবলী প্রসন্ন বা সুদৃশ্য হইয়া থাকে উহাদিগের দেহ মাংসল ও দৃঢ় হয় এবং উহাদিগের ইন্দ্রিয়-সমূহ ও মন প্রসন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে জলমিশ্রিত অতিউষ্ণ কিংবা রাত্রি পর্য্যুষিত দুগ্ধ পানে বারণগণের বাতপিত্তাদি কুপিত হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে উহাদিগের প্রবল পিপাসা বমন ও দাস্ত হইতে পারে। যে দুগ্ধ সদ্যোগৃহীত ও অবিমিশ্রিত তাহাতেই উল্লিখিত গুণাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিম্নথিত রোগ সমূহে দুগ্ধপান প্রশস্ত—মন্যাস্তম্ভ হনুস্তম্ভ শিরস্তাপ অস্থিভঙ্গ গ্লানি কোষ্ঠশূল যোনিশূল ও প্রবাহিকা রোগে উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধপান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ শিশু কৃশ ক্ষীণ পিত্ত রোগগ্রস্ত করিণী সঙ্গত মত্ত ও একান্ত মদহীন যৌবনাতীত হীনশক্তি

(*) জীর্ণজ্বরে কফক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমং তদেব তরুণেপীতং বিষ বদ্ধন্তি মানবম্।

অল্পরক্ত-যুক্ত, সান্নিপাতিক গ্রহণী রোগযুক্ত ও মদ-ক্ষীণ মাতঙ্গের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে যথাবিধি গৃহীত অবিমিশ্রিত দুগ্ধপান একান্ত হিতকর। তদ্ভিন্ন সবল মাতঙ্গ ও দীর্ঘ পথ গমন বা গুরুভার বহনাদি জনিত পরিশ্রমে একান্ত অভিভূত হইলে দুগ্ধপান তাহাদিগের ক্লান্তি নাশ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল মাতঙ্গ, প্রমেহ ক্ষুদ্রকুষ্ঠ শ্লীপদ (গোদ) দদ্রু শ্বিত্র কামলা ব্রণ গলিত-কুষ্ঠ শ্লেষ্মগুল্ম কিংবা অবগণ্ড রোগগ্রস্ত তাহাদিগের পক্ষে দুগ্ধপান একান্ত নিষিদ্ধ। বাত বিকারজ রোগ প্রতীকারার্থ কিংবা বল বর্দ্ধনার্থ দুগ্ধপান বারণগণের হিতকর। হে নরনাথ, ইহাই মাতঙ্গগণের দুগ্ধ পানের গুণ ও দোষ যথাবিধি আপনার নিকটে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম।

হে অঙ্গেশ্বর, অনন্তর দধির গুণ ও দোষ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন দুগ্ধের যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়াছি দুগ্ধ দোষে দধিতে ও সেই সকল দোষ বর্ত্তিয়া থাক। তদ্ভিন্ন যে দধি অম্লরস যুক্ত কিংবা যাহা হইতে নবনীত উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা বারণগণের অপেয়। কারণ উহা পানের ফলে বারণগণের বাত ও পিত্ত কুপিত এবং রক্ত দূষিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে দধি সুরস ও নবনীত যুক্ত তাহা বারণগণকে পান করিতে দিবে। গো-দুগ্ধ মহিষ দুগ্ধ কিংবা ছাগ দুগ্ধ জাত দধি অবিমিশ্রিত অথবা মাংস মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিলে বাত পিত্ত প্রশমিত বল ও মাংস বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হে নরনাথ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে বিভিন্ন ঋতুবিচার পূর্ব্বক বারণগণের আহারের ব্যবস্থা করিবে। বর্ষাকালে বারণগণের স্নিগ্ধ মধুর উষ্ণ ও অম্লরস যুক্ত দ্রব্য ভোজন হিতকর কষায় মধুর ও শীতল দ্রব্য শরৎকালে উপকারক, অত্যুষ্ণ দ্রব্য, ও লবণ শরৎকালে বর্জ্জনীয়; হেমন্তকালে তিক্ত কটু লবণ ও অম্লরস যুক্ত দ্রব্য সুপথ্য। কেহ বলেন কষায় ও মধুর রস যুক্ত দ্রব্য ও হেমন্তে হিতকর; এবং বসন্তে লবণ সবিশেষ হিতকর জানিবেন। এই রূপে অবশিষ্ট ঋতু সমুদয়ে ও গুণ দোষ লাঘব গৌরব স্বীয় বিবেক দ্বারা বিচার পূর্ব্বক বারণগণের আহার নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

হে অঙ্গনাথ, বারণগণের বিধা বা কুচ্‌ড়াতে শালি ও ব্রীহিই শ্রেষ্ঠ, যব ও গোধুম মধ্যম এবং কঙ্গু ও কোদ্রব অধম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যথা-কালে প্রদত্ত বিধা বা কুচ্‌ড়া বারণদেহস্থ রসকে তর্পিত করে; রস রক্তকে, রক্ত মাংসকে, মাংস মেদকে, মেদ অস্থিকে, অস্থি মজ্জাকে এবং মজ্জা শুক্রকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। তাহার ফলে মাতঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট প্রসন্নচিত্ত ও সমোৎসাহ

বলশালী হইয়া থাকে। তাদৃশ সুস্থ চিত্ততার ফলেই বারণগণের দেহস্থ বাত-পিত্তাদি দৈহিক উপাদান সমূহ এবং অগ্নিবল সমতা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের মদপ্রবৃত্তির কারণ হয়। মত্ততাই বারণগণের কান্তি ও আরোগ্যের লক্ষণ। মদ-মত্ত বারণযূথের অধীশ্বর নরপতির যুদ্ধে বিজয়-শ্রীলাভ অবশ্যম্ভাবী। হে মহী-বল্লভ, বিধা এই সকল গুণের অসাধারণ হেতু, কারণ বিধা বর্জ্জনে উল্লিখিত গুণাবলীর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। যে নরপতি বিজয়শ্রী লাভে ইচ্ছুক তিনি মাতঙ্গগণকে যথাকালে বিধা, উৎকারিকা বেসবার মেদক প্রভৃতি ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহার দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন।

হে নরেশ্বর, বারণগণের গণ্ডদ্বয়বর্ত্তী স্রোতঃ সমূহের মুখ নিরোধের হেতু নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন হে নরনাথ, যুদ্ধক্ষেত্রে শর শক্তি ঋষ্টি খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের প্রতিঘাতে, বৃক্ষাদি গুরুভার হরণ, প্রাচীর গৃহভিত্তি প্রভৃতিতে সবলে ঘর্ষণ এবং প্রবল অগ্নিসন্তাপের ফলে বারণগণের দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়া উহাদিগের উভয় গণ্ডস্থিত স্রোতঃ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা) সমূহের মুখ নিরুদ্ধ করে। তাহাতেই তাহাদিগের গণ্ডদ্বয় হইতে পর্য্যাপ্ত মদ স্রাব হয় না। তাদৃশ অবস্থায় বারণ গণ স্বীয় শুণ্ডদ্বারা কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় গণ্ডদ্বয়ে তাহা ঘর্ষণ করিতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ জল কর্দ্দম ও বালুকা দ্বারা গণ্ডদ্বয় আর্দ্র করিতে থাকে। এই সকল বহির্লক্ষণদ্বারা বারণগণের কট-স্রোতঃ সমূহ নিরুদ্ধ জানিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহার প্রতীকারে যত্ন করিবেন।

১। ভদ্র দারু
২। হরিদ্রা
৩। দারু হরিদ্রা
৪। লবণ
৫। রসুণ
৬। বিড়ঙ্গ
৭। পঞ্চমূল
৮। গব্য ঘৃত

প্রথমোক্ত সপ্তবিধ দ্রব্যের সহিত অষ্টম ঘৃত যাহাতে দগ্ধ না হয় এরূপ ভাবে পাক করিবে এবং তাহা গণ্ডদ্বয়ে মর্দ্দন করিলে বারণগণের কট-স্রোতো নিরো-ধের প্রতীকার হইয়া থাকে। তাদৃশ ঘৃত দ্বারা বস্তি দানেও সবিশেষ উপকার দর্শে। বস্তি প্রয়োগের নিয়ম এই যে প্রথমতঃ মাতঙ্গের নেত্রদ্বয় বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া পরে সুবর্ণ কিংবা রজত নির্ম্মিত দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ শ্লক্ষ্ণ (মৃদু) পুষ্পবৃন্তাগ্র বস্তির তিন অঙ্গুলি পরিমিত অগ্র মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া বস্তি প্রদান করিলে বারণগণের গণ্ডদ্বয়স্থ স্রোতঃ সমূহের মুখ-নিরোধ তিরোহিত হইয়া থাকে।

হে নরনাথ, অনন্তর আমি বারণগণের সর্ব্বাঙ্গে যথাবিধি তৈলাদি মর্দ্দনের গুণ যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন :— দৃঢ় বন্ধন, তীব্র আঘাত, ঋতু বিরুদ্ধ বা অভ্যাস বিরুদ্ধ আহার বিহার, অসমতল প্রদেশে কিংবা জল কর্দ্দম ময় পথে দীর্ঘকাল দ্রুতগমন প্রভৃতি কারণে বারণগণের দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ স্তব্ধ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বিষদৃশ গুণযুক্ত দ্রব্য ভোজন এবং কদর্য্য স্থানে শয়ন প্রভৃতি কারণেও বারণগণের গাত্ররোগ জন্মে। তাদৃশ অবস্থায় বারণগণের সর্ব্বাঙ্গ তৈল ঘৃত কিংবা অবস্থাভেদে বসা দ্বারা সিক্ত করিয়া রাখিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্বাভাবিক মৃদুতা প্রাপ্ত ও তাহার স্ফীত ভাব উপশমিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের অতর্কিত তীব্র আঘাত কিংবা সুবিস্তীর্ণ নদী সন্তরণ প্রভৃতি কারণেও বারণগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে উহাদিগের দেহের পূর্ব্ব ভাগ ও শুণ্ড স্তব্ধ হয়, লাঙ্গুল কর্ণদ্বয় শিথিল হইয়া পড়ে এবং অবিলম্বে মাতঙ্গ কাষ্ঠবৎ কঠিন ও দুঃখ ভারাক্রান্তচিত্ত হইয়া কাল যাপন করিতে থাকে। তাদৃশ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে ঘৃত অথবা ত্রিবৃত দ্বারা কিংবা অবস্থানুসারে তৈলাদি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ পুনঃ পুনঃ সিক্ত করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

হে অঙ্গেশ্বর, অতঃপর আমি বারণগণের মস্তকে তৈল মর্দ্দনের উপকারিতা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন :— অনেক সময়ে অঙ্কুশাদির আঘাতে কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের দন্তাঘাতে বারণগণের মস্তকে ক্ষত হইয়া থাকে। * তাহার ফলে তাদৃশ ক্ষত সমুদয় শুষ্কতা প্রাপ্ত ও মস্তক স্নিগ্ধ-কেশশোভিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মস্তকে তৈল মর্দ্দনের আরও একটি গুণ এই যে তাহাতে মস্তকের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা সমূহ স্নিগ্ধ ও দৃষ্টিশক্তি অনাবিল থাকে।

কখন কখন মদমত্ত মাতঙ্গগণের অণ্ডকোষ পাকিয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় গিরিমাটি এক পল ও গব্যঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ স্থানে মর্দ্দন করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

হে নরেশ্বর, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মাতঙ্গগণের আবাস গৃহ প্রদীপ দ্বারা আলোকিত করা কর্ত্তব্য। তাহাতে মাতঙ্গগণ প্রফুল্লচিত্তে সান্ধ্য আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন বৃশ্চিক কাকলাস এমনকি বিষধর সর্প পর্য্যন্তও সন্ধ্যাকালে বিবর হইতে নির্গত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। সান্ধ্য অন্ধকারে মাতঙ্গগণ আহার কালে অদৃষ্ট ভাবে বৃশ্চিকাদি বিষাক্ত কীট ভোজন করিয়া

* এই স্থানে কিয়দংশ চিরবিলুপ্ত হইয়াছে।

নানাবিধ দুরারোগ্য পীড়াগ্রস্ত হইতে পারে। এমন কি তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্তও অসম্ভব নহে। পক্ষান্তরে গৃহে একটি *দীপ প্রজ্বলিত থাকিলে মাতঙ্গগণের তাদৃশ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। এই নিমিত্ত প্রতিদিন দীপদানার্থ এক কুড়ব করিয়া তৈল প্রদান করা কর্ত্তব্য*।

হে মহীবল্লভ, অনন্তর মাতঙ্গগণের দন্তদ্বয়ে তৈল মর্দ্দনের গুণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন :— মাতঙ্গগণের দন্তদ্বয়ে তৈল মর্দ্দন করিলে উহা দৃঢ়তর ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি অতি কঠিন প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরাদিতে দন্তাঘাত করিলেও দন্ত ভগ্ন হয় না কিংবা উহাতে রেখা জন্মে না। দন্তদ্বয়ে তৈল মর্দ্দনের এই সকল ফল সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হে পৃথিবীশ্বর, অনন্তর মাতঙ্গগণের নেত্রাভ্যঙ্গের গুণাবলী বর্ণিত হইতেছে শ্রবণ করুন :— বারণগণের নেত্রদ্বয়ে যথেষ্টরূপ গব্যঘৃত মর্দ্দন করিলে উহাদিগের দৃষ্টিশক্তি প্রখর এবং নেত্রলোমাবলী স্নিগ্ধ ও মৃদু হইয়া থাকে। ঘৃতাভ্যঙ্গের ফলে মাতঙ্গগণের নেত্ররোগ জন্মে না, দৃষ্টিশক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, প্রখর উত্তাপেও নেত্রাভ্যন্তরে জ্বালা অনুভব হয় না এবং নেত্রদ্বয় অপেক্ষাকৃত সুদৃশ্য হইয়া থাকে।

হে অঙ্গনাথ, অতঃপর পাদাভ্যঙ্গের গুণ সমূহ বর্ণিত হইতেছে শ্রবণ করুন — যথাবিধি পাদচতুষ্টয়ে তৈল মর্দ্দনের ফলে নখাবলী বিদীর্ণ হয় না, চরণ দৃঢ়তর হয়, তখন দূর পথ গমনেও উহা অবসন্ন হয় না কিংবা চরণতল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। পাদাভ্যঙ্গের ফলে মাতঙ্গগণের চরণে কেশ (কদম্ব কেশাদি রোগ) জন্মে না কিংবা নেত্ররোগ হয় না। পাদাভ্যঙ্গের ফলে শ্রান্তি দূর হয়। যেমন যথারীতি মূলে জল সেচন করিলে তরুগণ মূল দ্বারা তাহা আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট করে এবং তাহার ফলে ফলপুষ্পে পরিশোভিত হয় তেমনি মাতঙ্গগণের চরণচতুষ্টয়ে তৈল মর্দ্দন করিলে তাহা রোমকূপ দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয় এবং রস রক্তাদি সপ্ত ধাতুর পুষ্টি সাধন ও বাতাদির উপশম করিয়া থাকে। মাতঙ্গ তত্ত্বজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী ভগবান পালকাপ্য ঋষি, মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মাতঙ্গগণের হিতকর অন্নপান বিধি এইরূপে সরল ভাষায় যথাক্রমে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইতি—শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে তৃতীয় অধ্যায়।

———— ————

চতুর্থ অধ্যায়

স্নেহ বিধি

একদা মহানুভব অঙ্গপতি ঋষিপ্রবর পালকাপ্যকে প্রণতি পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন— ভগবন, বারণগণের ব্যবহার্য্য স্নেহ পদার্থ কত প্রকার এবং কি কি? কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে স্নেহ ব্যবহার্য্য? বারণগণের উপকারার্থ কি কি প্রকারে সেই সকল স্নেহ পদার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে? বারণগণের কি কি রোগের প্রতীকারার্থ স্নেহ ব্যবহারের উপদেশ গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে? উত্তম মাতঙ্গের স্নেহের পরিমাণ কি? মধ্যম ও অধম শ্রেণীর হস্তীর ই বা স্নেহের পরিমাণ কত? কীদৃশ অবস্থায় বারণগণের স্নেহপান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য? এতৎসমুদয় সবিশেষ বর্ণনা করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ করুন।

মহাপ্রভাবশালী অঙ্গপতি রোম পাদনরপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন :— হে নরনাথ, বারণগণের ব্যবহার্য্য স্নেহ পদার্থ ও তাহার বিবিধ প্রকার প্রভেদ শ্রবণ করুন :— নবনীত, ঘৃত, মস্তিষ্ক, মজ্জা, তৈল, ফলতৈল, মেদ বসা ও শুক্র এই নয় প্রকার স্নেহ পদার্থ। মহর্ষি গার্গ্য, শুক্র ও মস্তিষ্ক ভিন্ন অপর সপ্তবিধ স্নেহ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। চিকিৎসকাগ্রণী অগ্নিবেশ প্রয়োগোপযোগী সপ্তবিধ স্নেহ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান গৌতম ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা এই চতুর্ব্বিধ স্নেহ প্রয়োগের ই বিধান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঋষিপ্রবর ভরদ্বাজ প্রথমতঃ স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে স্নেহ পদার্থ দুই প্রকার বলিয়া পরে তরুলতাদি জাত স্থাবরস্নেহ তন্মধ্যে তৈলই প্রধান এবং দুগ্ধ দধি নবনীত ও ঘৃত জঙ্গম স্নেহ তন্মধ্যে ঘৃতই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বারণগণের পান বিরেচন অনুবাসন (পিচকারী দান) উত্তর বস্তি কট বস্তি অভ্যঙ্গ (অঙ্গে মর্দ্দন) গাত্র সেক ও নস্তকর্ম্মে স্নেহ পদার্থ যথাবিধি প্রযোজ্য। উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মাতঙ্গকেই স্নেহ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তন্মধ্যে যে সকল মাতঙ্গ ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত্ত জ্বররোগ-গ্রস্ত দীর্ঘকাল যাবৎ দুর পথ অতিক্রম করিয়া প্রত্যাগত বলক্ষীণ, মদক্ষীণ, কৃশ নানাবিধ আমাশয়গ্রস্ত অতিশিশু অতিবৃদ্ধ কিংবা যাহারা অন্নপানে বিতৃষ্ণ তাহা-দিগকে স্নেহ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহাদিগকে বরং পূর্ব্বোক্ত দ্রোণ পরিমাণ অনুসারে স্নেহযুক্ত বিধা, (কুচড়া) ভক্ষণ করিতে দেওয়া যাইতে

পারে। তাহার ফলে উহাদিগের ধাতু বৃদ্ধি কান্তির প্রসন্নতা, মনঃপ্রসাদ ও তৃণাদি ভক্ষণে অভিলাষ হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার স্নেহের মাত্রা তত্তৎ স্নেহের সহিত প্রদত্ত হইবে। তদ্ভিন্ন বিজ্ঞ চিকিৎসক বিচার বুদ্ধি সহকারে অগ্নিবল পরীক্ষা করিয়াই বারণগণকে স্নেহ পান করিতে দিবেন। স্নেহ পানের অবস্থায় যত্নপূর্ব্বক মৃত্তিকা ভক্ষণ হইতে মাতঙ্গগণকে নিবৃত্ত রাখিবেন। শুণ্ডের অগ্রভাগে একটি শঙ্কু (খোঁটা) বাঁধিয়া দিলে উহারা সহজে মৃত্তিকা ভক্ষণে সমর্থ হয় না।

অনন্তর প্রতিভাবান অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি পুনরায় সবিনয়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে মহর্ষি পালকাপ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগবন্, আপনি যে সকল আহার বারণগণের পক্ষে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিলেন আমি তৎসমুদয় মাতঙ্গ-গণকে প্রদান করিব; কিন্তু উল্লিখিত আহার (আহার্য্য বস্তু) সমুদয়ের যে সকল গুণ ও দোষ আছে তাহা যথাযথ ভাবে উপদেশ করিয়া আমার অজ্ঞতা দূর করুন। অঙ্গেশ্বরের ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য তৎসমুদয় ও বারণগণের সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য এবং যাহা অকর্ত্তব্য তাহা যথাক্রমে বলিতে লাগিলেন মহারাজ, শ্রবণ করুন—বারণগণের বল প্রকৃতিদত্ত ও আহার-রস-সম্ভূত এই দ্বিবিধ। অবশ্য বলা বাহুল্য যে প্রকৃতিদত্ত বল ও আহারের ষড়্‌বিধ রসদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মাতঙ্গগণকে বিবিধ প্রকার দুঃসাধ্য কার্য্য-সাধনে সমর্থ করিয়া থাকে এই নিমিত্ত আমি প্রথমতঃ উল্লিখিত ষড়্‌বিধ রসের বিভাগ যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন— কষায় মধুর ও তিক্তরস যুক্ত ও শীতবীর্য্য দ্রব্য সাধারণতঃ পিত্তঘ্ন, অম্ল ও লবণ রসযুক্ত কিংবা তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য পিত্তবর্দ্ধক। অম্ল উষ্ণ লবণও স্নিগ্ধ দ্রব্য বাত প্রকোপ নিবারক। পক্ষান্তরে কষায় তিক্ত কটু রসযুক্ত কিংবা রুক্ষদ্রব্য বাত-প্রকোপনকারী। মধুর অম্ল ও লবণ রসযুক্ত কিংবা সোমগুণযুক্ত শীতবীর্য্য দ্রব্য কফবর্দ্ধক এবং তিক্তকটু ও রুক্ষবীর্য্য দ্রব্য কফনাশক।

নবধৃত মাতঙ্গকে প্রথমদিনে প্রত্যেক অরত্নিতে একপল† করিয়া মধুর অম্ল কষায় ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্য আহারার্থ প্রদান করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন কটু রসযুক্ত দ্রব্য এককর্ষ * এবং তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে প্রদান করা যাইতে পারে। এইরূপে ক্রমে অভ্যস্ত হইলে পরে পিত্তপ্রকৃতিক মাতঙ্গকে

---

† একপল—৪ তোলা

* এককর্ষ—২ তোলা

৬০ পল পর্য্যন্ত মধুর রসযুক্ত ৫৫ পল তিক্ত রসযুক্ত এবং ৫০ পল কটু রসযুক্ত দ্রব্য আহার করিতে দিতে পারা যায়। অবশ্য বলা বাহুল্য যে প্রতিদিন জঠরানলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সপ্ত হস্ত উন্নত নবধৃত মাতঙ্গকে ৬০ পল বা /৩ সের পরিমিত কষায় রসযুক্ত কিংবা লবণ এক দিনে প্রদান করা যাইতে পারে। কিন্তু যে মাতঙ্গ তদপেক্ষা যত অল্প উচ্চ হইবে তাহার আহারের পরিমাণও তদনুপাতে অল্পতর হওয়া আবশ্যক।

হে মহীবল্লভ, আহারের ন্যায় বারণগণের ঔষধের মাত্রা ও দেহের উচ্চতার অনুপাতে অল্প ও অধিক হওয়া উচিত; কারণ উপযুক্ত মাত্রাহীন ঔষধ বিকার প্রতীকারে সমর্থ হয় না, পক্ষান্তরে মাত্রায় অধিক পরিমিত ঔষধ সেবন ও বিবিধ দোষের আকর। এই নিমিত্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ রুগ্ন মাতঙ্গের অগ্নিবল, কাল, শরীরের পরিমাণ, প্রকৃতি, বয়স ও অভ্যাস এই সমস্ত সূক্ষ্মরূপে বিচার পূর্ব্বক ঔষধের মাত্রা অবধারণ করিবেন *। ঔষধ সমষ্টির পূর্ণ মাত্রা প্রতি দ্রোণ আহারে অর্থাৎ চিকিৎস্য মাতঙ্গের উচ্চতার প্রত্যেক অরত্নিতে ২০ পল হইবে। পানার্থ ঘৃতের পরিমাণও এই; এই পরিমাণে ঘৃত পানের ফলে বারণগণের বাত রক্ত ও পিত্তজ বিকার প্রশমিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্লেষ্মজ রোগ সমূহ বর্দ্ধিত হয়। ঘৃতপান বারণগণের বল বৃদ্ধি ও বর্ণ উজ্জ্বল করিয়া থাকে। উহা বৃষ্য, সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টিকর, তেজোবর্দ্ধক, সংঘাতকর অগ্নি-দীপক? শ্বয়থু (ফুলা):ও গাত্ররোগ নাশক রক্ত গুল্ম, শোণিতাও বাতরোগ উৎকর্ণক বাতানাহ স্কন্দ সর্ব্ব প্রকার অঙ্গরোগ পাণ্ডুরোগ তৃণশোষী, শিরোহভি-তাপ গাত্রশোফ শূল বিদ্যুন্মালী কদম্বপুষ্প হস্তগ্রহ মন্যাগ্রহ এবং সকল প্রকার নেত্ররোগ নাশ করিয়া থাকে। তৈল উষ্ণ বীর্য্য, এই নিমিত্ত পিত্ত বৃদ্ধিকর কটু কষায় রসযুক্ত এই জন্য শ্লেষ্মনাশক। তৈল ত্বক্ ও বর্ণ প্রসন্নকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমলতা সম্পাদক একাঙ্গগত রোগের প্রতিকারক বিবন্ধ নাশক কণ্ডু (চুলকানী) ও কীট নাশকারী কোষ্ঠ শোধক ভক্ষিত মৃত্তিকা নিঃসারক এবং বাত শ্লেষ্ম জনিত সকল প্রকার ব্যাধির উপশম করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বারণগণের স্নেহ পানে বিধা ভক্ষণে ও সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনে তৈল অতি প্রশস্ত বলিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে।

---

* বর্ম্মতন্ত্র বিজ্ঞয়োগজস্যাহারজো বিধিঃ।

অরত্নেস্তত্র নাগানাং দ্রোণ মিত্যুপদিশ্যতে। উত্তর স্থান ৩য় অঃ ৩৫ শ্লোক

দ্রোণেন্তু বিংশতি পলং ভেষজানাং বিধীয়তে। উত্তর স্থান ৪র্থ অঃ।

বসা (চর্ব্বী) আহার শ্রেষ্ঠ ঘৃতের তুল্য গুণ সম্পন্ন বলিয়া বাত-পিত্তোপশমনকারী শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও শিরোবিরেচন জনক। ইহাতে প্রায় সর্ব্ববিধ ধাতু ও রসের গুণ সমূহই বিদ্যমান আছে, কারণ বসা হইতেই শুক্রের উৎপত্তি।

মজ্জা, রস, রক্ত মাংস মেদঃ ও অস্থির পরিণতি। উহাতে উল্লিখিত পঞ্চবিধ ধাতুর গুণই বর্ত্তমান আছে এবং উহাও শ্রেষ্ঠ ধাতু শুক্রে পরিণত হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বারণগণের মজ্জা-ক্ষয় দর্শন করিলে মজ্জা পানের বিধান করিয়া থাকেন। যে ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেই ধাতু কিংবা সেই ধাতুর গুণযুক্ত দ্রব্য সমূহ দ্বারা সেই ক্ষয়প্রাপ্ত ধাতুর পূরণ করাই চিকিৎসার মূলসূত্র !

অনন্তর কথিত 'বলাতৈল' প্রভৃতি ঔষধ তৈল, কেবল (অবিমিশ্রিত) তৈলের এক পাদহীম (¼ অংশ কম) মাত্রায় পান করিতে দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন অপরাপর সংস্কৃত (পাক করা) তৈল ঘৃত বসা ও ত্রিবৃতার মাত্রা অপক তৈলের অর্দ্ধ। ফলতঃ সকল ক্ষেত্রেই মাতঙ্গগণের রোগের পরিমাণ অভ্যাস বয়ঃক্রম ও পাকস্থলীর শক্তির প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াই স্নেহ পদার্থ উহাদিগকে পান করিতে দিবে। পূর্ব্বে স্নেহ-পান সম্বন্ধে যে সকল বিধান কথিত হইয়াছে তদনুসারে পথ্য ও স্নানাদির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। স্নেহ পানের পরে অন্ন যাউ ও মুগের যূষ প্রভৃতি যাবৎ মলের অবস্থা প্রকৃতিস্থ না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ঘন অথচ অনতিকঠিন দুর্গন্ধ বিহীন অবিচ্ছিন্ন পাণ্ডুবর্ণাভ মলই স্বাভাবিক। মলের এতাদৃশ অবস্থার পরেও ৩ দিন পর্য্যন্ত মুগের যূষ পথ্য দিবে।

বারণগণের সর্ব্বসেক কথার অর্থ মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন এবং মুখমণ্ডলে (গলদেশের উর্দ্ধভাগে) কেবল ঘৃতমর্দ্দন। এতাদৃশ চিকিৎসা ক্রিয়ার ফলে মাতঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রতিপান ও ক্রমে শীতোপচার প্রদান করিবে।

অনন্তর বিধা (কুচড়া) প্রদানের বিধান কথিত হইতেছে—নবধৃত কিংবা রোগমুক্ত মাতঙ্গকে প্রথমতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত পূর্ণ পরিমাণের ¼ অংশ মাত্র বিধা (কুচড়া) আহার করিতে দিবে। তৎপরে তাহা অভ্যস্ত হইলে ক্রমে অর্দ্ধ ত্রিপাদ ও পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা কর্ত্তব্য। এইরূপে বিধা ও কুচড়া পূর্ণ মাত্রায় আহার করিতে অভ্যস্ত হইলে মাতঙ্গগণকে একমাস কাল পর্য্যন্ত প্রতিদ্রোণ বিধায় লাব তিত্তির কপিঞ্জল প্রভৃতি পক্ষি মাংসের রস মিশ্রিত করিয়া ভোজন

করিতে দিবে। অনন্তর মহিষ বরাহ শরভ শার্দ্দূল চমর অশ্বতর বৃষভ উষ্ট্র হরিণ গবয় গোশাপ সজারু প্রভৃতি প্রাণীর যথালাভ মাংস পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তাহার যথাবিধি রস প্রস্তুত করিবে এবং তাহার সহিত কিঞ্চিৎ তৈল অম্ল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া উহা বিধার বা কুচড়ার সহিত মাতঙ্গকে সেবন করিতে দিবে। তাদৃশ আহারে অভ্যস্ত হইলে তৎপরে মাতঙ্গকে অধোলিখিত বিধানে আহার প্রদান করিবে—

১। কাঁকড়া প্রভৃতি অম্বুমের মাংস *	৫। গোলমরিচ
২। তৈল	৬। সৈন্ধব লবণ
৩। জল	৭। জাম্বুরার রস
৪। পিপ্পলী	৮। অর্জ্জক পত্র

১ম হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত দ্রব্য একযোগে পাক করিয়া যথাবিধি রস প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ৭ম জাম্বুরার রস ও ৮ম ক্ষুদ্রপত্র তুলসী বা বাবুই তুলসীর রস তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই মাংস বা মৎস্য রসের একযোগে কুচড়া ভোজন করিতে দিবে। রস গ্রহণের পরে উল্লিখিত মাংস লইয়া তদ্দ্বারা বেসবার প্রস্তুত করিয়া মাতঙ্গকে ভোজন করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

১। * কাঁকড়া প্রভৃতির মাংস	৫। সৈন্ধব লবণ
২। দধি	৬। আদা
৩। ঘৃত	৭। গুড়
৪। গোলমরিচ	৮। চিনি

উল্লিখিত দ্রব্য সমুদয় পূর্ব্বোক্ত 'বেসবার' পাক বিধানে পাক করিয়া যথাবিধি মাতঙ্গকে সেবন করিতে দিলে উহারা হৃষ্টপুষ্ট ও ক্লেশ সহিষ্ণু হইয়া থাকে।

অনন্তর গো ছাগী মেষী কিংবা মহিষীর অমথিত দুগ্ধ দ্বারা দধি প্রস্তুত করিয়া সেই দধি সহ বিধা বা কুচড়া ভক্ষণ করিতে দিবে। তৎপরে গুড় কৃশরা দধি পিণ্যাক রস সংযুক্ত পিণ্ড ভোজন করিতে দিবে। তাদৃশ আহারের ফলে মাতঙ্গের দেহ কিঞ্চিৎ পরিমাণে হৃষ্টপুষ্ট হইলে তাহাকে অধোলিখিত ঔষধ দ্রব্য সমূহ যুক্ত আসব বা সুরা পান করিতে দিবে।

---

* শঙ্খ কুম্ভীর, শিশুক রোহিত মৎস্য কচ্ছপ মহাশোল ও বোয়াল মাছ।

১। সৈন্ধব লবণ	১০। আজমোদা জোয়াইন
২। সুবর্চ্চিকা (সাচ লবণ)	১২। তেজোবত (চৈ) চূর্ণ
৩। যবক্ষার	১২। পিপ্পলী মূল চূর্ণ
৪। সৌবর্চ্চল	১৩। হস্তি-পিপ্পলী চূর্ণ
৫। রোমক লবণ	১৪। চিতা চূর্ণ
৬। পিপ্পলী চূর্ণ	১৫। হিঙ্গ
৭। গোলমরিচ চূর্ণ	১৬। বিড়ঙ্গ চূর্ণ
৮। আদা (শুঁঠ চূর্ণ)	১৭। পঞ্চলবণ *
৯। চৈ (চূর্ণ)	

এতাদৃশ আসব বা সুরা প্রতিপানের ফলে বারণগণের কোষ্ঠস্থিত ক্রিমি বিনষ্ট, মূত্রবস্তি বিশোধিত দেহকান্তি ও বর্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকে। অনন্তর উল্লিখিত প্রতিপানের পরে ছয় রাত্রি অতীত হইলে অধোলিখিত ষড়্‌বিধ ঔষধ দ্রব্যযুক্ত 'ষড়ঙ্গ প্রতিপান' প্রদান করিবে।

১। পিপ্পলী চূর্ণ	৪। তৈল
২। আদা (শুঁঠ চূর্ণ)	৫। গুড়
৩। মধু	৬। সুরা

উল্লিখিত দ্রব্য সমুদয় একযোগে মিশ্রিত করিলে তাহাকে 'ষড়ঙ্গ প্রতিপান' বলে। ইহা পাকস্থলীর দীপ্তিকর, রুচিকর ও চর্ম্মের মসৃণতা কারক। এই প্রকারে যথাবিধি স্নেহপান প্রতিপান ও ভোজনাদি দ্বারা নবধৃত বা রুগ্ন দুর্ব্বল মাতঙ্গকে রক্ষা করিবে। বিশেষতঃ সর্ব্বদা মৃত্তিকা-ভক্ষণ হইতে উহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিবে।

স্নেহপানের মাত্রা সমধিক হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণাবলী প্রকাশ পাইয়া থাকে। নেত্রে অশ্রূদগম, ঘাস ও মৃত্তিকা ভক্ষণে একান্ত অভিলাষ, প্রবল তৃষ্ণা মলভেদ শয্যা কিংবা বন্ধন স্তম্ভে দেহভার ন্যাস পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলে মাতঙ্গকে অতিস্নিগ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। পক্ষান্তরে 'অস্নিগ্ধ' মাতঙ্গের বিশেষ লক্ষণ এই যে তাদৃশ অবস্থায় উহাদিগের মল কঠিন ও পরিমাণে অধিক হয়, নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ থাকে জাঠরানল দুর্ব্বল জলপানে ইচ্ছা এবং প্রকৃতি উদ্ধত লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা উহাদিগকে 'অস্নিগ্ধ' বলিয়া অবগত হইতে পারা যায়।

* কাচ, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্চ্চল লবণ।

পক্ষান্তরে সুস্নিগ্ধ বা পরিমিত স্নেহপানকারী মাতঙ্গের বিশেষ লক্ষণ এই যে তাদৃশ অবস্থায় উহাদিগের মল মৃদু কিঞ্চিৎ উজ্জ্বলাভ ও বিচ্ছিন্ন থাকে, আহারে রুচি থাকে এবং উহারা প্রসন্নচিত্তে লাঙ্গুল কর্ণদ্বয় ও শুণ্ড সঞ্চালন দ্বারা আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে।

অনন্তর প্রাগ্‌ভোজন বিধান ব্যাখ্যাত হইতেছে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে তৈলাদি স্নেহ পদার্থ মিশ্রিত বিধা বা কুচড়া ভোজনের পরে কিয়ৎপরিমাণে তৈলাদি বিহীন বিধা ভোজন করিতে দিলে বারণগণের দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ সবল, বায়ু অনুলোম জাঠরানল প্রদীপ্ত বলবৃদ্ধি বর্ণের উজ্জ্বলতা এবং মলমূত্রের যথাকালে স্বাভাবিক নিঃসরণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে মাতঙ্গকে অগ্রে বিধা ভোজন করিতে দিয়া পরে স্নেহপান করিতে দেওয়া যায় তাহার নেত্ররোগ দন্তরোগ ও চর্ম্মরোগ সমুদয় প্রশমিত এবং বক্ষঃস্থল ও দেহের অগ্রভাগ সবল হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত।

হে নরনাথ, অনন্তর গ্রীষ্মাদি বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার স্নেহপান দানের বিধান বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—গ্রীষ্মকালে যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মধ্যগগনে (বিষুব রেখার উপরিভাগে) গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি বর্ষণ করিতে থাকে, তখন অতিরুক্ষ প্রবল বায়ু তীব্রবেগে প্রধাবিত হয়। তাদৃশ দিনে প্রায়শঃ পুং বারণগণের দেহে নানা লক্ষণযুক্ত বেদনাদি রোগ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা ঃ—ঈদৃশ অবস্থায় বারণগণকে পূর্ব্বাহ্নে ত্রিভাগ জলে মিশ্রিত কাঁচা তৈল খজা (কাষ্ঠ বা বাঁশ নির্ম্মিত খন্তী) দ্বারা উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া তাহা পান করিতে দিবে এবং মধ্যাহ্ন অতীত হইলে স্নানের পরে চতুর্গুণ তৃণ সংযুক্ত বিধা যথাবিধি ভোজন করিতে দিবে। এতাদৃশ অবস্থায় অতি সতর্কতার সহিত মৃত্তিকা ভক্ষণ হইতে উহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিবে। এই প্রকার জল মিশ্রিত তৈল পানের ফলে উহাদিগের বাত দোষ জনিত ব্যাধি হয় না বরং ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিবার ক্ষমতা দেহস্থ লোমাবলীর প্রসন্নতা জাঠরানলের প্রাবল্য মুখশোষ পিত্ত-প্রকোপ জনিত রোগ সমূহের নিবৃত্তি ও দেহের পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে।

অনন্তর বর্ষাকালে দিবস ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে ব্যোমতল নীলনীরদ-মালায় আবৃত ও দিবাকর-করজাল লুপ্তপ্রায় হইলে নিরন্তর প্রবল বারিধারা বর্ষণের ফলে নদী প্রভৃতি জলাশয় সমুহ কলুষ জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গগণ প্রায়শঃ মৃদু তৃণরাজী ও মৃত্তিকা ভক্ষণ এবং কলুষিত জল পান

করিতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে উহাদিগের বিভিন্ন প্রকৃতি বশতঃ বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত নানাবিধ রোগ প্রকাশিত হয়। এই নিমিত্ত তাদৃশ অবস্থায় পূর্ব্বোল্লিখিত পরিমাণে যথাকালে 'আনুভক্তিক ঘৃত তৈল' বারণগণকে পান করিতে দিবে। তাহাতে মাতঙ্গগণের বাত পিত্তজ রোগ সমুদয় প্রশমিত দেহ হৃষ্ট পুষ্ট ও সবল এবং শীতাতপ সহিষ্ণু হইয়া থাকে।

অতঃপর শরৎকালে ভগবান ভাস্করদেবের পুনঃ প্রকাশে ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত হইলে, ওষধিবর্গ স্ব স্ব বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং মহীতল বিবিধ শস্য দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে, তরু লতা গুল্ম সকল অসমবীর্য্য ও প্রভূত পরিমাণে উষ্ণবীর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা;—ঈদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গগণকে প্রাতঃকালে যথাবিধি ঘৃতমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিবে। তাদৃশ পানের ফলে বারণগণের বর্ষাকালে উপচিত পিত্ত-প্রকোপ-জনিত বিবিধ প্রকার পীড়ার আক্রমণ হইতে উহারা পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

সেইরূপ হেমন্ত ঋতুতে যখন ধরণী মণ্ডল সম্পূর্ণ অভিনব আকার প্রাপ্ত হয়, নদী হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় সমূহ নিরন্তর বাষ্পায়মান দৃষ্ট হয়, তখন গ্রাম্য বারণগণকে যব-সৌবীরক (মদ্য) মিশ্রিত তৈল যথাবিধি পান করিতে দিলে উহাদিগের সঞ্চয়োন্মুখ শ্লেষ্মবেগ উপশমিত এবং বাত শ্লেষ্ম প্রশমিত হইয়া থাকে।

শীতঋতুতে নিরন্তর শীত বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে, সর্ব্বদা পূর্ণ বীর্য্য শস্যাদি ভক্ষণের ফলে বারণগণের বিশেষতঃ মাংসল দেহসম্পন্ন মাতঙ্গগণের দেহে শ্লেষ্মের প্রাবল্য হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা;—ঈদৃশ অবস্থায় উহাদিগকে ত্রিফলা রস মিশ্রিত তৈল যথোক্ত পরিমাণে পান করিতে দিলে মাতঙ্গগণের তাদৃশ কফ বিকারজনিত ব্যাধি সমুদয় প্রশমিত হইয়া থাকে।

সেইরূপ বসন্তে তৃণ শস্যাদি পূর্ণবীর্য্য সম্পন্ন হইলে তরুলতা গুল্ম সমুদয় কুসুম ভারাবনত হইলে পুং বারণগণকে তিন প্রসন্না (এক প্রকার সুরা) মিশ্রিত তৈল পান করিতে দিবে। তাদৃশ তৈল পানের ফলে মাতঙ্গগণ হৃষ্ট, তাহাদিগের জঠরানল প্রদীপ্ত, আহারে রুচি ও মূত্র বস্তিশুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুমোদিত বারণগণের 'ঋতুপান বিধি' কথিত হইল। যে সুরা আস্বাদে মধুর, পরিণামে (ক্রিয়ায়) ঈষৎ তিক্ত কটু ও কষায় অল্প শক্তিমতী যাহাতে ফেনা বিদ্যমান থাকে না তাহাই মাতঙ্গগণের পক্ষে হিতকরী। সুরা পানের পরে

ঘৃত মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান ও বারণগণের একান্ত হিতকর। প্রত্যেক দ্রোণে অর্থাৎ উচ্চতার প্রত্যেক অরত্নিতে দুই আঢ়ক পরিমিত দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধ আঢ়ক পরিমিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বারণগণকে পান করিতে দিবে। শক্তি ও জঠরানলের পরিমাণ অনুসারে তাদৃশ দুগ্ধ ও ঘৃতের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। যে সকল মাতঙ্গ, দূর পথ গমন জনিত পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্ত, ক্ষীণ দুর্ব্বল ক্ষীণধাতু রক্তপিত্ত-রোগগ্রস্ত পিত্তাতীসার-রোগাভিভূত বিষসংসর্গোপহত গাত্ররোগাক্রান্ত মদস্রাব নিবন্ধন ক্ষীণ কিংবা নব গৃহীত তাহাদিগের পক্ষে এতাদৃশ ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ পান একান্ত হিতকর। পক্ষান্তরে যে সকল মাতঙ্গের কঠোর পরিশ্রমান্তে বিশ্রাম না করিয়া পানীয় পান করার ফলে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়, যাহারা গুল্ম, মূত্রাপঘাত, অপষ্ট মেহ ক্রিমিকোষ্ঠ আমাশয় বিকার ও গলগ্রহ রোগে অভিভূত তাহাদিগের পক্ষে এতাদৃশ ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধপান একান্ত অহিতকর। তদ্ভিন্ন যে সকল মাতঙ্গ মৃত্তিকা ভক্ষণ করে তাহাদিগকেও দুগ্ধ পান করিতে দিবে না।

হে নরনাথ, অনন্তর সদ্যঃ স্নেহবিধি ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ করুন ;—

১। বরাহ বসা
২। পিপ্পলী চূর্ণ
৩। লবণ
৪। মজ্জা
৫। ঘৃত
৬। তিল বাটা

এই ছয় প্রকার ঔষধ দ্রব্য একযোগে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে তাহাকে সদ্যঃ স্নেহ বলা যায়। অথবা—

১। বরাহ মাংস
২। মূলক
৩। বদর
৪। দধি

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য এক যোগে বাটিয়া মিশ্রিত করিলে তাহাকে সদ্যঃস্নেহ বলে। অথবা—

১। পিপ্পলী
২। গোলমরিচ
৩। আদা
৪। চৈ
৫। আজমোদা জোয়াইন
৬। মোটামাছের বসা
৭। তৈল
৮। যবাগু (যাউ)

উত্তমরূপে মিশ্রিত উল্লিখিত অষ্টবিধ দ্রব্যকেও সদ্যঃ স্নেহনামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।—অথবা

১। স্থূল কুক্কুট মাংস
২। বরাহ মাংস
৩। কৃশরা

একযোগে মিশ্রিত উল্লিখিত ত্রিবিধ দ্রব্যকেও সদ্যঃ স্নেহ বলা হইয়া থাকে। অথবা দুগ্ধ অনুপানের সহিত—

১। গুড় ৩। চূর্ণ
২। তৈল ৪। কৃশরা

প্রথমোক্ত ত্রিবিধ দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ কৃশরাকে সদ্যঃস্নেহ বলে।—অথবা

সুপক্ক 'বেসবার' ভক্ষণের পরে ক্ষুদ্রপত্র তুলসীর রস মিশ্রিত সুরা পানকে 'সদ্যঃস্নেহ' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে।—অথবা

১। যবচূর্ণ ৩। দুগ্ধ
২। কুলথ কলাইচূর্ণ ৫। ফাণিত (ঘনীভূত ইক্ষুরস)
৩। দধি ৬। গুড়

প্রথমোক্ত দ্বিবিধ চূর্ণ তৃতীয় চতুর্থ দধি দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পাক করিয়া তাহাতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ রস ও গুড় মিশ্রিত করিলেও সদ্যঃস্নেহ প্রস্তুত হয়।

হে অঙ্গনাথ; অনন্তর সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন ও মস্তকে ঘৃত মর্দ্দনের গুণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন;— দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর ব্যায়ামজনিত ক্লেশে, পর্ব্বতারোহণে, অবিশ্রান্ত দূর পথ গমনে, একস্থানে দীর্ঘকাল অবরোধে এবং দন্তাদির ভীষণ আঘাত প্রভৃতি কারণ বশতঃ বাত বিকারসম্ভূত 'গাত্রস্তম্ভ' রোগে বারণগণকে অনেক সময়ে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। তাহার প্রতীকারার্থ অধোলিখিত ঔষধ তৈল মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে। তদ্ভিন্ন অতিমাত্রায় করিণী সহবাসাদি বশতঃ ও এইরূপ গাত্রস্তম্ভ হইয়া থাকে, নিম্নলিখিত ঔষধ তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনে তাহারও প্রতীকার হয়; কারণ সেই প্রকারে মর্দ্দিত তৈল মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গস্থিত লোমকূপসমূহে প্রবেশলাভ করিয়া উহাদিগের শিরা স্নায়ু ও অস্থিসন্ধিস্থিত মাংসপেশী সকলের কোমলতা সম্পাদন করে, দেহ-কান্তি প্রসন্ন করে এবং রোমাবলী মধ্যস্থিত কৃমি কীটাদি বিনষ্ট করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বারণগণের একান্ত প্রিয় শীতকালে অত্যন্ত তুষারপাত হইলে তাহাতে উহাদিগের দেহ স্তব্ধপ্রায় হইয়া থাকে এবং করচরণ জড়ীভূত হয়। তাদৃশ অবস্থাতে অধোলিখিত ঔষধ তৈল একান্ত শুভফলপ্রদ।

১। তিল তৈল ১ আঢ়ক ৩। গৈরিক বা গিরি মাটী ১০ পল
২। কিণ্ব (মদের সিটা) ১০ পল ৪। সামুদ্র লবণ ৫ পল

২য়—৪র্থ পর্য্যন্ত ঔষধ দ্রব্য উত্তমরূপে ছেচিয়া ১ম তৈল সহ মৃদু অগ্নিতে জ্বাল করিবে। যখন পরোক্ত ত্রিবিধ দ্রব্যের কাথ তৈলে মিশ্রিত হইয়াছে

বলিয়া বোধ হইবে তখন অবতারণ পূর্ব্বক শীতল হইলে মস্তক ব্যতীত অন্য সর্ব্বাঙ্গে তাহা মর্দ্দন করিবে। কেবল মস্তকে ঘৃত মর্দ্দন করিবে। এইরূপে তিন দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বাভ্যঙ্গ প্রদান করিলে বারণগণের দেহকান্তি সুশ্রী হয়। উহারা বাত আতপ হিমপাত অক্লেশে সহ্য করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ প্রাজন অঙ্কুশ প্রভৃতি শস্ত্র দ্বারা প্রয়োজন বশতঃ মস্তকে আঘাত করা হইয়া থাকে। তাহার ফলে মস্তকে বেদনা হয়। তদ্ভিন্ন কদম্বপুষ্পী বিদ্যুন্মালী বল্মীকপিটকা প্রভৃতি নেত্ররোগ ও যাবতীয় শিরোরোগে মস্তকে ঘৃতমর্দ্দন একান্ত হিতকর। এই প্রকার ঘৃত মর্দ্দনের ফলে উহাদিগের মস্তক সুস্নিগ্ধ কেশরাজিতে পরিশোভিত হয় এবং কটস্রোতঃ সমূহ বিশোধিত হওয়ায় উহাদিগের মদপ্রবৃত্তির সাহায্য করে।

হে নরনাথ, অনন্তর তাহাদ্বারা বস্তিদান ও তাহা নস্যরূপে ব্যবহারের গুণাবলী বর্ণিত হইতেছে। শ্রবণ করুন; বিশোধিত— উল্লিখিত ঔষধতৈল দ্বারা বস্তি প্রদান করিলে কিংবা নস্য রূপে উহা ব্যবহার করিলে বারণগণের কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, গ্রীবা, মন্যা, কট মুখ, দন্তবেষ্ট, তালু জিহ্বা, শিরঃ এবং দন্তোর্দ্ধভাগজ ও জত্রুজাত রোগ সমূহ কিংবা প্রাজন অঙ্কুশ প্রভৃতিশস্ত্রাঘাত জনিত ব্যাধি-সমুদয় প্রায়শঃ হইতে দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন ইহা বয়ঃস্থাপক স্বর ও বর্ণজনক কান্তিবর্দ্ধক ও ধমনী শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও মাংস সন্ধি সমূহের দৃঢ়তা সম্পাদক।

কখন কখনও মদমত্ত মাতঙ্গগণের মূত্রের তীক্ষ্ণতা ও উষ্ণতা বশতঃ অণ্ডকোষ পুষ্পিত হইয়া থাকে তাদৃশ অবস্থায় অধোলিখিত ঔষধঘৃত অণ্ডকোষে মর্দ্দন করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

১। ঘৃত ১ কুড়ব

২। গৈরিক চূর্ণ মাতঙ্গের উচ্চতায় প্রতি অরত্নি ১ পল হিসাবে।

এই দ্বিবিধ দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া অণ্ডকোষে মর্দ্দন করিতে হইবে।

অনন্তর মর্দ্দনোপযোগী "পত্রভঙ্গীয় তৈল" নামক ঔষধ তৈল পাকের বিধান কথিত হইতেছে, হে অঙ্গেশ্বর, শ্রবণ করুন্;—

১। সাজিনার পাতা
২। এরণ্ড (ভ্যারেণ্ডার) পাতা
৩। অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী) পাতা
৪। তর্কারী (জয়ন্তীর) পাতা
৫। তুলসীর পাতা
৬। নিগুণ্ডীর পাতা
৭। কর্ণিকার পত্র
৮। সীকবলী পত্র ?
৯। অর্কপত্র (আকন্দের পাতা)
১০। কুবেরাক্ষীর পাতা

এই দশবিধ পত্র ছেচিয়া তাহার রস নিষ্কাশন পূর্ব্বক তাহার ৩ভাগ এবং নির্ম্মল তিল তৈল ১ ভাগ একযোগে তাম্রময় কিংবা কৃষ্ণলৌহময় পাত্রে যথাবিধি জ্বাল করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বারণগণের সকল প্রকার বাত রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে। এই তৈল বারণগণের বাতরোগের প্রথম অবস্থায় একান্ত হিতকর এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধতৈল।

অতঃপর 'বলাতিবলা তৈল' পাকের বিধান বর্ণিত হইতেছে শ্রবণ করুন ;—

১। বলাতিবলা ১০০ পল	৩। গোদুগ্ধ ৪ প্রস্থ
২। জল ২০ প্রস্থ	৪। যষ্ঠি মধু } অর্দ্ধ পল
	৫। ভদ্রদারু " "
	৬। তৈল ৫ প্রস্থ।

প্রথমতঃ বলাতিবলা প্রক্ষালন পূর্ব্বক ছেচিয়া জল সহ পাক করিবে এবং পাদাবশিষ্ট ক্বাথ অবতারণ করিবে। অনন্তর গোদুগ্ধ সহ যষ্টিমধু ও ভদ্রদারু বাটিয়া তাহা ও উক্ত ক্বাথ তৈলে আলোড়ন পূর্ব্বক যথাবিধি পাক করিবে। পরে অবতারণ পূর্ব্বক শীতল হইলে তাহা বস্তিকর্ম্ম পান ও নস্য কার্য্যে ব্যবহার করিলে বাতরোগে সবিশেষ উপকার দর্শে।

অনন্তর 'বজ্রক' তৈল পাকের বিধান কথিত হইতেছে—

১। বলা ৫০ পল	১১। মাসপর্ণী ১ কর্ষ
২। অতিবলা ৫০ পল	১২। মেদা ১ "
৩। জল ২০ প্রস্থ	১৩। মহামেদা ১ "
৪। দেবদারু ১ কর্ষ	১৪। ছিন্নরুহা ১ "
৫। যষ্টিমধু ১ "	১৫। কাকড়াশৃঙ্গী ১ "
৬। রাস্না ১ "	১৬। ভূমিকুষ্মাণ্ড ১ "
৭। জীবক ১ "	১৭। কাকনাশা ১ "
৮। ঋষভক ১ "	১৮। অনূপমাংস ১ "
৯। কাকোলী ১ "	১৯। তৈল ১ প্রস্থ
১০। মুদ্গপর্ণী ১ "	২০। ঘৃত

১ম বলা ও ২য় অতিবলা খণ্ড খণ্ড করিয়া ৩য় বিংশতি প্রস্থ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহা অবতারণ করিয়া স্থাপন করিবে। অনন্তর ৪র্থ—১৭শ পর্য্যন্ত ঔষধ দ্রব্য সমূহ প্রক্ষালন পূর্ব্বক ছেচিয়া তৎসহ আনূপমাংস মিশ্রিত করিবে এবং সমষ্টি আট গুণ জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্বাথের সহিত ১৯শ তৈল

পাক করিবে। উক্ত তৈল পাক কালে প্রথমে রক্ষিত ক্বাথ প্রতিবাপ প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধি পাক নিষ্পন্ন হইলে তাহা অবতারণ করিবে। এই তৈল পানে ও মর্দ্দনে বারণগণের সকল প্রকার বাতবিকারজরোগের প্রতীকার হইয়া থাকে। উল্লিখিত ঔষধ সমূহের সহিত তৈলের পরিবর্ত্তে ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিতে দিলে বারণগণের পিত্ত বিকারজ সকল প্রকার রোগের প্রতীকার, বলবৃদ্ধি ও মদ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

অতঃপর ত্রিবৃত পাক বিধি বর্ণিত হইতেছে;—

১।	স্বল্প পঞ্চ মূল	১ কর্ষ	৮।	বৎসাদনী	১ কর্ষ
২।	বৃহৎ পঞ্চ মূল	১ „	৯।	শতাবরী	১ „
৩।	শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর)	১ „	১০।	কুলত্থ	১ „
৪।	কুশ মূল	১ „	১১।	যব	১ „
৫।	কাশ মূল	১ „	১২।	বদর	১ „
৬।	দ্বিগুচ্ছ ?	২ „	১৩।	শ্রীপর্ণী	১ „
৭।	দ্বিবিধ শৈরেয়ক (নীলঝিন্টী ও পীত ঝিন্টী	১ কর্ষ	১৪।	মহুয়া	১ কর্ষ

১৫। জল আটগুণ। যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অধোলিখিত ঔষধ সমূহ প্রতিবাপ বা প্রক্ষেপ প্রদান করিতে হইবে। যথা—

১।	অনন্তা	১ কর্ষ	১২।	পিপ্পলী	১ কর্ষ
২।	বনকুটন্নট	„	১৩।	আদা	১ „
৩।	দ্রাক্ষাসব	„	১৪।	চৈ	১ „
৪।	লোধ	„	১৫।	তমাল পত্র	১ „
৫।	হরিবর	„	১৬।	নলিকা	১ „
৬।	সরল কাষ্ঠ	„	১৭।	উশীর	১ „
৭।	ভদ্রদারু	„	১৮।	মঞ্জিষ্ঠা	১ „
৮।	রাস্না	„	১৯।	দারু হরিদ্রা	১ „
৯।	কুড়	১ „	২০।	ঘৃত	} ২ প্রস্থ
১০।	তগর	„	২১।	তৈল	
১১।	হবেনুকা	১ „	২২।	বসা (চর্ব্বি)	

অনন্তর চতুর্গুণ বা (৮০ পল) জলে ২০ পল জাঙ্গল আনূপ ও জলজ প্রাণীর মাংস সিদ্ধ করিয়া ¼ পাদাবশিষ্ট আলোড়িত রস লইবে। তৎপরে

উল্লিখিত ঔষধ দ্রব্য সমুদয় এবং—

১। কুম্ভীর বসা
২। মহিষ বসা
৩। বরাহ বসা
৪। শুশুক (শিশুমার) বসা

এই চতুর্ব্বিধ বসা সহ বৃহৎ পাত্রে মন্দ অগ্নিতে পাক করিবে। তাহা যথাবিধি পাক হইলে অবতারণ করিয়া আবৃত মুখে স্থাপন করিবে। ইহাকে 'স্বল্প ত্রিবৃত' বলে। ইহা নস্য অভ্যঙ্গ (মালিশ) ও উত্তরপানে ব্যবহার করিলে বারণগণের সকল প্রকার বাতরোগের প্রতীকার হইয়া থাকে। কোষ্ঠ-গত বায়ুর প্রতীকারে ইহাকে অদ্বিতীয় বলিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন এই ত্রিবৃত পান ও মর্দ্দনের ফল রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্রক্ষয় বলক্ষয় এবং মদক্ষয় অবস্থায় একান্ত হিতকর।

বৃহৎ ত্রিবৃতা পাকের বিধি :—

১। কৃষ্ণ তিল তৈল
২। শ্বেত তিল তৈল
৩। পাটখেলে তিল তৈল
৪। তিসির তৈল
৫। সর্ষপ তৈল
৬। এরণ্ড তৈল
৭। গব্যঘৃত
৮। ছাগী ঘৃত
৯। মহিষী ঘৃত
১০। মেষীঘৃত
১১। ব্যাঘ্র বসা
১২। দ্বীপি বসা
১৩। সজারু বসা
১৪। বরাহ বসা
১৫। শুশুক বসা
১৬। কুম্ভীর বসা
১৭। কচ্ছপ বসা
১৮। বোয়াল মাছের বসা
১৯। ব্যাঘ্রাদি যথালাভ প্রাণীর মস্তিষ্ক
২০। সুস্থ ও সবল গোর দুগ্ধ
২১। মহিষী দুগ্ধ
২২। ছাগী দুগ্ধ
২৩। মেষী দুগ্ধ

উল্লিখিত ত্রয়োবিংশতি প্রকার দ্রব্য এক বৃহৎ পাত্রে পাক করিয়া তাহার অষ্টম ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে অবতারণ পূর্ব্বক শীতল হইলে তাহা হইতে মন্থনদ্বারা নবনীত উত্তোলন করিতে হইবে। অনন্তর অধোলিখিত প্রাণিসমূহের মাংসের ক্বাথ আর এক পৃথক্ পাত্রে প্রস্তুত করিতে হইবে।

১। মৎস্য
২। কুম্ভীর মাংস
৩। শুশুক "
৪। বোয়াল মাছ "
৫। চর্ম্মী "
৬। পাটলাক্ষ "

৭। শ্বাবিৎ মাংস
৮। শল্যক মাংস
৯। রোহিতক মাংস
১০। কাঁকড়ার মাংস
১১। কচ্ছপের মাংস
১২। ইলিশ মাছ

এই দ্বাদশ প্রকার প্রাণীর মাংসের ১০০০ পল ও অষ্টম ভাগাবশিষ্ট ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। তৎপর অপর আর এক পাত্রে—

১। লাবক (লাউয়া ছাতরা পাখীর) মাংস
২। তিত্তির মাংস
৩। কপিঞ্জল মাংস
৪। ময়ূর মাংস
৫। কুক্কুট মাংস

এই চতুর্ব্বিধ ১০০ পল মাংসের ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। অপর আর একপাত্রে —

১। হংস মাংস
২। কারণ্ডব মাংস
৩। চক্রবাক মাংস
৪। বক মাংস
৫। বলাকা মাংস
৬। মদ্গু মাংস
৭। ক্রৌঞ্চ মাংস

উল্লিখিত সপ্তবিধ মাংসের মধ্যে যথালাভ ১০০ পল মাংসের রস প্রস্তুত করিবে। তৎপর অপর আর এক পাত্রে—

১।	যব	১ কর্ষ	৬।	শণবীজ	১ কর্ষ
২।	বদর	১ „	৭।	অড়হর	১ „
৩।	কুলত্থ	১ „	৮।	বৃহৎ পঞ্চমূল	১ „
৪।	যষ্টিমধু	১ „	৯।	বিদারী কন্দ	১ „
৫।	শ্রীপর্ণী	১ „			

এই নয় প্রকার দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিবে পরে এই সকল দ্রব্য এক যোগে যথাবিধি পাক করিলে তাহা 'বৃহৎ ত্রিবৃত' নামে প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়। ইহা বারণগণের বাতরোগের একান্ত হিতকর ও বলপ্রাণ পুষ্টিকর বলিয়া কথিত আছে।

অনন্তর 'মহাত্রিবৃত' পাক বিধি কথিত হইতেছে—

১। জীবক
২। ঋষভক
৩। মুদ্গপর্ণী
৪। মেদা
৫। ছিন্নরুহা
৬। ক্ষীর কাকোলী
৭। পয়স্যা (ভূমি কুষ্মাণ্ড)
৮। কাকড়া শৃঙ্গী
৯। কাকনাসা
১০। রাস্না
১১। মহামেদা
১২। যষ্টিমধু

১৩। অনন্তমূল	২৮। পত্র
১৪। সারিবা (অপর প্রকার অনন্তমূল)	২৯। হরিবের
১৫। সরল কাষ্ঠ	৩০। কুঙ্কুম
১৬। ভদ্রদারু	৩১। কুটন্নট
১৭। হরিদ্রা	৩২। মুথা
১৮। বরুণ (বর্ণ্যা)	৩৩। ছোট এলাচ
১৯। নাগপুষ্প	৩৪। মোটাএলাচ
২০। মঞ্জিষ্ঠা	৩৫। খেজুর
২১। রক্তচন্দন	৩৬। দ্রাক্ষা
২২। উশীর	৩৭। পিপ্পলীমূল
২৩। কুড়	৩৮। চৈ
২৪। তগর	৩৯। অজমোদা
২৫। ব্যাঘ্রনখ	৪০। তেজোবতী (চৈ)
২৬। শতপুষ্পা (সল্‌ফা)	৪১। বিড়ঙ্গ
২৭। জটামাংসী	৪২। আদা (শুঁঠ)

এই বেয়াল্লীশ প্রকার ঔষধ দ্রব্য উত্তমরূপে প্রক্ষালনপূর্ব্বক শিলে ছেচিয়া এক বৃহৎ পাত্রে স্থাপন করিবে এবং তাহাতে—

৪৩। ঘৃত	১ প্রস্থ	৪৬। মজ্জা	১ প্রস্থ
৪৪। তৈল	১ "	৪৭। জল (সমষ্টির আটগুণ)	
৪৫। বসা	১ "		

মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিতে হইবে। এক এক বার পাক করিয়া তাহা পুনরায় অবতারণ করিবে। সহস্র পাক উত্তম, শত পাক মধ্যম এবং দশ পাক অধম। এই ঔষধকে 'মহাত্রিবৃত' আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহা বারণগণের পুষ্টি ও হিতকর। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে,—

আমি, প্রমাণজ্ঞ ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিহিত স্নেহবিধি এই প্রকারে সঙ্কলন করিলাম। যে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিকারের লক্ষণ ও পরিমাণ যথার্থরূপে নির্ব্বাচনপূর্ব্বক বারণগণের বিকার প্রতীকারার্থ ইহা যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে সমর্থ, তিনি নরপতিগণ কর্ত্তৃক আদৃত ও সম্মানিত হইয়া থাকেন।

ইতি—শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তরস্থানে ৪র্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

বস্তিদান বিধি।

একদা তীক্ষ্ণধী মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গপতি সংযত চিত্তে, মাতঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ অমিত তেজাঃ ঋষিপ্রবর পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন ;— ভগবন, আপনি ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রজাগণের হিতাভিলাষী। প্রজাগণের রক্ষাই নরপতির শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং আমি সতত তাহাতে অবহিত। এই প্রজা রক্ষণ ব্যাপারের শত্রু দমন প্রধান অঙ্গ। হস্তীবল তাহার অসাধারণ সহায়। এই অপ্রতিহত-প্রভাব মাতঙ্গসেনার সাহায্যেই আমি এক সময়ে সসাগরা ধরা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই অসীম বলশালী প্রাণিগণের রোগ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার ভয়ের কারণ নাই বলিলেই চলে। হে মহানুভব, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তরে ইতঃপূর্ব্বে বারণগণের সকল প্রকার রোগেরই চিকিৎসা সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়াছেন। এইক্ষণে বারণগণের কোন কোন রোগ প্রতীকারার্থ বস্তি-প্রয়োগ বা পিচ্‌কারী ব্যবহারের বিধান আছে ? তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়া আমার অজ্ঞান নিবৃত্তি করুন। মহাপ্রভাবশালী অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন ;— হে নরনাথ, শ্রবণ করুন— বস্তিদানের গুণ উপদ্রব ইতিকর্ত্তব্যতা যে সকল মাতঙ্গের 'আস্থাপন' যে অবস্থায় 'অনুবাসন' এবং 'স্নেহবস্তি' ও 'নিরূহবস্তিতে' যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন ও তাহার পরিমাণ, সময় নির্ণয় 'বিধি সংস্কারযোগ' স্নেহ-পাক, অসাবধানতায় বিপত্তির সম্ভাবনা, বিপদের প্রতিবিধান, সফলতা এবং কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান প্রভৃতি তাবৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ই আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি। হে অঙ্গেশ্বর, বস্তি বা পিচ্‌কারী প্রয়োগদ্বারা অনায়াসে বিকার নিঃসারিত হয় বলিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আশুপ্রতীকারার্থ বস্তি প্রয়োগ হিতকর মনে করেন। বস্তি প্রয়োগের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে উহাতে পাকাশয়ের বিকার উৎপাদন করে না দুর্ব্বলতার আশঙ্কা থাকে না কিংবা বিরুদ্ধ ঔষধ সেবন জনিত বাত পিত্ত ও কফের বিকার ঘটে না। ঔষধ সেবনদ্বারা বিকার প্রতীকার করিতে গেলে সর্ব্বদাই পূর্ব্বসেবিত ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইল কিনা ? এইরূপ আশঙ্কার অবকাশ থাকে বস্তি প্রয়োগে থাকে না, অথচ বিকারের প্রতীকার হইয়া থাকে। যথাযথ ভাবে বস্তি প্রয়োগের ফলে বারণগণের শরীর-শক্তি ইন্দ্রিয়শক্তি ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে

উহারা অল্লায়াসে শিক্ষণীয় বিষয় সমুদয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হয়। বিধি বিহিত বস্তি প্রয়োগের ফলে বারণগণের বেগ, সাহস ও শীতাতপ সহ্য করিবার শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। বস্তিসিদ্ধির ফলে মাতঙ্গগণের দেহযন্ত্র সুদৃঢ় হয়, এই নিমিত্ত চর্ম্মমাংসের শৈথিল্যাদি অকাল বার্দ্ধক্য ও মেদোরোগ উহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে পারে না। যেমন পুরাতন জীর্ণ তরু শীর্ণপত্র হইলে কালে জলদনির্গলিত অমৃতকল্প বারিসিক্ত হইয়া পুনরায় হরিদ্বর্ণ নবকিশলয়ে ও ক্রমে ফুলফলে ভূষিত হয়, তেমনি যথাবিধি বস্তি প্রয়োগের ফলে বারণগণ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। বস্তিসিদ্ধির ফলে দুর্ব্বল বারণগণও সবল ইন্দ্রিয় হইয়া যথাকালে মদমত্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে।

হে অঙ্গনাথ, যে সকল মাতঙ্গ শ্লেষ্মবিকারগ্রস্ত কিংবা পিত্তবিকারজনিত রোগাক্রান্ত যাহাদিগের 'আনাহ' (পেটফাঁপা) রোগ আছে, যাহাদিগের মৃত্তিকা ভক্ষণে অভ্যাস, পাকস্থলীতে কৃমি সঞ্চিত, বাতজ বিকার দ্বারা একাঙ্গ কিংবা সর্ব্বাঙ্গ অভিভূত এবং যাহাদিগের মলমূত্র-রোধ প্রভৃতি দুরারোগ্য ক্লেশপ্রদ রোগ আছে সেই সকল মাতঙ্গের পক্ষে বস্তিপ্রয়োগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতীকার আর কিছুই নাই। ঔষধ পান, প্রলেপ দান স্বেদ তৈলমর্দ্দন প্রভৃতি-দ্বারা দীর্ঘকালে যে ফল লাভ হয়, যথাবিধি বস্তি প্রয়োগে তাহা অতি অল্পকাল মধ্যেই হইয়া থাকে।

হে অঙ্গনাথ, আমি অগ্রেই বলিয়াছি বারণগণের কোষ্ঠে মৃণাল সদৃশ বিংশতিটি শিরা বর্ত্তমান আছে। উহাদ্বারা মাতঙ্গগণের সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। উল্লিখিত শিরা হইতে যে সকল নাড়ী নিঃসৃত হইয়া কণ্ঠনারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। তদ্দ্বারা বস্তিপ্রযুক্ত স্নেহপদার্থ সমুদয় উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া স্বস্ব স্থানে নীত হইয়া থাকে। যেমন গ্রীষ্মকালে দিবসের মধ্যভাগে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণ ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জলাশয় হইতেই জল শুষিয়া লয় তেমনি পানাদি দ্বারা বারণদেহে প্রবিষ্ট স্নেহ জীর্ণ হইয়া থাকে। সম্যক্ জীর্ণস্নেহ উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ করে। ও রোগের প্রতীকার করিয়া থাকে। তৈলাদি স্নেহ পদার্থ বারণগণের পাকাশয়ে উপস্থিত হইয়া তেজঃ প্রভাবে 'অপান' নামক বায়ুর ক্রিয়াদ্বারা অবিলম্বে বিকাণ হইয়া 'সমান' বায়ুকে প্রাপ্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ 'সমান' বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া ব্যান বায়ুতে উপনীত হয়। এইরূপে 'ব্যান' ও 'উদান' বায়ুর বিচিত্র ক্রিয়াদ্বারা 'প্রাণ' বায়ুর নিকটে উপস্থিত হয় এবং প্রাণ বায়ুর অলৌকিক ক্রিয়াদ্বারা রসাদি

সপ্তধাতুতে পরিণত ও লীন হইয়া থাকে। এই অলৌকিক কৌশলে, মাতঙ্গ-দেহে প্রবিষ্ট স্নেহপদার্থ উহাদিগের বল আরোগ্য ও দেহকান্তি প্রভৃতি পরিবৰ্দ্ধিত করিয়া থাকে। ইহার অভ্যন্তরে যে অসার অংশ বৰ্ত্তমান আছে 'অপান' বায়ু তাহা দেহ হইতে নিঃসৃত করিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য শাসন।

হে অঙ্গেশ্বর, বারণগণকে প্রথমতঃ স্নেহবস্তিই প্রদানকরা কৰ্ত্তব্য। তাহাতে উহাদিগের দেহ বিশোধিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বস্তি অগ্নিবল বৰ্দ্ধক, তৃতীয় সামর্থ্যজনক, চতুর্থ 'রস' ধাতুর পুষ্টিকারক, পঞ্চম রক্তবৰ্দ্ধক, ষষ্ঠ মাংস বৰ্দ্ধক, সপ্তম বস্তি মেদঃ ও অস্থি সমুদয়ের পুষ্টি সাধনদ্বারা সমগ্র দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। সেইরূপ অষ্টম বস্তি মজ্জাবৰ্দ্ধক ও নবম বস্তি শুক্রবৰ্দ্ধক বলিয়া কথিত আছে। হে নরেশ্বর, ইহাই বারণগণের নববিধ বস্তি সংক্ষেপে কথিত হইল।

হে অঙ্গনাথ, বারণদেহে প্রয়োগযোগ্য বস্তি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকৃতি-বিশিষ্ট হইবে এবং উক্ত বস্তি বা পিচ্‌কারীর নেত্র (মুখ) ছয় অঙ্গুলী দীর্ঘ ও একটী আমলকী ফল প্রবেশযোগ্য ছিদ্রবিশিষ্ট হইবে। বারণগণের মলদ্বারের অভ্যন্তর ভাগে 'আদানী'। 'প্রবাহিনী' ও 'সঙ্কোচনী' নামক তিনটী বলী বিদ্যমান আছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, চিকিৎস্য মাতঙ্গের বিশ্বাস উৎপাদন পূৰ্ব্বক তাহাকে এমন একটী স্থানে যন্ত্রবদ্ধ করিবেন যাহাতে বারণগণের সম্মুখ ভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন সুতরাং পশ্চাদ্ভাগ ঈষদুন্নত হয়। অনন্তর মলদ্বারে মল সঞ্চিত থাকিলে তাহা নিঃসারণপূৰ্ব্বক বস্তি দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া তাহার নেত্র বা অগ্রভাগ সম্পূর্ণরূপে মলদ্বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। তখন সাতিশয় সাবধানে মলদ্বারের সমসূত্রে সরলভাবে হস্ত রাখিয়া বস্তি বা পিচ্‌কারী প্রয়োগ করা আবশ্যক। এইরূপ বস্তি প্রয়োগ কালে মাতঙ্গের উভয় পার্শ্বে তাহার চিরপরিচিত ভৃত্যগণ উপস্থিত থাকিয়া মধুর সান্ত্বনা ও বিবিধ স্বরযন্ত্রে বাদ্যদ্বারা তাহার সন্তুষ্টি বিধানে যত্ন করিবে।

হে নরনাথ, স্নেহপান অধ্যায়ে চিকিৎস্য মাতঙ্গের দেহের উচ্চতার পরিমাণ অনুসারে যে মাতঙ্গের যে পরিমাণ স্নেহপানের বিধান করা হইয়াছে তাদৃশ মাতঙ্গের বস্তি প্রয়োগে ও সেই পরিমাণ স্নেহপদার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বস্তি প্রয়োগে যে স্নেহপদার্থ ব্যবহার্য্য তাহা ঈষদুষ্ণ হওয়া আবশ্যক। একবার মাত্র বস্তি প্রয়োগ করিয়াই তাহা নিঃসারণ করিবে। অতঃপর প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা-

কাল বিশ্রামের পরে রুগ্ন মাতঙ্গকে মুক্ত করিয়া তাহাকে একশত পদ ভ্রমণ করাইবে। তখনও তৎকালোপযোগী সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা তাহার মনস্তুষ্টি বিধান করিতে হইবে। তৎপরে তাহাকে থানে আনিয়া বন্ধন করিবে।

বস্তি প্রয়োগের পরে হেমন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে উষ্ণজল পান করিতে দিবে; কিন্তু গ্রীষ্মকালে শীতল জল পান তাদৃশ অবস্থায় বিধেয়। স্বভাবতঃ শীতে অভ্যস্ত বারণগণের তাদৃশ অবস্থাতেও স্নান শীতল জলেই বিধেয়। পর দিবস প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলে পরে তাহাকে লঘুপাক স্বাভাবিক পরিমাণের অর্দ্ধ পরিমিত ঘাস আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর রক্তবর্ণ শালিধান্যের অন্ন দুগ্ধ বা জাঙ্গল-মাংস রস-মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে দিবে। উক্ত অন্নের পরিমাণ স্বাভাবিক পরিমাণ হইতে এক পাদ ¼ অংশ হীন বা ন্যূন হইতে হইবে। তাদৃশ অবস্থাতে অভ্যাসানুরূপ ঈষদুষ্ণ বা শীতল যুগস্নেহ (তৈলঘৃত) কিঞ্চিৎ লবণ সহযোগে পান করিতে দিবে। তাদৃশ অবস্থায় সম্পুর্ণ বিশ্রাম, শীতল আবৃত স্থানে অবস্থান, নির্ম্মল জল পান ও তাহাতে স্নান করা একান্ত আবশ্যক। যাহাতে রুগ্ন মাতঙ্গের মনঃক্ষোভ জন্মে এরূপ কার্য্য নিষিদ্ধ। সুখকর কোমল শয্যা তাহাদিগকে শয়নার্থ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এইরূপে পূর্ব্বদত্ত বস্তি সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে পুনরায় যথাসময়ে 'অনুবাসন' প্রদান করিবে। এইরূপে তিনবার পর্য্যন্ত 'অনুবাসন' প্রদান করা যাইতে পারে। বাত রোগাক্রান্ত মাতঙ্গের অগ্নিবল প্রদীপ্ত থাকিলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিচার-পূর্ব্বক অধিক অনুবাসনের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

হে অঙ্গনাথ, অতঃপর 'আস্থাপন' বস্তির বিধান কথিত হইতেছে। আস্থাপনে অনুবাসনের দ্বিগুণ মাত্রাই প্রশস্ত। আহারের পরে কদাপি আস্থাপন প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। নিরূহের অনুবন্ধ নিবন্ধন তাদৃশ অবস্থায় 'আস্থাপন' বস্তি একান্ত অহিতকর। তাহাতে বারণগণের অঙ্গপীড়া জন্মিতে পারে। আস্থাপন বস্তি ও অবস্থাভেদে বয়স ব্যাধি ঋতু দেশ অভ্যাস কাল বলাবল সত্ত্ব মাতঙ্গের উত্তমাদি জাতি পরীক্ষাপূর্ব্বক দুই তিনবার বা ভাল বোধ করিলে ততোধিকবার দেওয়া যাইতে পারে।

হে নরনাথ, কেহ বলেন আস্থাপন বস্তি দ্বারা পাকাশয় শোধিত হইলে পরে অনুবাসন প্রশস্ত; কারণ আস্থাপন বস্তিদ্বারা কোষ্ঠ বিশোধিত হইবার পূর্ব্বে অনুবাসন বস্তি প্রদান ভস্ম মধ্যে ঘৃতাহুতির তুল্য

নিষ্ফল। পক্ষান্তরে আস্থাপন দ্বারা কোষ্ঠ বা পাকাশয় বিশোধিত হইলে পরে অনুবাসন বস্তি প্রদান করিলে নির্ম্মল গগণতলে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তদ্দ্বারা বাঞ্ছিত ফললাভ সম্ভাবিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যাহাতে কোষ্ঠস্থিত বায়ু ও দূষিত কঠিন মল তরল ভাব প্রাপ্ত হইয়া নিঃসৃত হয় প্রথমতঃ তাহাই করা কর্ত্তব্য। অনন্তর প্রথমতঃ 'অনুবাসন' এবং পরে 'নিরূহ' বা 'আস্থাপন' বস্তি প্রয়োগ করা বিধেয়। এইরূপে কোষ্ঠবদ্ধ দেখিলে অনুবাসন বস্তির মধ্যে অবকাশে নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নিরূহবস্তি প্রদানের পরে মূত্রশুদ্ধি বা স্বাভাবিক মূত্রস্রাব হইতে দেখিলে নিরূহ বস্তির সফলতা বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে নিরূহের বিরুদ্ধ ফল হইলে রুগ্নমাতঙ্গের আনাহ (পেট ফাপা) রক্ত প্রস্রাব শূল ও মূল ব্যাধির বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই প্রকার কোষ্ঠশুদ্ধির নিমিত্ত অতিমাত্রায় 'নিরূহ বস্তি' প্রদান করিলে কুক্ষিতে বায়ু সঞ্চিত হইয়া ভীষণ শূলের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত সফলতাভিলাষী বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ উপযুক্ত পরিমাণে যথাবিধি 'নিরূহ বস্তি' প্রদান করিবেন। ক্ষার যেমন বস্ত্রের মল দূরীভূত করে সেইরূপ যথাবিধি প্রযুক্ত 'আস্থাপন বস্তি' মাতঙ্গদেহের বহু প্রকার দোষ অপনীত করিয়া থাকে। ইহা বলকারক ও পুষ্টিকর।

ক্ষুধা পীড়িত অবস্থায় মত্ত অবস্থায় অতি বাল্যে অতি বার্দ্ধক্যে রোগাক্রান্ত অবস্থায় স্নানের পরে জলপানের পরে আহারের পরে কিংবা শ্বাসরোগাক্রান্ত ভীরু স্বভাব ও দুর্ম্মনস মাতঙ্গকে কদাপি 'আস্থাপন বস্তি' প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এতাদৃশ মাতঙ্গকে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 'ক্ষীরবস্তি' প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। যে সকল মাতঙ্গ ক্ষীণধাতু কৃশ দুর্ব্বল বৃদ্ধ ও মদক্ষীণ তাহাদিগের জঠরানল বৃদ্ধির নিমিত্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে উষ্ণ ক্ষীরবস্তি হিতকর। তাদৃশ মাতঙ্গকে পূর্ব্বাহ্ণে যথাবিধি স্নান ভোজন ও পান করাইয়া পরে ক্ষীরবস্তি প্রদান করিবে। ইহা যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে শ্রেষ্ঠ রসায়ন বা পুষ্টিকর ঔষধ।

+ 'অনুবাসন' তৈল ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ।

* 'নিরূহ বস্তি' বা 'আস্থাপন' কষায় দুগ্ধ ও তৈল পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ।

বস্তি দ্বিবিধা অনুবাসাখ্যো নিরূহশ্চেতি যঃ স্নেহৈর্দীয়তে সস্যাদনুবাসন নামকঃ। কষায় ক্ষীর তৈলৈর্যো নিরূহঃ স নিগদ্যতে।

অনন্তর 'ক্ষীরবস্তি' বিধান কথিত হইতেছে :—

১। দুগ্ধ	১০। প্রপৌণ্ডরীক
২। স্বল্প পঞ্চমূল	১১। মুথা
৩। বৃহৎ পঞ্চমূল	১২। কিস্‌মিস্
৪। তিল	১৩। চিনি
৫। উশীর (বিন্নার মূল)	১৪। জটামাংসী
৬। পদ্মকাষ্ঠ	১৫। মঞ্জিষ্ঠা
৭। উৎপল	১৬। মধুরবর্গ
৮। চন্দন	১৭। জীবনীয় বর্গ
৯। রাস্না	১৮। মধু

২য়—১৭শ পর্য্যন্ত কল্কের যথাবিধি দুগ্ধের সহিত ক্বাথ করিয়া শীতল হইলে তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিবে এবং রুগ্ন মাতঙ্গগণকে যথাবিধি বস্তি প্রদান করিবে। হে নরেশ্বর, এই ক্ষীরবস্তি বারণগণের বলবর্দ্ধক। গ্রীষ্ম ও শরৎ-কালে বারণগণের পিত্ত ও রক্ত বিকার জনিত ব্যাধি সমূহ নাশে সম্পূর্ণ সমর্থ। পাকল বা জ্বর রোগের অন্তর্দ্দাহ ও বহির্দ্দাহ নিবৃত্তিকল্পে হিতকর; মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্বাস, ক্ষীণতা ও তাপজনিত পীড়া নাশে সমর্থ, নিরূহ বস্তিদানের পরে, নবধৃত মাতঙ্গের পক্ষে ও শীতে অভ্যস্ত মাতঙ্গগণের পক্ষে উক্ত ক্ষীরবস্তি অমৃতকল্প ফল প্রদান করিয়া থাকে। তাপ ও বায়ুবিকার নাশে উক্ত 'ক্ষীরবস্তি' প্রশস্ত। প্রথম প্রদত্ত ক্ষীরবস্তি বারণগণের রস ও রক্তের হিতকর। দ্বিতীয়টি ক্ষার সহ প্রযুক্ত হইলে তাহা বারণগণের মাংস অস্থি ও মেদের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। কেবল দুগ্ধদ্বারা তৃতীয় বস্তি প্রদত্ত হইলে উহাদিগের শুক্র ও মজ্জা বর্দ্ধিত হয়।

হে নরনাথ, সকল প্রকার বস্তি প্রয়োগের বিধান আপনার নিকটে বর্ণিত হইল। এই সকল বিধান অনুসারে বস্তি প্রয়োগ করিলে যেমন শুভ ফলের প্রত্যাশা করা যায়, অবিধিপূর্ব্বক বস্তি প্রয়োগ করিলেও তেমনি বিবিধ প্রকার উপদ্রবের সম্ভাবনা।

অনন্তর 'নিরূহ বস্তি' প্রয়োগের বিধান কথিত হইতেছে ;—

১। বাত পিত্তাদির প্রতীকারার্থ বিহিত কষায়বর্গ	২। ঘৃত
	৩। বসা

(১) বাতবিকার প্রতীকারক কষায়বর্গ—বাতবিকার প্রতীকারার্থ প্রযুক্ত বস্তিতে প্রযোজ্য।

৪। চতুষ্পদ জন্তুর মূত্র
৫। তৈল
৬। দধি
৭। সুরা
৮। মধু
৯। বদরাম্ল
১০। দুগ্ধ
১১। ধান্যোদক
১২। তুষোদক
১৩। ফল
১৪। লবণ

এই চতুর্দ্দশ প্রকার দ্রব্য যথাযথভাবে নিরূহ বস্তিতে প্রযোজ্য।

কফবিকার জনিত রোগ প্রতীকারার্থ নিরূহ বস্তি।

বারণগণের কফজ বিকার প্রতীকারার্থ অধোলিখিত ঈষদুষ্ণ দ্রব্য সমূহদ্বারা নিরূহ বস্তি প্রদান করিবে;—

১। সুরা
২। উষ্ণ জল
৩। চতুষ্পদ জন্তুর প্রস্রাব
৪। তৈল
৫। লবণ
৬। কফঘ্নবর্গীয় ঔষধ সমূহ

বাতবিকারজ রোগ প্রতীকারার্থ নিরূহ বস্তি;—

১। ধান্যাম্ল
২। পিত্তনাশক ফলের ক্বাথ
৩। কুর্ত্তিকালাইয়ের ক্বাথ
৪। দুগ্ধ
৫। রস
৬। যব ক্বাথ
৭। বাত নাশক ঔষধ সমূহ
৮। লবণ-ক্বাথ
৯। ঘৃত

এই প্রকার দ্রব্যদ্বারা নিরূহ বস্তি প্রদান করিলে বাত বিকার জনিত রোগ সমূহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

---

(২) পিত্তবিকার প্রতিকারক কষায় বর্গ—পিত্তজবিকার প্রতীকারার্থ প্রযুক্ত বস্তিতে প্রযোজ্য।

(৩) কফবিকার প্রতিকারক কষায়বর্গ—কফবিকার প্রতীকারার্থ বস্তিতে প্রযোজ্য।

পিত্তঘ্ন বর্গ :— চন্দন, কুচন্দন, হ্রবের, উশীর, মঞ্জিষ্ঠা, পয়স্যা, ক্ষীরবিদারী, শতাবরী, গুন্দ্রা, শৈবাল কলহার, কুমুদ উৎপল বিদারী, দূর্ব্বা; মূর্ব্বা, কাকোল্যাদি এবং ন্যাগ্রোধাদি।

বাতঘ্ন বর্গ :— মধুর, লবণ, অম্ল, স্নিগ্ধ ইত্যাদি।

কফঘ্ন বর্গ :— রুক্ষ, ক্ষার, কষায়, তিক্ত, কটু ইত্যাদি।

পিত্তবিকার জনিত রোগ সমূহের প্রতীকারার্থ নিরূহ বস্তি ;—

১। কষায়রসযুক্ত দ্রব্য
২। মধুর রসযুক্ত দ্রব্য
৩। চিনি

এই সকল দ্রব্যের কাথদ্বারা নিরূহ বস্তি প্রদান করিলে পিত্তবিকারজ রোগের উপশম হয়।

১। অপামার্গ ফল
২। জীমূতক (দেতাড়া) ফল
৩। মদনফল

এই ত্রিবিধ ফল বাটিয়া সকল প্রকার বস্তিতে আবাপস্বরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন প্রতিকার্য্য বিকারের লক্ষণ দৃষ্টে অধোলিখিত ঔষধ সমূহের মধ্যে যে ঔষধ যে রোগের হিতকর তাহা প্রতীকারার্থ প্রযোজ্য নিরূহ বস্তিতে সেই সেই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

১। সর্ষপ
২। সরল কাষ্ঠ
৩। রাস্না
৪। কুড়
৫। তেজোবতী (চৈ)
৬। পিপুল
৭। শল্‌ফা
৮। কিস্‌মিস
৯। যষ্টিমধু
১০। মধু
১১। ভদ্রদারু
১২। এলাচ
১৩। সৈন্ধব লবণ

খজা বা খস্তি দ্বারা মথিত কাথ এই সকল দ্রব্যের কল্কের বস্তিতে ব্যবহার্য্য।

সকল প্রকার নিরূহ বস্তিতেই পাঙ্গা লবণ ও সৈন্ধবলবণ অতি উত্তম আবাপরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে।

নিরূহ বস্তিতে প্রযোজ্য ঔষধের ভাগ ;—

কষায় দ্রব্য (কাথ)—৪ ভাগ তৈল—১ ভাগ। এই পাঁচ ভাগের সমষ্টির এক অষ্টম অংশ ⅛ ঔষধ চূর্ণ (আবাপ) এবং তৎসমুদয়ের ১/১৬ ষোড়শ ভাগের এক ভাগ। যথা কাথ /৪ তৈল /১ চূর্ণ /॥০/ লবণ /।/১০।

কফ বিকারজ রোগ প্রতীকারার্থ বস্তি ;—

১। শ্যামালতা
২। কুটন্নট (কৈবর্ত্তমুথা)
৩। হরিতকী
৪। আমলকী
৫। বহেড়া
৬। চিতা
৭। দারু হরিদ্রা
৮। মদন ফল

৯। জীমূতক (দেতাড়া)	১৯। সৈন্ধব ২ মাত্রা
১০। দন্তী	২০। বচা ৪ মাত্রা
১১। দ্রবন্তী	২১। গজমূত্র
১২। ঘৃত	২২। গৰ্দ্দভ মূত্র
১৩। শুঁঠ	২৩। উষ্ট্রমূত্র
১৪। বচ	২৪। দধ্যম্ল
১৫। তগর	২৫। সুরা
১৬। দেবদারু	২৬। ধান্তাম্ল
১৭। পিপুল	২৭। বদর
১৮। মুথা	২৮। তিল তৈল

১—২০ পর্য্যন্ত ঔষধের যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত অবশিষ্ট ঔষধ দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রণপূর্ব্বক বস্তি প্রদান করিলে বারণগণের শ্লেষ্মবিকারজ রোগ সমূহের প্রতীকার হইয়া থাকে। যে সকল মাতঙ্গ স্থূলকায় মেদোরোগ-গ্রস্ত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত কিংবা পাণ্ডু রোগ বিশিষ্ট তাহাদিগের বিকার নিবৃত্তির জন্য যথাবিহিত বস্তি প্রদান করা বিধেয়।

বাতবিকার রোগ প্রতীকারার্থ বস্তি :—

১। দন্তী	১২। চতুরঙ্গুল ?
২। দ্রবন্তী	১৩। সপ্তলা ?
৩। শ্যামাক (তৌড়ী ধান্য)	১৪। গবাক্ষী
৪। কুটজ	১৫। শঙ্খিনী
৫। অপামার্গ	১৬। কেষুক ?
৬। হস্তিকর্ণ পলাশ	১৭। অজশৃঙ্গী
৭। জীমূতক	১৮। অজগন্ধা
৮। কুটন্নট	১৯। কপিলা
৯। শল্‌ফা	২০। তুলসী
১০। কুড়	২১। প্রকীর্য্যা
১১। তগর	২২। উদকীর্য্যা

এই সকল দ্রব্যের ক্বাথদ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে বারণগণের বাতবিকার জনিত রোগ সমূহের প্রতীকার হইয়া থাকে। ঈষদুষ্ণ অবস্থায় এই বস্তি প্রয়োজ্য।

পিত্ত বিকারজ রোগ প্রতীকারার্থ বস্তি :—

১। ক্ষীরবৃক্ষ ছাল
২। লোধ
৩। পিণ্ডীতক
৪। কেস্থর
৫। আভীর পত্রিকা
৬। শ্যামালতা
৭। ঝাউছাল
৮। খয়ের কাষ্ঠের ছাল
৯। তুরন্তী
১০। গণিয়ারী
১১। নীপছাল
১২। কটফল
১৩। বেতস
১৪। ষড়ী ? *
১৫। সুবর্ণ ক্ষীরী (সোনাখিরুই) পত্র।
১৬। বজ্র জম্বু ?
১৭। সুধাতকী ?
১৭। তিল
১৯। পদ্মকাষ্ঠ
২০। উশীর (বেনার মূল)

উল্লিখিত বিংশতি প্রকার ঔষধ দ্রব্যের ক্বাথ শীতল করিয়া যথাবিধি বস্তি (পিচ্কারী) প্রদান করিলে বারণগণের পিত্তবিকার জনিত ব্যাধি প্রশমিত হইয়া থাকে।

১। ভূঁই কুমরা
২। পদ্মমৃণাল
৩। শিঙ্গাড়া
৪। কেস্থর
৫। বলা
৬। অতিবলা
৭। আত্মগুপ্তা
৮। শালপাণী
৯। যষ্টিমধু
১০। কিস্মিস্
১১। ক্ষার মোটক
১২। যবচূর্ণ
১৩। গোধূম চূর্ণ
১৪। মধুকর
১৫। অবিচ্ছন্না
১৬। অতিচ্ছন্না

উক্ত ষোড়শপ্রকার ঔষধ দ্রব্যের ক্বাথ শীতল করিয়া তদ্দ্বারা বস্তি প্রদান করিলে বাজীকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এবং উক্ত ঔষধ সমূহের সহিত

১। অশ্বগন্ধা
২। ভূমিকুষ্মাণ্ড (আর এক মাত্রা)

যোগে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উক্ত শীতল ক্বাথদ্বারা যথাবিধি বস্তি প্রদান করিলে অতি উত্তম বৃংহণীয় ঔষধের কার্য্য সম্পন্ন হয়।

---

* সম্ভবতঃ ষটী বা শঠি হইবে।

সেইরূপ উল্লিখিত ঔষধ সমূহের সহিত—

১। বচ	৪। যজ্ঞডুমুর বীজ
২। সর্ষপ	৫। পঞ্চকোল*
৩। সহা বা ঘৃতকুমারী	৬। তৈল

প্রথম—পঞ্চম পর্য্যন্ত ঔষধের যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত ৬ষ্ঠ তৈল মিশ্রিত করতঃ উষ্ণ অবস্থাতে বস্তি প্রদান করিলে বারণগণের 'আণাহ' (পেট ফাঁপা) রোগে শোধনীয় বস্তির ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১। কোবিদার বা রক্ত কাঞ্চন ছাল	৪। কোষ্ঠক ? ছাল
২। নিম ছাল	৫। তৈল
৩। নীপ বা কদম্ব ছাল	৬। লবণ

প্রথমোক্ত পঞ্চবিধ ঔষধ দ্রব্যের যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিবে এবং ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তদ্দ্বারা বস্তি প্রদান করিলে মাতঙ্গগণের আণাহ রোগ শীঘ্র প্রশমিত হয়।

১। শমীছাল	৫। পরূষকী (ফলসা গাছের) ছাল
২। শিমুল ছাল	৬। ঐরাবতী (ডহুয়া গাছের) ছাল
৩। ধন্বন (ধামনী) ছাল	৭। গাঙ্গেরুকা (নাগবালা বা গোরক্ষ বাকুলে) ছাল
৪। *শ্লেষ্মাতকী (চালতা গাছের) ছাল	

উল্লিখিত সপ্তবিধ পিচ্ছিল ত্বকের ক্বাথ দ্বারা বস্তি প্রদান করিলেও বারণগণের অতীসার রোগের উপশম হইয়া থাকে।

১। শশকের (খরগোসের) রক্ত	৪। বস্ত (ছাগ) রক্ত
২। হরিণের রক্ত	৫। মকরের রক্ত
৩। মেষরক্ত	

উল্লিখিত পঞ্চবিধ সদ্যোরক্ত দ্বারা বস্তি প্রদান করিলে বারণগণের অতীসার রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোল্লিখিত অতীসার নাশক ঔষধ সমূহের ক্বাথদ্বারা বস্তি প্রদান করিলেও অতীসার রোগ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রুগ্ন মাতঙ্গের প্রকটিত

---

* পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রক নাগরৈঃ। পঞ্চভিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তদুচ্যতে। কোল পরিমাণ—১ তোলা

* ত্বক্ বুঝাইবার জন্য স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার নির্দ্দেশ।

লক্ষণ সমূহ বিচারপূর্ব্বক বিভিন্ন অবস্থাতেই বিভিন্ন প্রকার ঔষধ-বস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

হে অঙ্গেশ্বর, আমি অগ্রে যে সকল স্নেহবস্তির উল্লেখ করিয়াছি এইক্ষণে উহার প্রয়োগ-বিধি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—স্নেহবস্তি প্রদানে ঔষধ সমূহের যে পূর্ণ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা সাধারণ মাত্র। বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগের ও রোগীর বলাবল বিচার পূর্ব্বক প্রথমতঃ ক্বাথার্থ ঔষধের মাত্রা পূর্ণ মাত্রার ¼ পাদ ভাগ লইবেন এবং তাহার পাদাবশিষ্ট ক্বাথের ৪ ভাগের সহিত ১ ভাগ (¼) স্নেহ (তৈলাদি) মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি বস্তি প্রদান করিবেন।

হে নরনাথ, বারণগণের মূত্রকৃচ্ছ্র প্রমেহ মূত্রঘাত মূত্রসঙ্গ জঠরক বাতকুণ্ডলিকা ও রক্তমেহ প্রভৃতি জননেন্দ্রিয়গতরোগের প্রতীকারার্থ উত্তরবস্তি প্রয়োগ প্রশস্ত। হে নরেশ্বর, উল্লিখিত রোগ সমূহের মধ্যে যে যে রোগের প্রতীকারার্থ যে যে ঔষধের বিধান আছে তত্তৎ ঔষধের ক্বাথ সহ যথাবিধি স্নেহ পাক করিয়া উত্তর বস্তি প্রদান করিবে। ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ বিধান, এই যে অনুবাসনে যে পূর্ণ মাত্রার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার এক ষোড়শাংশ ঔষধ ও স্নেহ পদার্থ দ্বারা উত্তর বস্তি প্রদান করিতে হইবে।

উত্তর বস্তি প্রদান কালে মাতঙ্গকে এমন অবস্থায় যন্ত্রবদ্ধ করিবে যেন তাহার সম্মুখ ভাগ উন্নত ও পশ্চাদ্ভাগ নিম্ন হয়। এই উত্তর বস্তি প্রয়োগের পূর্ব্বেও অনুবাসনাদির ন্যায় সুসিদ্ধ ঈষদুষ্ণ জলপান প্রভৃতি ইতিকর্ত্তব্য সমুদয়ের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া পরে উত্তর বস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। আস্থাপন বস্তির অনুরূপ অনন্তর কর্ত্তব্য সমুদয়েরও বিধান করা আবশ্যক।

হে নরেশ্বর, অনন্তর বস্তি প্রয়োগের বিষয় কথিত হইতেছে :—

১। বৃহতী ফল নির্য্যাস
২। অপামার্গ (আপাঙ্গের) তণ্ডুল
৩। নির্গুণ্ডি (নিসিন্দা) পত্র
৪। আরগ্বধ (সোন্দাল) পত্র
৫। সহচর (নীলঝিণ্টী) পত্র
৬। সুরস (শ্বেত নিসিন্দা) পত্র
৭। পিপ্পলী
৮। মরিচ
৯। আগার ধূম (রান্নাঘরের ঝুল)

উল্লিখিত সপ্তবিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া বস্ত্রনির্ম্মিত বর্ত্তিযোগে* মাতঙ্গগণের

* এই বর্ত্তির দৈর্ঘ্য অন্ততঃ বিংশতি অঙ্গুলী হওয়া আবশ্যক, ১২ অঙ্গুলী পরিমাণ প্রবেশই করাইতে হইবে।

মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে * অবিলম্বে উহাদিগের প্রস্রাব হইয়া থাকে।

১। লবণ ২। ত্রিকটু চূর্ণ

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্যযোগে বর্ত্তি প্রদান করিলে ও ফললাভ হয় বটে কিন্তু এই বর্ত্তি তীক্ষ্ণতর।

বস্তি প্রদান-বিধানে তৈলাদি মর্দ্দনের পরেই বর্ত্তি প্রদান করিতে হয়। প্রথম বর্ত্তি প্রদানের পরে কিঞ্চিৎকাল রুগ্ন মাতঙ্গের নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক অপেক্ষা করিয়া পরে দ্বিতীয় বর্ত্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ বর্ত্তি প্রয়োগেও আস্থাপনীয় বস্তি প্রয়োগের আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান করা অবশ্য বিধেয়।

হে অঙ্গেশ্বর, অনন্তর বস্তি প্রয়োগের ত্রুটিতে যে সকল বিপত্তির সম্ভাবনা আছে তাহার উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন:— বস্তিমুখ অতি মাত্রায় প্রবেশ অল্প মাত্রায় প্রবেশ বক্র ভাবে প্রবেশ উর্দ্ধমুখে প্রবেশ অধোমুখে প্রবেশ এবং পুনঃ পুনঃ অতি দ্রুত কিংবা অতি মৃদু হস্তে বস্তি পীড়ন (পিচ্-কারীতে চাপ দেওয়া) একান্ত নিষিদ্ধ। তদ্ভিন্ন ঔষধ দ্রব্যের ব্যতিক্রমে, কালাতিপাতে বন্ধনশৈথিল্যেও অনেক প্রকার দোষ ঘটিতে পারে। বস্তি (পিচ্‌কারী) মুখ অল্প মাত্র প্রবেশে ঔষধ দ্রব্য যথাস্থানে উপস্থিত হয় না, অতিমাত্রায় প্রবেশে মলদ্বারের অভ্যন্তরবর্ত্তী বলিসমুদয় আহত হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। অত্যন্ত সবলে কিংবা পুনঃ পুনঃ বস্তি পীড়নে (পিচ্‌কারী দানে) উহাদিগের কোষ্ঠ মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হয় এবং পাকাশয়ে সাতিশয় বেদনা ও অতীসার রোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ঔষধ দ্রব্যের ব্যতিক্রমে বাঞ্ছিত ফল লাভের পরিবর্ত্তে অপর রোগও জন্মিতে পারে। বস্তি প্রয়োগে ঔষধের মাত্রা অল্প হইলে বিকারের প্রতীকার হয় না; পক্ষান্তরে মাত্রা অধিক হইলে তত্তৎ বিকারের প্রতীকার হইতে পারে বটে; কিন্তু দৌর্ব্বল্য, সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বিকার এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। সেইরূপ রোগ উপস্থিত হইলে কালাতিপাতে বিকার বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং তাহার উপেক্ষাতে অন্যবিধ দুরারোগ্য রোগ জন্মিতে পারে। যে বস্তির অগ্রভাগ অতি কর্কশ স্থূল ও অসমান, তাহা প্রয়োগে বারণগণের মলদ্বারে ভীষণ বেদনা জন্মে।

---

* যেমন ⁄১ সের কাথের সহিত ⁄।০ এক পোয়া স্নেহ পদার্থ মিশ্রিত করিতে হইবে।

বিরেচক ঔষধ সেবনাদি দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি না করিয়া কিংবা অধিক আহার গ্রহণের পরে বস্তি প্রয়োগ একান্ত নিষিদ্ধ। রোগের নিদানে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল লক্ষণ বিচারপূর্ব্বক তত্তৎ বিকার প্রতীকারার্থ প্রযুক্ত বস্তি ই বাঞ্ছিত ফল প্রদানে সমর্থ। মলাশয়ে সঞ্চিত মল থাকা অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করিলে উহাদ্বারা কুক্ষি দূষিত হয় এবং তাঁহার ফলে নিশ্বাসে পূতিগন্ধ, উদরাধ্মান শূল পাকাশয়ের গুরুত্ব ও দেহের অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেইরূপ গুরু ভোজনের পরে বস্তি প্রয়োগ করিলে বমন মূর্চ্ছা অঙ্গের গুরুত্ব বোধ, আমাশয়-দোষ হিক্কা শ্বাস শূল ও সর্ব্বাঙ্গে বাত-প্রকোপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

বস্তিদ্বারা প্রযোজ্য ঔষধের মাত্রা অল্প হইলে কিংবা উক্ত ঔষধসমূহ একান্ত মৃদুবীর্য্য হইলে বিকারের প্রতীকার না হইয়া বরং উহা বৰ্দ্ধিত হইয়া কোষ্ঠেই বিলীন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে তীক্ষ্ণ বীর্য্য দ্রব্যদ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে দাহ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং তাদৃশ একাধিক বস্তি প্রয়োগের ফলে মাতঙ্গের মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। ভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণ অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করিলে মলাশয় দূষিত হয় এবং বমন মূর্চ্ছা শূল সর্ব্বাঙ্গের অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাদৃশ অবস্থাতে বস্তি প্রয়োগ করেন না, মাতঙ্গদেহে প্রযোজ্য বস্তি (পিচ্‌কারী) নাতি তীক্ষ্ণ, নাতি মৃদু, নাতি শীতল, নাতি উষ্ণ, মাত্রাধিক কিংবা মাত্রাহীন হওয়া উচিত নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রুগ্ন মাতঙ্গের সাত্ম্য (অভ্যাস) রোগের পরিমাণ দেশ কাল ও বলাবল উত্তমরূপে পরীক্ষা পূর্ব্বক বস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বস্তি মুখের দোষে, প্রযোজ্য ঔষধের দোষে কিংবা চিকিৎসকের দোষে একবার মাত্র প্রযুক্ত বস্তিদ্বারা অভীষ্ট ফল লাভ না হইলে উপযুক্ত পরিমাণ সময়ের অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় বস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বারণগণের অন্ত্র নাড়ী-মধ্যে মল গ্রথিত হইলে কিংবা বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে তীক্ষ্ণ এবং সংশোধনীয় বস্তি প্রশস্ত। মলদ্বারে ক্ষত হইলে পিত্ত প্রকোপ নিবর্ত্তক ঔষধ দ্রব্যের কাথদ্বারা বস্তি প্রয়োগ বিধেয়। ফলতঃ পিত্ত বিকারজ রোগের লক্ষণ দর্শনে পিত্তবিকার প্রতিকারক ঔষধ সমূহের কাথদ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিবে, বায়ুবিকারজ রোগের লক্ষণ দর্শনে তৎপ্রতি কারক ঔষধ দ্রব্যের কাথ প্রযোজ্য, শ্লেষ্ম বিকারজনিত রোগের লক্ষণ দর্শনে শ্লেষ্ম বিকার প্রতিকারক ঔষধ সমূহের কাথ প্রযোজ্য এবং সান্নিপাতিক

বিকার জনিত রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে যে যে বিকারের লক্ষণ যে পরিমাণে প্রকাশ পায় তৎপরিমিত তত্তৎ বিকারের প্রতিকারক ঔষধ দ্রব্য সমুদয় প্রয়োগ করিবে। রুগ্ন মাতঙ্গকে যেরূপভাবে বন্ধন করিলে তাহার দেহের পূর্ব্বভাগ পশ্চাদ্ভাগ অপেক্ষা ঈষৎ উন্নত হয় তাদৃশভাবে বন্ধন করিবে, কারণ তাদৃশ অবস্থায় বস্তি প্রয়োগ করিলে অপান বায়ুর কার্য্য অধিকতর সরলভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১। যব	৫। শ্যামা লতা
২। কোল (কুল)	৬। তেউড়ী লতা
৩। কুলথ (কুর্ত্তিকলাই)	৭। তৈল
৪। লোধ	৮। সুরা

প্রথমোক্ত ষড়্‌বিধ ঔষধ দ্রব্যের কাথের সহিত তৈল ও সুরা মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি বস্তি অপেক্ষাকৃত অধিকদূর প্রবেশ করাইয়া প্রয়োগ করিলে নিরূহ বস্তি প্রয়োগের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তৎপরে পুনরায় অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে।

১। ত্রিফলা (হরিতকী আমলকী, বহেড়া)	৪। শালি ধান্যের মূল
	৫। চির বিল্ব
২। মহানিম্ব ছাল	৬। শ্যামা মূল
৩। তৈল	

এই ষড়্‌বিধ দ্রব্যদ্বারা বস্তি প্রয়োগে বারণগণের হৃদ্‌রোগে শোধনীয় বস্তির ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রবল অতীসার রোগের প্রভাবে যখন জীবন বিয়োগের সম্ভাবনা হয় তখনই 'রক্তবস্তি' কিংবা 'পিচ্ছিল বস্তি' প্রযোজ্য। অন্নদ্বারা গ্রাসাবরোধ ঘটিলে কিংবা অত্যন্ত বমন হইতে থাকিলে, উদরাধ্মান ও তাহাতে তীব্র বেদনায় বাতনাশক ঔষধ সমূহের কাথদ্বারা বস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিত্ত-বিকার প্রতীকারার্থ ও পিচ্ছিল বস্তি কিংবা স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মূর্চ্ছা রোগের প্রতীকারে শীতোপচারই একান্ত হিতকর। ধাতুক্ষয় জনিত বিকার প্রতীকারার্থ—বাজীকরণাধিকারে উল্লিখিত শীত বস্তিই সাতিশয় হিতকর। কৃশাঙ্গ মাতঙ্গের পক্ষে বৃংহণীয় বা (পুষ্টিকর) ঔষধ দ্রব্য সমূহের কাথদ্বারা বস্তি প্রয়োগ উপকারক এবং স্থূলাঙ্গ মাতঙ্গের পক্ষে শোধনীয় বস্তিই ব্যবস্থেয়। এইরূপে যাদৃশ বিকারের লক্ষণ লক্ষিত হইবে তত্তৎ বিকার প্রতিকারক

দ্রব্যসমূহদ্বারা তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য ইহাই বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মত। দুর্ব্বল মাতঙ্গের সর্ব্বপ্রথমে স্নেহ বস্তি প্রয়োগ এবং সবল মাতঙ্গের প্রথমতঃ বিরেচন বস্তিপ্রয়োগ হিতকর। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে আস্থাপন ও স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা বিধেয়; তাহাতে উহাদিগের জঠরানল-প্রদীপ্ত, ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতা ও সকল বিষয়ে তৃপ্তি হইয়া থাকে। তাহার ফলে উহাদিগের সুখ নিদ্রা জাগরণ, শীতাতপবর্ষা সহিষ্ণুতা, জঠরানলের প্রদীপ্তি, প্রকৃতির সতেজ ভাব ও সবেগ গতি প্রভৃতি জীবনী শক্তির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

গো-শৃঙ্গ নির্ম্মিত বস্তিই উত্তম। অভাবে তাম্র নির্ম্মিত বস্তি ব্যবহার করিতে পারা যায়। বস্তিদ্বারা প্রযোজ্য ঔষধ দ্রব্যের সমষ্টির পরিমাণ—উত্তম মাতঙ্গের পাঁচ আঢ়ক * মধ্যম মাতঙ্গের চারি আঢ়ক এবং অধম বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাতঙ্গের তিন আঢ়ক মাত্র। হে নরনাথ, ইহাই মাতঙ্গগণের বস্তি (পিচ্‌কারী) দ্বারা প্রযোজ্য স্নেহাদি ঔষধ দ্রব্যের পূর্ণ পরিমাণ উত্তমাদি ভেদে আপনার নিকটে বর্ণিত হইল।

ঋষিপ্রবর পালকাপ্যের উপদেশ বাক্যে একান্ত প্রীত হইয়া মহাপ্রভাববান অঙ্গপতি পুনরায় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন;— ভগবন, কি নিমিত্ত বারণ-গণের অভুক্ত অবস্থায় নিরূহ বস্তি প্রদান এবং ভোজনের পরে অনুবাসন বস্তি প্রয়োগের বিধান করা হইয়াছে, তাহা হেতু-নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়া আমার অজ্ঞতা নিবৃত্তি করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন;— হে অঙ্গনাথ, শ্রবণ করুন— ভোজনের পূর্ব্বে মাতঙ্গগণকে অনুবাসন বস্তি প্রদান করিলে কোষ্ঠের শূন্যতা নিবন্ধন উক্ত স্নেহ পদার্থ সহজেই আমাশয়ে উপনীত হয় এবং পরে আহার গ্রহণ করিলেও সেই স্নেহ পদার্থ আমাশয়েতেই বিদ্যমান থাকে। তাহার ফলে উহাদের হৃৎপিণ্ডে এক প্রকার যন্ত্রণার অনুভূতি হয় এবং তাহাতে মূর্চ্ছা বিহ্বলতা এবং উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাহাতে সহসা জঠরানলের দুর্ব্বলতা বশতঃ উক্ত স্নেহ পদার্থ আহার্য্য বস্তুর সহযোগে অধোনিঃসৃত হইতে পারে না এবং মন্দাগ্নি বশতঃ ক্রমে পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া আমাশয়ের পথ রুদ্ধ করে। এইরূপে অন্তর্গত বিকৃত বায়ুদ্বারা অভিভূত হইয়া তাদৃশ স্নেহ পদার্থ তখনও নির্গত হইতে না পারিয়া ধমনী মধ্যে প্রবেশ লাভ করে এবং অধঃস্রোতঃ সমুদয় এইরূপে রুদ্ধ হওয়ায় বায়ু ঊর্দ্ধদিকে প্রধাবিত হয় এবং

* 'আঢ়ক' শব্দের পারিভাষিক অর্থ গ্রাহ্য। দ্বিতীয় খণ্ড ১ম অঃ দেখুন।

ক্রমে চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ও মস্তিষ্ক ভাগকে বিকৃত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আহারের পরে স্নেহ বস্তি প্রয়োগ সর্ব্বতো ভাবে বিধেয়।

হে নরেশ্বর, বারণগণের আহারের পূর্ব্বেই নিরূহ বস্তি প্রযোজ্য; অন্যথা উহারা বহুবিধ রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। ভীষণ জ্বর, তৃষ্ণা, অতীসার, অরুচি, মূর্চ্ছা, গ্লানি, মত্ততা, তন্দ্রা এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। কারণ স্বভাবতঃ উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য নিরূহ দ্রব্য পাকাশয়ে গমন করিয়া অজীর্ণ অবস্থাতেই ভুক্ত দ্রব্য নিঃসারণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত আহারের পূর্ব্বেই নিরূহ বস্তি প্রয়োগে বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিচারবুদ্ধি সহকারে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমুদয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই বস্তি প্রয়োগ করিবেন। বস্তি প্রয়োগের সময়ের উর্দ্ধ সংখ্যা সপ্ত রাত্রি, মধ্যম সংখ্যা ত্রিরাত্রি এবং অধম সংখ্যা এক রাত্রি মাত্র। চিকিৎস্য মাতঙ্গের দেহের পরিমাণ ও শক্তি বিচারপূর্ব্বক উত্তম মাতঙ্গের সপ্ত-রাত্রি, মধ্যম মাতঙ্গের ত্রিরাত্রি এবং নিকৃষ্ট মাতঙ্গের এক রাত্রি ব্যবধানেই বস্তি প্রযোজ্য। বস্তিদ্বারা প্রযোজ্য স্নেহপদার্থ সপ্তাহকাল পরে দৈহিক উপাদানে (রস রক্তাদিতে) পরিণত হয় এই নিমিত্ত সপ্তাহ কিংবা অন্ততঃ তিন দিবস অন্তর বস্তি প্রযোজ্য। যতবার বস্তি প্রয়োগ করিবে তাহার দ্বিগুণ কাল বিশ্রাম দিবে।

হে অঙ্গেশ্বর, বস্তি প্রয়োগ কালে অধোলিখিত আহার বিহারাদি সর্ব্বতো-ভাবে বর্জ্জনীয়, ব্যায়াম, ভারবহন সহসা দূরপথ গমন, কদর্য্য স্থানে কদর্য্য শয্যায় শয়ন, যুদ্ধাদি পরিশ্রমকর কার্য্য সাধন অধিক পরিমাণে ভোজন, অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন, অত্যুষ্ণ বা অতি শীতল দ্রব্য ভোজন, বর্ষা বায়ু সেবন ও মনঃ-প্রতিকূল শব্দাদি শ্রবণ প্রভৃতি একান্ত পরিহার্য্য। হে শত্রুতাপন নরেশ্বর, আপনার প্রশ্নের উত্তরে এই নিখিল বস্তি প্রয়োগ-বিধান যথাযথ বর্ণিত হইল। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে – যে চিকিৎসক এই বস্তি প্রয়োগ বিধান যথাযথ ভাবে অবগত আছেন এবং বস্তি প্রয়োগ কালে অতর্কিত বিপত্তি উপস্থিত হইলে যাহার মোহ উপস্থিত হয় না, তাদৃশ ভিষকপ্রবরই মাতঙ্গপ্রভু নরপতি কর্ত্তৃক বারণগণের চিকিৎসাকার্য্যে নিয়োগযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

ইতি – শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে পঞ্চম অধ্যায়।

---

* সাত্ম্যং নাম মহারাজ যথৈবাত্মা তথা স্মৃতম্। মূ অঃ শ্লোক।

অর্থ :— হে মহারাজ, অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গজশালা নির্ম্মাণবিধি।

এই অধ্যায়ের আদ্যোপান্ত অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে বারণগণকে উত্তমরূপে পালন করিতে হইলে তাহাদিগকে গৃহমধ্যে রাখা আবশ্যক। যে স্থান উচ্চতর উন্মুক্ত শ্মশান দেবায়তনাদি হইতে দূরবর্ত্তী এবং যে স্থানের মৃত্তিকা কৃষ্ণ শ্বেত রক্ত পীত কিংবা পাণ্ডু বর্ণ, তাদৃশ স্থানে গজশালা বা (থান) নির্ম্মাণ করাইবে।

গজশালা পূর্ব্বমুখী কিংবা উত্তরমুখী হইবে। উহা প্রস্থে প্রায় ২৪ হাত, দৈর্ঘ্যে ৪৮ হাত, উচ্চ প্রায় ১২ হাত হইবে। এতাদৃশ শালার এক অংশে মাতঙ্গের শয়নস্থান ও অপর অংশে অবস্থিতিস্থান থাকিবে। গৃহতলের পশ্চাদ্ভাগ অপেক্ষাকৃত নিম্নতর হইবে। অবস্থিতি স্থানে শাল প্রভৃতি কাষ্ঠনির্ম্মিত সুদৃঢ় স্তম্ভ অন্ততঃ চতুর্হস্ত পরিমিত প্রোথিত হইবে। এতাদৃশ শালার চতুষ্পার্শ্বস্থ আবরণ অস্থায়ী ভাবে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক; কারণ হেমন্ত ও শীত ঋতুতে তুষার ও শীতল বায়ু হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাত্রিতে আবরণ থাকা উচিত এবং দিবসে রৌদ্র সঞ্চারের জন্য তাহা অপনীত করা কর্ত্তব্য। সেইরূপ বৃষ্টিপাত কালে আবৃত রাখিয়া বৃষ্টিপাত নিবৃত্তি হইলে মুক্ত বায়ু প্রবাহার্থ আবরণ দূরীভূত হওয়া উচিত। গ্রীষ্মে জলজ তৃণাদি সেবন ও স্নানান্তে কিয়ৎকাল উপযুক্ত বায়ুতে অবস্থান এতদ্ উভয়ই হিতকর। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে;—যে নরপতি উল্লিখিত বিধানে শালা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তন্মধ্যে সযত্নে বারণগণকে যথাবিধি পালন করেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লক্ষ্মীর অনুকম্পা লাভে কদাপি বঞ্চিত হয়েন না।

ইতি—শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।*

ঘাসাদি উদ্ভিজ্জ আহারের গুণ নিরূপণ।

একদা মহানুভব অঙ্গপতি রোমপাদ আকুমার-ব্রহ্মচারী যোগি-প্রবর বেদবিৎ দেবগণেরও মাননীয় মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগবন্, মাতঙ্গগণ আশৈশব তৃণ ভোজনে অভ্যস্ত। উহারা তৃণ আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে, সুতরাং তৃণ ই উহাদিগের জীবন স্বরূপ। আপনি অনুকম্পা পূর্ব্বক এতাদৃশ তৃণ তরুশাখা ও লতাগুল্ম প্রভৃতির দেশ ও কাল ভেদে গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন। মহাপ্রভাব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন হে অঙ্গেশ্বর, প্রসন্নচিত্তে শ্রবণ করুন গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্যের প্রখর তেজে ওষধি সমূহের রস নিঃশেষিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে বারণগণের জীবন রক্ষার নিমিত্ত তরুশাখাদি সকল প্রকার উদ্ভিজ্জই আহার করিতে দিবে। এবং জলজ আহার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে। হে মহীবল্লভ, সেইরূপ হেমন্তে জাঙ্গল ও স্থলজ উদ্ভিজ্জ বর্জ্জনীয়। বসন্তকালে বারণগণকে কষায় ও কটু রসযুক্ত তৃণ ভোজন করিতে দিবে। গ্রীষ্মকালে তৃণাদি একান্ত রস বর্জ্জিত থাকে এই নিমিত্ত উহাদিগকে প্রতিদিন গুড়ের সরবৎ ও মধ্যে মধ্যে সানুপান কুল্মাষ মেদক সেবন করিতে দিবে এবং বর্ষাকালে মাতঙ্গগণকে চারিদিন পরে পরে পিষ্টমেদক ভক্ষণ করিতে দিবে। তাহাতে উহাদিগের দেহকান্তি প্রসন্ন হইয়া থাকে। শরৎকালে অনূপদেশ জাত তৃণাদিই বারণগণের পথ্য।

হে অঙ্গেশ্বর, হেমন্ত ঋতুতে আহার্য্য দ্রব্যের অভাব বশতঃ স্থলজ তৃণাদ বারণগণকে ভোজন করিতে দিলে উহাদিগকে অচিরকৃত 'প্রসন্না' সুরা পান করিতে দিবে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা বিচারপূর্ব্বক বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন ঋতুতে বারণগণের নানাবিধ আহারের বিধান করিবেন।

---

*এই স্থলে নস্য দানাধ্যায়ের কিয়দংশ মাত্র লিখিত হইয়া ৭ম অঃ অঙ্ক আছে এবং তৎপরে ৮ম 'যবস' অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। আমাদের এই, পুস্তকে ৭ম 'নস্যদান' অধ্যায় ও ১৩শ 'নস্যদান বিধি' অধ্যায় একযোগে ১৩শ অঃ রূপে গৃহীত হইল সুতরাং মূলের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ৮ম 'যবস' অঃ ৭ম অধ্যায়রূপে গৃহীত হইল।

ফল পাকিলে যে সকল তৃণ মরিয়া যায় তাহাদিগকে ওষধি আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। তাহাদিগের রস সর্ব্বগত। অজাতবীর্য্য ওষধি সমূহ প্রায়শঃ অম্ল রসযুক্ত এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক। শস্য জাতীয় তৃণ সকল কাণ্ড বিহীন এবং পত্রযুক্ত যে সকল তৃণ শ্রাবণ মাসে জন্মে ভাদ্র মাসে তাহার পর্ব্বঃসকল প্রকাশিত হয়। তখন উহা ঈষৎ মধুর ও অম্ল রসযুক্ত এবং প্রাণ বর্দ্ধক হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে তৃণ সকল গর্ভিত মধুররসযুক্ত ও অম্লরস বিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উহা আহার করিলে বারণগণের মাংস বৃদ্ধি হয়। কার্ত্তিক মাসে তৃণ সকল পূর্ণবীর্য্য ও সরস হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উহা ভোজন করিলে বারণগণের মাংস রক্তমজ্জা এমনকি জীবনীশক্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হে নরেশ্বর, অগ্রহায়ণ মাসে তৃণ সমুদয় সুপক্ক ও দৃঢ় হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উহা ভক্ষণে বারণগণের শুক্র ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পৌষ মাসে তৃণ সমুদয় পরিশুষ্ক হয়। তখন উহাদিগের শীর্ষ (শীষ) পুষ্প ও ফল শুষ্কতা প্রাপ্ত হইলেও পত্র অপক্ক থাকে এবং উহা ভক্ষণে বারণগণের মেদোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মাঘ মাসে তৃণ সমূহ তুষার পাতে ও সৌরকরে শুষ্কপ্রায় হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাদৃশ অবস্থায় উহা ভক্ষণে বারণগণের জীবনীশক্তি তেমন বর্দ্ধিত হয় না। সেইরূপ ফাল্গুন মাসে কোনও স্থানে তৃণ সম্পূর্ণ শুষ্ক ও কোনও স্থানে কিঞ্চিৎ সরস দৃষ্ট হয়। তাদৃশ অবস্থায় উহা ভক্ষণেও বারণগণের পুষ্টি সাধন হয় না। চৈত্র মাসে তৃণসমুদয় প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা আহত ও একান্ত শুষ্ক হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উহা বারণগণের রুচিকর হয় না। সেইরূপ বৈশাখ মাসেও তৃণসমুদয় শুষ্ক বিচ্ছিন্ন ভূতলে নিপতিত ও শুষ্ক গোময় সদৃশ বিরস হইয়া থাকে।

হে নরেশ্বর, জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রায়শঃ তৃণসমুদয় দাবানল দগ্ধ হইলে উদ্ভিজ্জভোজী মাতঙ্গগণ বাধ্য হইয়াই তরুশাখা মাত্র ভোজন করিয়া থাকে; কিন্তু উহাতে তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও তৃপ্তি হয় না। আষাঢ় মাসে নববারি বর্ষণ-প্রভাবে মাতঙ্গগণ তরুলতা সমুদ্ভূত কোমল নব পল্লব এবং সরস কন্দমূল ভোজন করিয়া পরম প্রীতিলাভে সমর্থ হয়।

হে নরনাথ, হস্তি পালনে বিচক্ষণতা লাভ করিতে হইলে বিভিন্ন প্রকার তৃণের গুণ ও স্বাদ বিশেষ ভাবে জানা আবশ্যক। সুগন্ধি কুরবিন্দ, শ্বেতপত্র, মৃদু গুন্ঠী করীর (কচি বাঁশ) বানরপুচ্ছিকা, সৌবস্তিকা, বিচিটিকা, লোহিত পত্রিকা, রসাদনী গিরিতৃণ ও পর্ণগুহা প্রভৃতি তৃণ মধুর রসযুক্ত এবং বিপাকে

কটু। ইহা ভোজনে পিত্ত ও শ্লেষ্ম প্রশমিত এবং বাত প্রকুপিত হইয়া থাকে। গিরিকাক্ষী বংশপত্রী, অর্জ্জুন উপল দণ্ডশৃক প্রমোদক ও কাকপরূষক প্রভৃতি তৃণ (উদ্ভিজ্জ) বিপাকে মধুর বলিয়া মনীষিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বাত পিত্ত ও কফে হিতকর।

আর্দ্রপত্রী মরুবক জূর্ণা স্থলজ রক্তদন্ত কাশ কুশ উলূখল প্রতিরস ও রক্ত কুণ্ডক প্রভৃতি তৃণ মধুর রসযুক্ত এবং বিপাকে কটু। ইহা যথেষ্ট পরিমাণে বাত প্রকোপণ কারী এবং শ্লেষ্ম ও পিত্ত নিবারক। হে অঙ্গনাথ, ইহাই জাঙ্গল তৃণ সমূহের গুণ ও দোষ ব্যাখ্যাত হইল অনন্তর অনূপ দেশ জাত তৃণ সমূহের গুণাবলী বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন শ্যামাক জুর্ণপাদ শিল্লিক কারভীতৃণ তিলপর্ণ মঞ্জরিকা মহামৃদুণিকা মহাশ্যামাক শকটাতৃণ প্রশান্তিকা ইক্ষুপর্ণ নল পরুষপত্রিকা, কলায়, শতপত্রিকা মেষবিষাণিকা গুচ্ছতৃণ শ্লক্ষ্ণগুচ্ছ ইক্ষুবালিকা (খাগড়াবন) কদলী নারিকেল খেজুর গাছ—

* * * *

এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ চিরবিলুপ্ত হইয়াছে।

† অষ্টম অধ্যায়।

অরিষ্টজ্ঞান বিধি।

একদা অঙ্গেশ্বর রোমপাদ নরপতি স্বীয় সুরম্য চম্পা নগরে অবস্থিত মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণতি পূর্ব্বক সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন— ভগবন্, বারণগণের অরিষ্টলক্ষণ কি কি? বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে নরনাথ, যাহা দর্শন করিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসক বারণগণের মৃত্যু অবধারণ করিবেন, আমি সেই সকল অরিষ্ট লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। যে রুগ্ন মাতঙ্গের ঔষধ-পাত্র (খলাদি) দৃঢ় হইলেও ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার মৃত্যু অবধারিত; বৃদ্ধদিগের মতে তাদৃশ মাতঙ্গের চিকিৎসা নিষিদ্ধ। যে রুগ্ন মাতঙ্গের উপরিভাগে মাংসাশী বিহগগণ বহুল পরিমাণে পুনঃ পুনঃ উড্ডীন হইতে থাকে তাহার মৃত্যু অনেক পরিমাণে নিশ্চিত। যে মাতঙ্গের শুণ্ড তালু মন্যাভাগদ্বয় যুগপদ্ স্ফীত হয় এবং সে শুণ্ডাগ্র ব্যবহার করিতে পারে না, তাহার ও জীবন সংশয়িত। যে মাতঙ্গের দেহ ও শুণ্ড স্ফীত হয় এবং শুণ্ড হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে তাহার ও জীবন সংশয় হয়। যে মাতঙ্গের শুণ্ড শিথিল এবং দেহের নিম্নভাগ ও অঙ্গুলি কম্পিত হয় তাহার জীবন-সংশয় বুঝিতে হইবে যে মাতঙ্গ সম্মুখস্থ সুশীতল জল মুখ কিংবা শুণ্ডদ্বারা গ্রহণ করে না কিংবা গ্রহণ করিলেও পুনরায় বমন করিয়া ফেলে তাহার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে মাতঙ্গ গমন করিতে থাকিলে কিংবা দণ্ডায়-মান থাকিলে শুণ্ড কর্ণ মুখ ও জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে তাহার জীবনকাল দশ রাত্রির অধিক নয় বুঝিতে হইবে। যে মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত হয় এবং সে বেদনার্ত্ত হইয়া স্বীয় নখদ্বারা ভূতল খনন করিতে থাকে তাহার মৃত্যু নিকটে বুঝিতে হইবে। যে মাতঙ্গের আহার ও মল মূত্রের পরিমাণ নিতান্ত অস্বাভাবিক অল্প তাহার আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে হইবে। যে মাতঙ্গের শুণ্ড কর্ণ ও মুখমণ্ডলাদি অবয়ব হইতে রোমপাত স্পষ্ট দৃষ্ট হয় তাহার জীবনকাল দশাহমাত্র বুঝিতে হইবে! যে বারণের দেহের গন্ধ গলিত শবগন্ধ—সদৃশ এবং যে তাদৃশ অবস্থাতে ও অন্ন ভোজনে একান্ত অভিলাষী, তাহার মৃত্যু আসন্ন

---

† মূলে অং মিশ্রিত হওয়ায় অমিল থাকিল।

বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিরেচন ঔষধ প্রভাবে কিংবা স্বতঃপ্রদত্ত অতীসার-প্রভাবে প্রভূত মল নিঃসারণের পরেও যাহার উদর স্ফীত হয় এবং যাহার দৃষ্টি বিবর্ণ দেহগন্ধ কদর্য্য ওষ্ঠ তালু ও জননেন্দ্রিয় শ্যামবর্ণ সেই প্রেতের ন্যায় দৃশ্যমান মাতঙ্গের জীবন কাল ত্রিরাত্রের অধিক নয় বুঝিতে হইবে। যে মাতঙ্গের চঞ্চল দৃষ্টি একান্ত শুষ্ক, তাহার জীবনকাল অতি অল্প বলিয়া জানিতে হইবে। যে মাতঙ্গ একান্ত ভয়সন্ত্রস্তভাবে উর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে তাহার জীবনকাল সংক্ষিপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে মাতঙ্গের গণ্ডদ্বয়, মুখবিবর ও নেত্রদ্বয় স্ফীত হয় বটে কিন্তু তাহা হইতে রক্তস্রাব হয় না তাহার আসন্ন মৃত্যু বলিয়া জানিতে হইবে। যে মাতঙ্গ সামান্য পরিমাণ আহার গ্রহণ করিয়াও প্রভূত পরিমাণে মল ত্যাগ করে তাহার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে রুগ্ন মাতঙ্গের নয়নদ্বয় ম্লান এবং নখ শ্যামবর্ণ তাহার জীবন কাল ত্রিরাত্রের অধিক নয় বুঝিতে হইবে। যে রুগ্ন মাতঙ্গের শুণ্ডাগ্র ভাগ শ্বেত পদ্ম দলের ন্যায় নীরক্ত ও নিষ্প্রভ তাহার আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে হইবে। স্নানের অব্যবহিত পরে ও যে মাতঙ্গের পশ্চাৎভাগে মক্ষিকা সংলগ্ন থাকে এবং যে সতত শয়নে অভিলাষী যাহার দেহকান্তি একান্ত ম্লান লক্ষিত হয়, তাহার জীবন কাল অতীতপ্রায় মনে করিতে হইবে। তৃণ আহার সত্ত্বেও যে মাতঙ্গের জলবৎ দুর্গন্ধযুক্ত তরল মল নিঃসৃত হয়, তাহার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। আবাস গৃহ হইতে বহির্গমন কাল যে মাতঙ্গের ছায়া শিরোবিহীন লক্ষিত হয় তাহার মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে হইবে। যে রুগ্ন মাতঙ্গের চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণবর্ণ মক্ষিকা সকল ভ্রমণ করিতে থাকে তাহার ও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বুঝিতে হইবে। যে রুগ্ন মাতঙ্গের দেহচ্ছায়া তাহার দেহের দ্বিগুণ বৃহৎ লক্ষিত হয় তাহার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে রুগ্ন মাতঙ্গের থান হইতে নির্গমন কালে হাচি টিকটিকী প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হয়, তাহাকে মৃত বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে। যে মাতঙ্গ হস্তিভোজ্য আহার গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করে তাহাকে আসন্নমৃত্যু বলিয়া জানিতে হইবে। যে মাতঙ্গ আহার ত্যাগ করিয়া এমন দুর্ব্বল হয় যে স্তম্ভে সর্ব্বাঙ্গের ভার ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে তাদৃশ অবস্থাতে ও তাহার একান্ত বর্দ্ধিত হয় তাহার আসন্ন মৃত্যু জানিতে হইবে। যে মাতঙ্গের গণ্ডদ্বয় মলদ্বার ও মধ্যভাগে পুনঃ পুনঃ শোথ জন্মিয়া থাকে তাহাকে অল্পায়ু বলিয়া জানিতে হইবে। যে মাতঙ্গের নাভিমণ্ডল বক্ষঃস্থল ভুজমূল স্ফীত ও

লোহিত বর্ণ হয় এবং পরে সেই শোথ সগদাপ্রদেশে স্থির হয়, তাহার জীবন-কাল এক মাসের উর্দ্ধ নহে বুঝিতে হইবে। যে মাতঙ্গের দেহ ক্ষীণ ও শুষ্ক হইতে থাকিলেও অষ্ঠীব্যপ্রদেশদ্বয় সহসা স্ফীত হয় তাহার জীবন কাল এক মাসের উর্দ্ধ নয় বুঝিতে হইবে। যে রুগ্ন মাতঙ্গের মুষ্কভাগদ্বয়ে জালের ন্যায় চঞ্চল শোথ দৃষ্ট হয় এবং তাদৃশ অবস্থায় তাহার মনঃ দুঃখ ভারাক্রান্ত বলিয়া অনুমিত হয় সেই মাতঙ্গের জীবন কাল অষ্টরাত্রির অধিক নহে। যে রুগ্ন মাতঙ্গের শব্দ স্পর্শাদি স্বাভাবিক জ্ঞান বিলুপ্ত হয় তাহার জীবন কাল সংক্ষিপ্ত বুঝিতে হইবে। যে রুগ্ন মাতঙ্গ সহসা অস্বাভাবিক স্ফীত বা কৃশ হয় তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে। হে নরনাথ, ইহাই রুগ্ন আসন্নমৃত্যু বারণগণের অরিষ্ট লক্ষণ সমুদয় যথাযথ বর্ণিত হইল। মনুষ্যগণের ন্যায় পশু-পক্ষীদিগের ও অরিষ্ট লক্ষণ সকল চিকিৎসকের লক্ষ্যের বিষয়।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহা প্রবচনে উত্তর স্থানে অষ্টম অধ্যায়। *

---

* ক খ ও গ পুস্তক অরিষ্ট জ্ঞান বিষয়ে নীরব।

নবম অধ্যায়।

দন্তকল্পনা (দাঁত বাঁধান) বিধি।

একদা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি প্রণতিপূর্ব্বক মহর্ষি-পালকাপ্যকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবান, অনুগ্রহপূর্ব্বক বারণগণের দন্তকল্পনা বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। বারণগণের দুর্জ্জাত দন্ত, বিষম ও দীর্ঘ দন্ত প্রভৃতি নানাবিধ দন্ত দৃষ্ট হয়। দ্বার, কপাট এবং প্রাচীর প্রভৃতি ভঞ্জন নিবন্ধন উল্লিখিত প্রকার দন্ত সমুদয় ভগ্ন ও শীর্ণ হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে খণ্ড সমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় তাহার প্রতীকার কি প্রকার? তাহা সবিশেষ উপদেশ করিয়া আমার অজ্ঞতা দূর করুন। অঙ্গ-পতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিপালকাপ্য বলিতে লাগিলেন হে নরনাথ, শ্রবণ করুন—যদিও মাতঙ্গগণের দন্ত স্বভাবতঃই দৃঢ় তথাপি সমরাভিপাত, অজ্ঞান কিংবা অসাবধানতা বশতঃ দন্তকল্পনা না করিলে তাহা অকস্মাৎ ভগ্ন হইতে পারে। তদ্ভিন্ন মুখ মণ্ডলের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি প্রভৃতি ও হইয়া থাকে। যৌবনস্থ মাতঙ্গগণের দন্তকল্পনা অবশ্য কর্ত্তব্য। শিশু, বৃদ্ধ, আতুর, ক্ষীণ ও মত্ত মাতঙ্গের দন্তকল্পনা করা কর্ত্তব্য নহে। দিগ্‌বিজয়ে উদ্যত সেনাস্থ মাতঙ্গগণের দন্ত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে মন্ত্রীর মৃত্যু সম্ভাবনা, বারণগণ রুগ্ন হইলে সৈন্যগণের রোগভয়, লোমপাত হইতে থাকিলে রাজকুমারের রোগভয়, আকস্মিক দন্ত-ভঙ্গে রাজ্যে অগ্নিভয় এবং যৌবনাতীত মাতঙ্গের দন্তকল্পনায় রাজপুরোহিতের মৃত্যু সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত তাদৃশ মাতঙ্গের কিংবা সপ্তমী দশা অতীত মাতঙ্গের দন্তকল্পনা করা কর্ত্তব্য নহে। সৈন্যোদ্যোগের পরে দন্তকল্পনা কখনও সুসম্পন্ন কিংবা লৌহবন্ধে ও দন্তকল্পনা সুদৃশ্য হয় না। সেইরূপ স্নিগ্ধকালে কিংবা যাত্রাকালে দন্তকল্পনা ও সুসম্পন্ন হয় না; কারণ উত্তমরূপে দন্তকল্পনায় প্রায় ২ মাস সময়ের প্রয়োজন। এই সময়ে নবোদ্গত দন্তের শোধন করা আবশ্যক। দন্তকল্পনাকালে দন্তের অগ্রভাগ যদি ভূতলে নিপতিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক অক্ষতোদকে নিক্ষেপ করিলে ভবিষ্যৎ বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকে না।

হে অঙ্গনাথ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে ঐরাবতাদি দিগ্‌গজের বংশধর এই বারণগণ পূজা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। যে চিকিৎসক কিংবা পরিচারক শাস্ত্রজ্ঞ নহে এবং বারণগণের প্রতি যাহার আন্তরিক স্নেহ ও নাই তাহার কখনও দন্ত কল্পনা করিতে যাওয়া উচিত নহে। প্রমাণ অতিক্রমপূর্ব্বক

দন্তকল্পনা করিতে গিয়া যদি রক্তস্রাব হয় তদ্দ্বারা শুভাশুভ ফল সূচনা না হইলেও বস্ত্রদ্বারা তাহা মার্জ্জন করিয়া আতপ-তণ্ডুল মিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে শস্ত্র প্রয়োগ-নিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক যথাসময়ে নীরোগ দন্ত যথাযথ ভাবে কল্পনা করিলেও যদি শোণিতপাত হয় তাহা হইলে মাতঙ্গের প্রভু নৃপতির বা মন্ত্রীর বিপদ সূচিত হয় কিংবা সেই রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগের আসন্ন মৃত্যু জ্ঞাপিত হয়; সেই নগর কিংবা রাজ্য নানা প্রকার উৎপাত গ্রস্ত হয়। এই নিমিত্ত তাদৃশ মাতঙ্গকে অবিলম্বে শত্রুরাজ্যে বিসর্জ্জন করিবে। ইহা করিলেই তাহার প্রতীকার করা হয়।

হে নরেশ্বর, গিরিজাত, নদীবহুল প্রদেশজাত কিংবা মিশ্র প্রদেশজাত মাতঙ্গগণের দন্তকল্পনায় নির্দ্ধারিত দন্ত প্রমাণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। গিরিজাত মাতঙ্গের দন্তের অগ্রভাগ হইতে ⅓ বা ¼ অংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক দন্ত কল্পনা করা কর্ত্তব্য এবং নদীযুক্তপ্রদেশজাত ও মিশ্রপ্রদেশজাত মাতঙ্গের দন্তের অর্দ্ধাংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক দন্তকল্পনা করা উচিত, নচেৎ দন্তের সম্যক্ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

অতঃপর উহাদিগের বিভিন্ন জাতীয় দন্তের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। সরক্ত দন্ত স্নিগ্ধ এবং নীরক্ত দন্ত কর্কশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুর বর্ণযুক্ত দন্ত স্নিগ্ধ কিংবা কর্কশ বলা যায় না। ভস্মবৎ শ্বেতবর্ণ কিংবা অস্থিসদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট দন্ত ই রুক্ষবর্ণ কথিত হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে শিতাভ দন্ত ই স্নিগ্ধ বলিয়া কথিত হয়। বিজ্ঞ চিকিৎসক মধুসদৃশ গৌরবর্ণ বিশিষ্ট গজদন্তই কল্পনা করিবেন।

হে অঙ্গেশ্বর, গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ছয় প্রকার দন্তকল্পনার উল্লেখ করা হইয়াছে। মাতঙ্গের দৈহিক প্রমাণানুরূপ, মুখমণ্ডলের পরিমাণানুরূপ, দন্তজাতির বিবিধ প্রভেদ বিচার পূর্ব্বক প্রভৃতি যে রূপ দন্ত কল্পনাই করা হউক না কেন যাহাতে দন্তবৃদ্ধির ক্ষতি না হয় এবং মুখ মণ্ডলের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দন্তকল্পনা করিতে হইবে। সৈন্ত মাতঙ্গের দন্তকল্পনা বিষয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সুবিধার নিমিত্ত দন্তের অগ্রভাগ কখনও তীরের ন্যায় কখনও বা বর্ষার মুখের তুল্য করিতে পারাযায়। নিপুণ শিল্পী দ্বারা ঐশ্বর্য্যানুসারে স্বর্ণ

মূলে লেখকপ্রমাদে অন্য অধ্যায়ের ২টি শ্লোক এই স্থানে লিখিত হইয়াছে, অনুবাদে তাহা পরিত্যক্ত হইল; কারণ যবসাধ্যায়ে তাহা অনূদিত হইয়াছে।

রৌপ্য তাম্র প্রভৃতি ধাতু দ্বারা প্রতিমোক (পাত) প্রস্তুত করাইয়া দন্তকল্পনা করা কর্ত্তব্য। মোম গালা ও ধূনা প্রভৃতি দ্বারা উল্লিখিত প্রতিমোক বা পাত দাঁতে আটিয়া দিতে হইবে। প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রে শুভ মুহূর্ত্তে শুচি হইয়া বিজ্ঞ গজবৈদ্য দন্তকল্পনা করিবেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

রসবীর্য্য বিপাক জ্ঞান।

একদা মহাতেজাঃ চম্পেশ্বর রোমপাদ নরপতি, মহাত্মা তপোধন পালকাপ্যকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ভগবন, আহার্য্য বস্তুর রস কতিবিধ ? সেই বিভিন্ন প্রকার রসের গুণই বা কি কি ? এবং তাহাদিগের বিপাক বা পরিণতিই বা কীদৃশ ? এতৎ সমুদয় আমি আপনার নিকটে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। রসের মধ্যে কোন কোন রস সৌম্য এবং কোন কোন রস আগ্নেয় বলিয়া কথিত আছে ? কি কি রস পিত্ত ও শ্লেষ্ম প্রশমিত করে ? কি কি রস বা বাত শ্লেষ্ম ও পিত্ত উদ্দীপিত করে। কোন কোন রসযুক্ত দ্রব্য সেবন করিলে বারণগণ, নীরোগ বলবান ও দৃঢ়কায় হইতে পারে ? হে ঋষি-প্রবর, এতৎ সমুদয় যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন নরনাথ, শ্রবণ করুন—ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম বলিয়াছেন যে হেতু এই পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ জলময় ছিল * * *

† শেষ অংশ বিলুপ্ত

একাদশ অধ্যায়

ইক্ষু দান বিধি।

একদা চম্পাপতি রোমপাদ নরপতি মহর্ষি পালকাপ্যকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, আমি বারণগণকে ইক্ষুদানের বিধি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি যথাযথভাবে উপদেশ করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে নরেশ্বর, উত্তম মাতঙ্গকে পাঁচ শত ইক্ষুদণ্ড ভক্ষণ করিতে দিতে পারা যায়। মধ্যম মাতঙ্গকে সার্দ্ধ তিন শত এবং অধম শ্রেণীর মাতঙ্গকে সার্দ্ধ দুইশতখানি ইক্ষুদণ্ডের অধিক ভক্ষণ করিতে দেওয়া উচিত নহে। হে অঙ্গনাথ, অনন্তর ইক্ষুদানের গুণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন - নবধৃত আরণ্য বারণগণের পক্ষে ইক্ষুদান অতি প্রশস্ত। অবশ্য বলা বাহুল্য যে দেশ ও কাল বিচারপূর্ব্বক ই এতাদৃশ ইক্ষুদান করিতে হইবে। যে সকল নবধৃত আরণ্য বারণ ভয়শীল দীর্ঘকালে ওমানব সাহচর্য্যে অসহিষ্ণু কিংবা যে সকল মাতঙ্গ পিত্তপ্রকৃতিক তাহাদিগকে ইক্ষুদণ্ড ভক্ষণ করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। উত্তাপক্লিষ্ট মাতঙ্গের পক্ষে ও ইক্ষুদণ্ড ভক্ষণ প্রীতি ও হিতকর। ঘৃত পান ও ইক্ষুরস পান প্রায় তাদৃশ ফলপ্রদ বলিয়া কথিত আছে। গুরুভার বহন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দীর্ঘকাল অবরোধ প্রভৃতি কারণে বারণগণের দৈহিক উপাদানস্বরূপ বাত পিত্তাদি কুপিত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে উহাদিগের কায়স্তম্ভ শিরস্তম্ভ মন্যাস্তম্ভ ও শিরোরোগ প্রভৃতি বাত প্রকোপজনিত রোগ সমুদয় জন্মিয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থাতে ইক্ষুদান সবিশেষ হিতকর। তদ্ভিন্ন মদক্ষয়ে শোকভয়াভিভবে গ্রাস প্রতিহতে স্বগণ-বন্ধনাদিক্লেশ দর্শনে ইক্ষুদান সবিশেষ হিতকর। উহা মেদোবর্দ্ধক, এই নিমিত্ত পিত্ত এবং রক্ত বিকারজনিত রোগনাশক, বৃংহণ ও স্নিগ্ধ, এই নিমিত্ত কফবর্দ্ধক। ফলতঃ ইক্ষুদণ্ড একাধারে তুষ্টি ও পুষ্টিকর। গ্রীষ্মকালে বারণগণকে তিন দিবস অন্তর ইক্ষুদণ্ড ভক্ষণ করিতে দিবে, বর্ষাকালে সাত দিন অন্তর হেমন্তে দশ দিন অন্তর ইক্ষুদণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য। মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য ইহাই বলিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তরস্থানে ১১শ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নস্য কর্ম্মবিধি।

একদা মাতঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ঋষিপ্রবর পালকাপ্য, শিষ্যভাবাপন্ন মহানুভব অঙ্গপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে নরনাথ, শ্রবণ করুন—নস্য কর্ম্মবিধি বর্ণনা করিতেছি—বারণগণ নিরন্তর বারিসিক্ত সুশীতল স্থানে অবস্থান ও বিবিধ প্রকার মধুররসযুক্ত শীতবীর্য্য দ্রব্য ভোজন করিতে থাকিলে এবং তাদৃশ অবস্থায় শারীরিক পরিশ্রম বর্জ্জন করিলে প্রায়শঃ শ্লেষ্ম বিকারাদি জনিত রোগ গ্রস্ত হয়। তাহার প্রথম অবস্থায় বা তরল অবস্থাতে অধোলিখিত ঔষধ দ্রব্যসমূহ নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে বিকারের প্রতীকার হইয়া থাকে।

১।	পিপ্পলী সূক্ষ্মচূর্ণ ৫ পল	৫।	বিড়ঙ্গ
২।	গোলমরিচ " "	৬।	শ্বেত সর্ষপ
৩।	নাগর " "	৭।	সৈন্ধব
৪।	পৃথ্বিকা " "	৮।	তগর

উল্লিখিত অষ্টবিধ সূক্ষ্ম চূর্ণ একযোগে নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

অথবা—

১। প্রথমোক্ত পিপ্পল্যাদি অষ্টবিধ দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ ৪০ পল।

২। ক্ষুদ্রপত্র তুলসীর রস ৫ পল

৩। সর্ষপ তৈল ৫ পল

৪। জল, তরল করিবার পরিমাণ

উল্লিখিত ঔষধ দ্রব্য মিশ্রিত জল নাসিকা দ্বারা নস্যরূপে ব্যবহার করাইতে পারিলেও সবিশেষ উপকার দর্শে। অথবা—

১।	পিপ্পলী	১ পল	৮।	গুগ্‌গুল	১ পল
২।	গোলমরিচ	১ "	৯।	আমলকী	১ "
৩।	শুণ্ঠী	১ "	১০।	পরিপেলব	১ "
৪।	শ্বেতচন্দন	১ "	১১।	শৈলেয়ক	১ "
৫।	অগুরু	১ "	১২।	জটামাংসী	১ "
৬।	ধূপ	১ "	১৩।	কালানুসার্য্য	১ "
৭।	শ্রীবেষ্টক	১ "			

উল্লিখিত ত্রয়োদশবিধ দ্রব্য জলদঙ্গার মধ্যে প্রক্ষেপণপূর্ব্বক তদুৎপন্ন ধূম শুণ্ডদ্বারা গ্রহণ করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

রোগের পরিমাণ বুঝিয়া চিকিৎসক ধূপের কালের পরিমাণ অবধারণ করিবেন। চিকিৎসকের অজ্ঞান কিংবা মোহবশতঃ ধূপ কালের পরিমাণ অধিক হইলে বারণগণের মুখশোষ ও আহারে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাদৃশ ওষ্ঠ কণ্ঠ হৃদয় তালু শোষ এবং দুর্ব্বলতা প্রভৃতি অতিধূপণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পুনঃ পুনঃ শীতল জল সেকই আচার্য্যগণের মতে একমাত্র প্রতীকার।

এই প্রকারে সপ্তাহ, দ্বিসপ্তাহ বা যাবৎকাল আবশ্যক বিবেচিত হয় তাবৎকাল নস্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ কিংবা ঘৃত মিশ্রিত স্বাভাবিক আহারের এক চতুর্থ অংশ মাত্র অন্ন আহার করিতে দিবে। আহারের পরে ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দিবে; কারণ পীত সলিল দ্বারা দ্রবীকৃত অন্ন অল্পকালে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া দেহের পুষ্টিসাধনে সমর্থ হয়। এবিষয়ে শ্লোক কথিত আছে।

যথাবিধি নস্য প্রয়োগের ফলে মাতঙ্গগণের জাঠরানল ও দৈহিক শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং কণ্ঠ বক্ষঃস্থল পার্শ্ব ত্রিক প্রভৃতি লঘু ও মনঃপ্রসন্ন হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে ১২শ অধ্যায়।

* মূলের ৭ম ও ১৩ দশ অধ্যায় এই পুস্তকে ১২শ অধ্যায়রূপে গৃহীত হইল।

গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতা।

পঞ্চম ভাগ

পরার্দ্ধ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অঞ্জনদান বিধি।

একদা মহানুভব অঙ্গপতি ঋষিপ্রবর পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, বারণগণের নেত্ররোগে হিতকর 'অঞ্জনদান-বিধান' ব্যাখ্যা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। অতুলকীর্ত্তি অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন;—হে অঙ্গনাথ, শ্রবণ করুন,—প্রাণিগণের খুর শৃঙ্গ নখ দাঁত অস্থি লোম প্রভৃতিদ্বারা নেত্র মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম পর্দ্দা লেখনকরা (চাছা) যাইতে পারে। কিন্তু লোধ্রাদি বৃক্ষের সার, যে কোনও প্রকার পাষাণ, শঙ্খ দাঁত নখ ঝিনুক মণি মুক্তা-হীরক প্রবাল কূর্ম্মকপাল (কচ্ছপের চাড়া) অভ্র প্রভৃতি যে কোনও কঠিন দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ নেত্র মধ্যে প্রয়োগ করিলে অক্ষি মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম পর্দ্দা কাটিয়া যায়। ফলতঃ উল্লিখিত লেখন দ্রব্যের মধ্যে সুবর্ণ রজত তাম্র সীস কৃষ্ণ লৌহ রঙ্গ মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্যই শ্রেষ্ঠ।

হে নরেশ্বর, অধোলিখিত রসাঞ্জন প্রয়োগে বারণগণের নেত্র মধ্যস্থিত ছানী কাটিয়া থাকে—

১। হরীতকী বীজ চূর্ণ
২। বদর (কুলের) বীজ চূর্ণ
৩। কিংশুক বীজ চূর্ণ
৪। আমলকী বীজ চূর্ণ
৫। কিংশুক বীজ চূর্ণ
৬। চন্দন
৭। সমুদ্রফেণ চূর্ণ
৮। শঙ্খ চূর্ণ।
৯। কুক্কুটের ডিমের খোসা চূর্ণ
১০। হংসের অণ্ডের খোসা চূর্ণ
১১। ময়ূর অণ্ডের খোসা চূর্ণ
১২। রৌপ্য চূর্ণ
১৩। তাম্র চূর্ণ
১৪। লৌহ চূর্ণ
১৫। খদির নির্য্যাস
১৬। পলাশ চূর্ণ
১৭। মেষশৃঙ্গী „
১৮। নিম্ব নির্য্যাস
১৯। কুটজ „
২০। প্রসন্না বা গোড়ানেবুর রস

উল্লিখিত উনবিংশতি প্রকার ঔষধ দ্রব্য বিংশ 'প্রসন্না' নামক সুরা কিংবা গোড়ানেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিলে এক প্রকার রসাঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহা বারণগণের নেত্র মধ্যস্থিত 'ছানী' রোগের শ্রেষ্ঠ প্রতিকারক ঔষধ।

১। পিপ্পলী	৪। সৈন্ধব লবণ
২। কেশ (চুল)	৫। লশুনাঞ্জন
৩। কূর্ম্মপলাশ	

১ম পিপ্পলীর মসী প্রস্তুত করিয়া পরে অপর সমভাগ চতুর্ব্বিধ ঔষধ দ্রব্য একযোগে মর্দ্দন করিলে অপর এক প্রকার রসাঞ্জন প্রস্তুত হয়। তাহা প্রয়োগেও বারণগণের ছানী কাটিয়া থাকে।

১। কুক্কুটের ডিমের খোসার সূক্ষ্ম চূর্ণ	৩। কাচের সূক্ষ্ম চূর্ণ
২। শঙ্খের সূক্ষ্ম চূর্ণ	৪। চন্দন

সমভাগ উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ দ্রব্য এক যোগে মর্দ্দন করিলে আর এক প্রকার 'রসাঞ্জন' প্রস্তুত হয়। তাহা নেত্র মধ্যে ব্যবহারে বারণগণের ছানী কাটিয়া যায়।

১। চন্দন	৫। কুক্কুটের ডিমের খোসা চূর্ণ
২। হরিতাল	৬। হংসাণ্ডের খোসা চূর্ণ
৩। মুথা	৭। ময়ূরাণ্ডের খোসা চূর্ণ
৪। কালানুসারিবা	৮। শুক্ল মরিচ চূর্ণ

উল্লিখিত সমভাগ ঔষধ দ্রব্য সমুদয় গোড়ানেবুর রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে আর এক প্রকার রসাঞ্জন প্রস্তুত হয়। এই রসাঞ্জন লেখনীয় বা 'ছানী' কাটিতে সমর্থ।

১। কুড়	৪। পিপ্পলী
২। হলুদ	৫। মরিচ
৩। বীরণমূল	

এই পঞ্চবিধ দ্রব্য জল সহ এক যোগে বাটিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগে বারণ গণের নেত্র রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। যবের শীষ	৪। শঙ্খমুখ
২। ছাগী দুগ্ধ	৫। মধু
৩। কুক্কুটের ডিমের খোসা	

বসন্ত ঋতুতে শুষ্ক যবের শীষ তুলিয়া তাহা ছাগী দুগ্ধে পঞ্চদশ রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে পরে তাহা হইতে তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইবে এবং উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া অন্যান্য দ্রব্যের একযোগে মধুসহ বাটিলে অপর আর এক প্রকার অঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহা প্রয়োগে মাতঙ্গগণের ছানী কাটিয়া থাকে।

১। গুড়ূচী
২। মুথা
৩। নাকুলী
৪। গন্ধনাকুলী
৫। প্রসন্না (এক প্রকার সুরা)

প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ ঔষধ দ্রব্য ৫ম সুরা সহ বাটিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। এই শ্রেষ্ঠ অঞ্জন প্রয়োগে ছানী রোগ প্রশমিত হয়।

১। শুণ্ঠী
২। দধিমণ্ড
৩। পিপ্পলী
৪। সৈন্ধব লবণ
৫। কিঞ্জল্ক (পদ্মের কেশর)
৬। ফাণিত (অর্দ্ধশুষ্ক ইক্ষুরস)
৭। মদের সিটা
৮। যবের ছাতু
৯। তণ্ডুলীয়ক মূল (কাঁটা নটের শিকর)
১০। শ্বেতপাষাণ
১১। অজাকরীষ
১২। অজামূত্র (ছাগীর শুষ্ক মল ও মূত্র)

সমভাগ প্রথমোক্ত নয় প্রকার ঔষধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া তাহা শ্বেত পাষাণে লেপন করিবে এবং ছাগীর শুষ্ক করীষের অগ্নিতে তাহা উত্তম রূপে সেঁকিয়া ছাগীমূত্রের সহিত বাটিবে। ইহাকে 'লোহিতক' অঞ্জন বলে, ইহা প্রয়োগে বারণগণের ছানীরোগ প্রশমিত হইয়া দৃষ্টি প্রসন্ন হয়।

১। পলাশ ফুল
২। বঙ্গভস্ম
৩। চিনি
৪। মধু

এই চতুর্ব্বিধ ঔষধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে বারণগণের চক্ষুঃ শীতল হয়।

১। ত্রিফলা (হরীতকী, বহেড়া, আমলকী) ২। মধু

একযোগে বাটিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের নেত্রদ্বয় শীতল হয় ও সকল প্রকার নেত্ররোগের প্রথম অবস্থায় সবিশেষ উপকার দর্শে।

১। ত্রিফলা ৩ ভাগ (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া)
২। ত্রিকটু ৩ ভাগ (শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ)
৩। সৈন্ধব লবণ ১ ভাগ
৪। কাঁজল ১ ভাগ
৫। জারিত লোহা ১ ভাগ
৬। ছাগ দুগ্ধ

প্রথমোক্ত ঔষধ দ্রব্যসমূহ ৬ষ্ঠ ছাগদুগ্ধে বাটিলে এক প্রকার অঞ্জন প্রস্তুত হয়, উহা ব্যবহারে বারণগণের অন্ধত্ব দূর হইয়া দৃষ্টিশক্তি প্রসন্ন হইয়া থাকে। ইহা প্রয়োগে নেত্রের কণ্ডূ (চুল্‌কানী) প্রশমিত হয়।

১। ত্রিফলা ১ ভাগ   ৩। মধু
২। সৈন্ধব লবণ ১ ভাগ

এই ত্রিবিধ দ্রব্য একযোগে উত্তমরূপে বাটিয়া অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে মাতঙ্গগণের নেত্রের কণ্ডূ (চুল্‌কানী) নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

১। বাসক পাতার স্ব-রস ১ ভাগ   ২। মরুবক পাতার স্বরস ১ ভাগ

এই দ্বিবিধ দ্রব্যদ্বারা মাতঙ্গগণের নেত্র সিক্ত করিলে উহা শীতল হয়।

১। বট ছাল   ৩। যজ্ঞডুমুর ছাল
২। অশ্বত্থ ছাল   ৪। পারীশ বৃক্ষের ছাল

এই চতুর্ব্বিধ বৃক্ষত্বক্ উত্তমরূপে প্রক্ষালন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ছেচিয়া নূতন মৃণ্ময় জলকুম্ভ-মধ্যে ত্রিরাত্র স্থাপন করিবে। পরে তাহা ছাকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা চক্ষুঃ প্রক্ষালন করিলে এবং উক্ত ছাল বাটিয়া তাহা বারণগণের মস্তকে লেপন করিলে মাতঙ্গগণের 'নেত্রপাক' রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১। বট পল্লব   ৬। লোধ
২। অশ্বত্থ পল্লব   ৭। জটামাংসী
৩। যজ্ঞডুমুর পল্লব   ৮। কাচা গো-দুগ্ধ
৪। পাকুর পল্লব   ৯। শীতল জল
৫। হিজ্জল ফল

প্রথমোক্ত সমভাগ সাত প্রকার ঔষধ দ্রব্য ৮ম ও ৯ম সমভাগ দুধ ও জলে বাটিয়া তাহা দ্বারা পুনঃ পুনঃ নেত্র প্রক্ষালন করিলে মাতঙ্গগণের সকল প্রকার নেত্ররোগের উপশম হইয়া থাকে।

১। রাখাল শশা ফল   ২। ননী

রাখালশশার শাঁস ছাড়াইয়া তন্মধ্যে ননী পূর্ণ করিতে হইবে। পরে তাহা ভূর্জপত্র দ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া মৃণ্ময় শীতলজল-পূর্ণ কলস-মধ্যে রাখিয়া দিবে। এইরূপে ত্রিরাত্রি অতীত হইলে তাহা তুলিয়া তদ্দ্বারা রুগ্ননেত্র সিক্ত করিলে বারণগণের 'প্রাবারকী' 'পটলাক্ষ' ও 'নেত্রনালী' রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। পিপ্পলী   ৪। গোরোচনা
২। মরিচ   ৫। মধু
৩। সৈন্ধব লবণ   ৬। মণি (শোধিত)

৭। মনঃসিলা
৮। কুমীরের নখ
৯। বাঘের নখ
১০। তেজপত্র
১১। হীরাকস
১২। মুক্তা „
১৩। প্রবাল „ (২ মাত্রা)
১৪। 'শম্বর' মৃগের শিং
১৫। শঙ্খনাভি
১৬। রোমক লবণ

উল্লিখিত সমভাগ ষোড়শবিধ ঔষধ দ্রব্য একযোগে উত্তমরূপে বাটিয়া অধো লিখিত বেসবার সহ মিশ্রিত করিবে এবং তদ্দ্বারা দশ রাত্রি অঞ্জন প্রদান করিলে বারণগণের নেত্ররোগের প্রতীকার হইয়া থাকে। বেসবার যথা—

১। পিপ্পলী
২। শুণ্ঠী
৩। গোলমরিচ
৪। গুড়
৫। গব্য ঘৃত
৬। মুগ

উল্লিখিত ছয় প্রকার সমভাগ দ্রব্য একযোগে পাক করিলে 'মুদগযুক্ত বেসবার' প্রস্তুত হয়।

১। ত্রিফলা
২। মধু

(হরীতকী, আমলকী, বহেড়া)

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে বারণগণের সকলপ্রকার নেত্র রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। সৈন্ধব লবণ
২। ত্রিফলা
৩। পিপ্পলী
৪। মরিচ
৫। সমুদ্র ফেণ
৬। শঙ্খ
৭। চিনি
৮। মনঃশিলা
৯। যষ্টিমধু

উল্লিখিত নয় প্রকার সমভাগ দ্রব্য একযোগে জলসহ বাটিয়া বড়ী প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে এবং তাহাদ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে সকলপ্রকার বাতপিত্ত কফজনিত নেত্র রোগ সমূহের উপশম হইয়া থাকে। এমন কি এই অঞ্জন ব্যবহারে বারণগণের 'পটলাক্ষ' 'কাচাক্ষ' 'প্রাবারকী প্রভৃতি নেত্র রোগের উপশম হইয়া থাকে। ইহাকে 'বিজয়া গুলিকা' বলে। ইহাদ্বারা অঞ্জিত স্থান নির্ব্বাত ও শীতল হইয়া থাকে। চক্ষু ধৌত করিবার নিমিত্ত বাসক পত্রের শীতল ক্বাথ ব্যবহার করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

১। হ্রীবেরক (বালা)
২। বীরণ মূল
৩। কুড়
৪। মোটা এলাচ
৫। লোধ
৬। প্রিয়ঙ্গু
৭। মঞ্জিষ্ঠা
৮। হরিতাল
৯। মনঃশিলা
১০। মনছাল

উল্লিখিত দশবিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া ছায়াতে বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিবে এবং তাহা শীতল জলে ঘসিয়া প্রতিদিন অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে বারণগণের পিত্ত ও রক্ত জনিত নেত্রদাহ রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। প্রপৌণ্ডরীক
২। যষ্টিমধু
৩। যব
৪। আমলকী
৫। সুমনা পল্লব
৬। দারুহরিদ্রা

উল্লিখিত ছয় প্রকার ঔষধ দ্রব্য শীতল জল সহ একযোগে ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। উক্ত ক্বাথদ্বারা নেত্র প্রক্ষালন করিলে বারণগণের স্রাবযুক্ত নেত্ররোগ সমুদয়ের প্রতীকার হয়। ইহা ব্যবহারে অক্ষিপাক কণ্ডু, চুলকানি ও ক্লেদ প্রশমিত হয়।

১। উল্লিখিত ক্বাথ
২। রসাঞ্জন (শোধিত)

উল্লিখিত দ্বিবিধ দ্রব্য সমভাগে লইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হইবে এবং পরে তাম্র পাত্রে স্থাপন করিয়া অঞ্জন রূপে ব্যবহার করিলে মাতঙ্গগণের নেত্রস্থ কণ্ডূ (চুলকানি) ক্লেদ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

১। পটোল
২। নিম
৩। কাল তুলসী
৪। আমলকী
৫। হরিদ্রা
৬। ত্রিফলা
৭। লোধ
৮। মনঃশিলা
৯ পূতিকরঞ্জ (লাটাকরঞ্জ) পল্লব
১০। করঞ্জ বীজ
১১। নিসিন্দা পত্র
১২। যষ্টিমধু
১৩। গুড়ূচী
১৪। জল
১৫। মধু

উল্লিখিত ত্রয়োদশবিধ দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা ছাকিয়া লইবে এবং পুনরায় পাক করিয়া (১৫ শ) মধু সহ অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে বারণগণের নেত্রস্থ কণ্ডূ ও ব্রণের প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। আকন্দ ফুল
২। হীরাকস
৩। তুতিয়া
৪। লোহাঞ্জন
৫। তাম্ররস
৬। দধি
৭। অম্ল

প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ ঔষধ দ্রব্য ৫ম ৬ষ্ঠ ও ৭ম ঔষধের সহিত বাটিয়া অঞ্জন রূপে ব্যবহার করিলে বারণগণের অক্ষিপাক নেত্রস্রাব প্রভৃতি রোগে সবিশেষ উপকার দর্শে।

১। আমলকী পত্র
২। শিরীষ পত্র
৩। শল্লকী পত্র
৪। কিরবাল † পত্র
৫। শঙ্খনাভি চূর্ণ
৬। মনঃশিলা চূর্ণ

প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ পত্রের কল্ক প্রস্তুত করিয়া তাহা ছায়ায় শুষ্ক করিবে। পরে তন্মধ্যে ৫ম ও ৬ষ্ঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা অঞ্জন রূপে ব্যবহার করিলে বারণগণের 'স্রোতোহন্ধ' প্রভৃতি রোগের উপশম হইয়া থাকে।

১। গুড়
২। যষ্টিমধু
৩। হরিদ্রা
৪। সৈন্ধব
৫। মধু

প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং তাহা মধুসহ ঘসিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে "রাত্র্যান্ধ" রোগের উপশম হইয়া থাকে।

১। শুণ্ঠী চূর্ণ
২। হরীতকী চূর্ণ

এই দ্বিবিধ দ্রব্য জলসহ অঞ্জন রূপে ব্যবহার করিলে বারণগণের স্রোতোহন্ধ রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে।

১। উৎপল
২। যষ্টিমধু
৩। গিরিমাটি
৪। লোধ
৫। অঞ্জন
৬। আমলকীর রস

প্রথমোক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্য ৬ষ্ঠ আমলকী রসে বাটিয়া তাহা এক খানি পাথরে লেপিতে ও শুষ্ক করিতে হইবে অনন্তর তাহা চূর্ণ করিয়া উক্ত চূর্ণাঞ্জন মাতঙ্গগণের

---

† সম্ভবতঃ 'কিরমাল' হইবে কিরবাল শব্দ অভিধানে নাই 'কিরমাল' শোনাক শোনাল)

পিত্ত ও রক্ত বিকারজ নেত্ররোগে একান্ত হিতকর। বাত বিকারজ নেত্ররোগ অরুণবর্ণ, পিত্তবিকারজ কৃষ্ণাভ কফবিকার জনিত নেত্ররোগ শ্বেত বর্ণ এবং সান্নিপাতিক বিকার-জনিত নেত্ররোগ নানাবর্ণ লক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন শুক্র বিকারজ নেত্ররোগ জলবুদবুদ সদৃশ, ধাতু বা শারীরিক উপাদান সমূহের বিকার-জনিত অক্ষিরোগ 'পটলাক্ষ' তাঁহাতে কৃষ্ণ মণ্ডল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হয়। হে নরেশ্বর, ইহাই বারণগণের বাতপিত্ত শ্লেষ্ম শোণিতাদি বিকার জনিত বিবিধ প্রকার নেত্ররোগের লক্ষণ যথাক্রমে কথিত হইল। এই সকল লক্ষণাদি বিচারপূর্ব্বক বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন প্রকার বিকার জনিত অক্ষিরোগের বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা করিবেন; অবশ্য বলাবাহুল্য যে দেশকাল রোগ ও রুগ্ন মাতঙ্গের বলাবল নির্ণয় করিয়া পরে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন। ইহা কেবল চক্ষুরোগের নহে সকল রোগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

শোধনযোগ্য সকল প্রকার অক্ষিরোগেই অধোলিখিত অঞ্জন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

১। সৈন্ধব লবণ
২। বৃহতী মূল
৩। হরীতকী
৪। চৈ
৫। হীরাকস
৬। পিপ্পলী
৭। মধু

প্রথমোক্ত ছয় প্রকার দ্রব্য একযোগে ছেচিয়া স্বচ্ছ জলে ৫।৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে মৃদু জ্বালে তাহা ঘণীভূত হইলে অবতারণপূর্ব্বক শীতল হইলে তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিবে এবং পরিস্কৃত পাত্রে রাখিয়া তদ্দারা অঞ্জন প্রদান করিলে 'পটলাক্ষ' শুক্রকাচ' প্রভৃতি অক্ষিরোগ সমুদয় প্রশমিত হয়।

১। মনঃশিলা	১ তোলা	৪। বৃহতী ফল	১ তোলা
২। তাম্রচূর্ণ (গজপুটে পক শোধিত)	১ "	৫। সৈন্ধব লবণ	১ "
৩। যষ্টিমধু	১ "	৬। ছাগ দুগ্ধ	১ "

প্রথমোক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্য ষষ্ঠ ছাগ দুগ্ধে উত্তমরূপে বাটিয়া তদ্দারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং তাহা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া সযত্নে রাখিবে। অনন্তর শীতল জলে ঘসিয়া তাহা অঞ্জন রূপে প্রয়োগ করিলে বারণগণের 'ছান্নী' জাতীয় চক্ষুঃ রোগের উপশম হয়।

১। বহেড়ার পাতা ভস্ম	৪। ঘৃত
২। শঙ্খ ভস্ম	৫। মধু
৩। সৈন্ধব লবণ	

উল্লিখিত সমভাগ দ্রব্য ৪র্থ ঘৃতে বাটিয়া তাহা অভিনব মৃৎপুটে গোময়াগ্নিতে ভস্ম করিবে। অনন্তর সেই ভস্ম মধুসহ মাড়িয়া অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে বারণগণের প্রচ্ছন্ন (অস্পষ্ট) 'পটল' 'বুদ্বুদ' প্রভৃতি অক্ষি রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে। ইহা প্রয়োগে লেখনযোগ্য ও লেখনাযোগ্য সকল প্রকার অক্ষি রোগেই উপকার দর্শে। রক্তজ ও পিত্তজ অক্ষিরোগে তাম্র সবিশেষ উপকারী। মাতঙ্গগণের নেত্রের অর্দ্ধ বা ত্রিভাগ পর্য্যন্ত রক্তাক্ত দৃষ্ট হইলে তাহাকে 'নেত্ররাজী' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। উক্ত রক্তরেখা তির্য্যগ্‌ভাবে উর্দ্ধদিকে প্রসারিত থাকে। মাতঙ্গগণ উল্লিখিত রোগে আক্রান্ত হইলে উহাদিগের নেত্রে তীব্র বেদনা ও অশ্রুপাত হইতে থাকে। অথবা নেত্রদ্বয় হইতে রক্ত ও অশ্রু স্রাব হইতে থাকিলে কিংবা মস্তকে আঘাত নিবন্ধন নেত্রদ্বয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিলে পিত্তবিকারজনিত নেত্ররোগে যে যে চিকিৎসার উল্লেখ আছে তৎসমুদয়ের বিধান করিবে।

১। ত্রিকটু	১০। স্বর্ণ ভস্ম
২। ত্রিফলা	১১। গিরিমাটি
৩। শঙ্খনাভি	১২। তগর পাদুকা (জলজ লতাবিশেষ
৪। হরিদ্রা	১৩। রসুন
৫। দারু হরিদ্রা	১৪। তুতিয়া ভস্ম
৬। সমুদ্রফেণ	১৫। মনকা
৭। হরিতাল	১৬। লোধ (শ্বেত)
৮। মনঃশিলা	১৭। মঞ্জিষ্ঠা
৯। কুক্কুটাণ্ড কপাল (মুরগীর ডিমের খোসা)	

উল্লিখিত সপ্ত দশ প্রকার ঔষধ দ্রব্য সমভাগে লইয়া এক যোগে উত্তমরূপে বাটিবে এবং তাহা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে 'নীলমেঘা গুটিকা' বলে ইহা শীতল জলে ঘসিয়া অঞ্জন রূপে ব্যবহার করিলে সকল প্রকার অক্ষিরোগ শিরোরোগ ও বেদনার উপশম, কায়পুষ্প পটল বুদ্ বুদ্ মাংসবৃদ্ধি এবং নেত্রস্থ রক্তবর্ণ রেখা সমূহ প্রশমিত হইয়া থাকে। অথবা

১।	পূর্ব্বোক্ত ঔষধ দ্রব্য সমূহ	৬।	কাকোলী
২।	মেদা	৭।	ক্ষীর কাকোলী
৩।	মহামেদা	৮।	মুদ্গ পর্ণী
৪।	জীবক	৯।	মাষপর্ণী
৫।	ঋষভক	১০।	অশ্বগন্ধা

সমভাগ উল্লিখিত দ্রব্য সমুদয় একযোগে ছেচিয়া তাহা এরণ্ড (ভ্যারেণ্ডা) পত্র দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিবে। অনন্তর তাহা গোময় দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া তাহার উপরি ভাগে মৃত্তিকা (কাঁদা) লেপন করিবে। পরে নির্ধূম অগ্নিতে তাহা দগ্ধ করিয়া সুসিদ্ধ হইয়াছে জানিলে তাহা হইতে ঈষদুষ্ণ রস গ্রহণ পূর্ব্বক রুগ্ন মাতঙ্গের নেত্রদ্বয় পূর্ণ করিবে কিংবা শীতল জলে নেত্র প্রক্ষালন-পূর্ব্বক উক্ত কল্কদ্বারা তাহাতে স্বেদ প্রদান এবং স্বেদান্তে সদ্যোজাত ঘৃত বা নবনীত দ্বারা নেত্র নির্ব্বাপণে বারণগণের সকল প্রকার অক্ষিরোগের প্রতীকার হইয়া থাকে এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্বোল্লিখিত ক্বাথ মিশ্রিত ঘৃত দুগ্ধ দ্বারা বা তুষার (বরফ) মিশ্রিত ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা, ইক্ষুরস মিশ্রিত গোদুগ্ধ দ্বারা কিংবা শর্করা মিশ্রিত নারীদুগ্ধ দ্বারা নেত্র প্রক্ষালন সকল প্রকার অক্ষিরোগে হিতকর।

মাতঙ্গগণের অক্ষিরোগে ব্যবহার্য্য তীক্ষ্ণ বীর্য্য 'কল্কাঞ্জনের পরিমাণ † দুইরতি মাত্র, নাতি তীক্ষ্ণবীর্য্য কল্কাঞ্জনের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ এবং মৃদুবীর্য্য কল্ক বা অঞ্জনের পরিমাণ তাহার ও দ্বিগুণ হইবে। তদ্ভিন্ন চূর্ণাঞ্জনের পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত কল্কাঞ্জনের মাত্রা অপেক্ষা ½ অংশ কম হওয়া আবশ্যক।

হে নরেশ্বর, মাতঙ্গগণের দীর্ঘকাল জাত নেত্র রোগ কেবল স্বেদ দ্বারা কদাপি প্রশমিত হয় না, এই নিমিত্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত যোগ সমুদয় রোগবল বিচারপূর্ব্বক প্রয়োগ করিয়া সফলতা লাভ করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রী-মহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

† নিষ্পাব=২ রতি—মু।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অন্নপান গুণ।

একদা ঋষিশ্রেষ্ঠ পালকাপ্য কৃপাপূর্ব্বক শিষ্যভাবাপন্ন অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতিকে মাতঙ্গগণের অন্নপান-গুণ সম্বন্ধে বলিলেন; হে নরনাথ, প্রাণিগণকে কলন (বিনাশ) করে, কিংবা কলাদি অংশে বিভক্ত এই নিমিত্ত সময়কে কাল বলা হইয়া থাকে। তাদৃশ অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের একটি বৃহৎ বিভাগ সংবৎসর এবং সেই সংবৎসরও 'দক্ষিণায়ন' ও 'উত্তরায়ণ' ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে উত্তরায়ণ 'আদান' ও দক্ষিণায়ন 'বিসর্গ' নামে পরিচিত। সুতরাং বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত ঋতু 'বিসর্গ' নামে প্রসিদ্ধ। এই বিসর্গে বায়ু অতিরুক্ষ হয় না এবং সোম অংশুজাল দ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ সমূহকে স্নিগ্ধ ও সরস করিয়া থাকে। এই স্নিগ্ধকালে প্রত্যেক দ্রব্য পদার্থেই সোমগুণ বাহুল্য নিবন্ধন বারণগণের বল ও তেজঃ বৰ্দ্ধিত হয়। পক্ষান্তরে আদান বা উত্তরায়ণে বায়ু একান্ত রুক্ষ কর্কশ ও ভীষণ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে; কারণ ভগবান সবিতা উত্তরাভিমুখ হইলে তাঁহার তীক্ষ্ণ কিরণজাল জাগতিক পদার্থ সমূহের সোমগুণ বিনষ্ট করিয়া তাহাদের স্নিগ্ধ ভাব আকর্ষণ করিতে থাকেন; এই নিমিত্ত ঋষিগণ, আদান বা উত্তরয়াণকে 'আগ্নেয়' বলিয়া থাকেন। এই কালে তিক্ত কষায় ও কটু এই তিনটি রুক্ষবীর্য্য রস বৰ্দ্ধিত হয় এবং তাদৃশ দ্রব্য সেবনে প্রাণিগণের বল বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে দুর্ব্বলতাই বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

হে অঙ্গেশ্বর, এইরূপে চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ু এই তিনই জগৎ রক্ষার মূলীভূত বা মুখ্য কারণ এবং উল্লিখিতকালই পর্য্যায়ক্রমে কটুতিক্ত কষায়াদি রস, বাত পিত্তাদি শারীরিক উপাদান ও দৈহিক শক্তির হ্রাস বৃদ্ধির গৌণ কারণ হইয়া থাকে। সেই কালই পুনরায় দুই দুই মাস করিয়া হেমন্ত শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা ও শরৎ ভেদে ষড়্বিধ। তন্মধ্যে হেমন্ত ঋতুতে হিম প্রভাবে ভগবান সবিতা আর তীব্র কিরণ জালে জগৎ উত্তপ্ত করিতে কিংবা স্থাবর জঙ্গমাত্মক জাগতিক পদার্থ সমূহ হইতে রস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন না। জগৎপ্রিয় শীতাংশু যেন নির্ম্মল গগনতলে লম্বমান হইয়া স্বীয় অংশুজাল দ্বারা জগৎবাসিগণের প্রীতি সাধন পূর্ব্বক মন্থরগতিতে গমন করিতে থাকেন। কাল-স্বভাব বশতঃ মৃদু ও শীতল বায়ু শনৈঃ শনৈঃ প্রবাহিত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত উক্ত ঋতুতে

মধুর রস বর্দ্ধিত হয় এবং তাহা ভক্ষণে বারণগণ সবল ও সতেজ হইয়া উঠে। এই ঋতুতে বারণগণের পিত্ত প্রশমিত শ্লেষ্ম সংর্দ্ধিত ও দেহ-শোণিত প্রসন্ন হইয়া থাকে এবং শীতের তাদৃশ প্রাবল্য না থাকায় সবল বারণগণের জাঠরানলবর্দ্ধিত হয় তাহার ফলে গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলেও তাহা যথাবিধি পরিপাক প্রাপ্ত হয়। এই ঋতুতে বারণগণের পাক যন্ত্রের ক্রিয়া সুসম্পন্ন হওয়ায় প্রায়শঃ উহারা কোন ও রোগে আক্রান্ত হয় না।

হেমন্ত ঋতুর অবসানে বায়ু একান্ত শীতল হইয়া থাকে এই নিমিত্ত তখন বাতের প্রকোপ হইতে দেখা যায় সুতরাং মাতঙ্গগণের 'গৈরিক সর্ব্বসেক' একান্ত প্রয়োজন। তাদৃশ কালে বিরল বায়ু প্রচার যুক্ত জলকর্দ্দমবিহীন স্থানে অবস্থান ও শুষ্ক গোময় চূর্ণ রচিত মৃদু শয্যা হিতকর; আতপসেবন ও কূপ জল পান প্রশস্ত স্থলজ কিংবা জাঙ্গল ঘাস হিতকর, প্রতিদিন একবার মাত্র অবগাহন বিধেয়; শালি এবং ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুল অম্ল ও লবণ যোগে দিবসে দুইবার ভোজন হিতকর, প্রতিপানার্থ পঞ্চলবনযুক্ত সুরা এবং পদতলে তৈল মর্দ্দন ও মসীযুক্ত তৈল মস্তকে মর্দ্দন একান্ত হিতকর। এই কালে দিবাভাগ সংক্ষিপ্ত থাকে, এই নিমিত্ত রাত্রির প্রথমদিকের কিয়দংশ ও শেষ রাত্রির কিয়দংশ বারণগণকে যত্নপূর্ব্বক চরাইবে। এতাদৃশ যত্নের ফলে বারণগণের আয়ু বল ও বীর্য্য হীনতা প্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ মাতঙ্গগণ হেমন্ত ঋতুতে স্নিগ্ধ গুরুপাক তরুশাখাদি ভোজন করিয়া বীর্য্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, তদ্দ্বারাই (কোন ও বিশেষ কারণ উপস্থিত না হইলে) সংবৎসর জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয়।

শীত ঋতুতে দিক্ সকল হিমজালে আবৃত থাকে এই নিমিত্ত সূর্য্য কিরণ প্রকাশিত হয় না, দিবাভাগ প্রায়শঃ কুহেলিকাচ্ছন্ন থাকিয়া অন্ধকারাবৃতের ন্যায় অনালোকিত থাকে। আদান যোগে বায়ু অতিরুক্ষ ও শীতল থাকে এই নিমিত্ত শীতকালে তিক্ত রস বর্দ্ধিত হয়। এই ঋতু সাতিশয় দারুণ এবং হেমন্তকাল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, এই নিমিত্ত এই ঋতুতে বারণগণের প্রতিপালন বিষয়ে হেমন্ত ঋতুর কর্ত্তব্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে তদ্ভিন্ন আর যাহা বিশেষ আছে কেবল তাহাই লিখিত হইল। এই ঋতুতে হস্তি শালায় রাত্রিতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রাখা আবশ্যক এবং শীত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত মাতঙ্গগণের কম্বলাবরণ প্রদান করিলে ভাল হয়। এই ঋতুতে ঘাস, উড়িধানের গাছ, 'উপনাহ' স্বেদ, ভগ্ন তরুশাখাদি এবং ঈষদুষ্ণ তণ্ডুলাদি হিতকর পথ্য। এই ঋতুতে

মধ্যে মধ্যে অধোলিখিত উষ্ণ পিণ্ড (তাপসংরক্ষক বড়ী) সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

১।	শুণ্ঠী	১ তোলা	৫।	জোয়াইন	১ তোলা
২।	গোলমরিচ	"	৬।	শল্‌ফা	"
৩।	পিপ্পলী	"	৭।	আজমোদা জোয়াইন	"
৪।	সৈন্ধব লবণ	"	৮।	ইক্ষু গুড়	৭ "

প্রথমোক্ত সপ্তবিধ ঔষধ দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত ৮ম ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিবে এবং ১৪ তোলা পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিয়া হেমন্ত ও শীত ঋতুতে বারণগণকে সেবন করিতে দিলে উহাদিগের জাঠরানল ও দৈহিক বল বর্দ্ধিত বাত ও শ্লেষ্ম প্রশমিত এবং দেহবর্ণ প্রসন্ন হয়। মন্থানুপানে ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ণ। ইহার অপর নাম 'ঋতুপিণ্ড' সমভাগ ত্রিকটু ও লবণ মিশ্রিত 'প্রসন্না' নামক সুরা তাদৃশ অবস্থায় উত্তম প্রতিপান। গিরিমাটি মিশ্রিত তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন এই ঋতুতে একান্ত হিতকর। বলানুরূপ ব্যায়াম এবং প্রতিদিন একবার মাত্র স্নান একান্ত বিধেয়। শীত ঋতুর অবসানে মাতঙ্গগণের কফোদ্রেক হইতে দেখা যায়। এই সময়ে দিন দিন সূর্য্য কিরণ প্রখরতর এবং দিবা ভাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইকালে বারণগণের দেহকান্তি সজল-জলদ-সদৃশ ও তেজস্বী হইয়া থাকে। এই ঋতুতে অল্প সন্তাপ নিবন্ধন উহাদিগের কফ ক্ষরণ হইতে দেখা যায়।

বসন্ত ঋতুতে সূর্য্যকিরণ নাতিতীক্ষ্ণ বায়ু মৃদুমন্দ এবং জল সাতিশয় শীতল থাকে। এই ঋতুরাজের প্রভাবে জগতের স্থাবর জঙ্গমপদার্থ সমূহ সরস ও একান্ত রম্যভাব ধারণ করে। তখন বারণগণের দেহে রস বর্দ্ধিত ও শ্লেষ্ম প্রকুপিত হয়। এতাদৃশ অবস্থাতে শু অধোলিখিত কারণে বারণগণের ধাতু বা শারীরিক উপাদানের সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে। বারণগণ শীতের জড়তামুক্ত হইয়া যথেচ্ছ ভাবে ধূলি ক্রীড়া এবং জলপান ও আহরণে প্রবৃত্ত হয়, ভূভাগ হরিৎতৃণলতাবৃত দর্শন করিয়া মনে অত্যন্ত হর্ষের আবির্ভাব হয়, সরস তরুলতা তৃণ গুল্মাদিভোজন, ভ্রমর কোকিল প্রভৃতির মধুর ধ্বনি শ্রবণ নাতি শীতোষ্ণ মৃদুমন্দ বায়ু সেবন প্রভৃতি দ্বারা মনঃপ্রসাদ বর্দ্ধিত হয় এবং তাহার ফলেই ধাতুসাম্য রক্ষিত হইয়া থাকে। এই বসন্ত ঋতুতে যব গম বুট (ছোলা) শালিধান্যের অন্ন অর্দ্ধপরিমিত ঘাস 'মেদক' সুরা প্রতিপান, বনপ্রান্তে ভ্রমণ পাংশুক্রীড়া প্রভৃতি

একান্ত হিতকর। কমল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজ কুসুম ভূষিত ভূভাগে অবস্থান মাতঙ্গগণের মানসিক শান্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এই ঋতুতে নিরন্তর গুরুভার বহন ও দূর পথ গমন বারণগণের হিতকর নহে।

গ্রীষ্ম ঋতুতে ভগবান সবিতা মধ্যম গগণে আরোহণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণকর সমগ্র জগতের রসভাগ শোষণ করিতে থাকে। জগৎ প্রাণ বায়ু তীব্র রুক্ষ কর্কশ ও শোষণশীল হইয়া কি ভীষণ সংহার মূর্ত্তিই না ধারণ করে। এইকালে স্বভাবতঃই 'কটু' রস বর্দ্ধিত হয় এবং সকল প্রাণীরই ধাতুশোষ ও দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়। গ্রীষ্মে স্বভাবতঃই তৃষ্ণা প্রবল, বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সৌম্যাত্মক ও শীতে অভ্যস্ত বারণগণের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে বক্তব্য। গ্রীষ্মকালে বারণগণের বিশেষরূপে পিত্ত বর্দ্ধিত হয়, এই নিমিত্ত উহাদিগের দুর্ব্বলতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে দাহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে উহাদিগের শ্লেষ্ম ও মেদঃক্ষয় প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় এবং গ্রীষ্মের প্রাবল্যে রক্ত ও পিত্তের আধিক্য উপস্থিত হয়। এই ভীষণকালে প্রশস্ত জলাশয়ের সন্নিহিত ভূমিই বারণগণের বাসোপযোগী। প্রভূত ছায়া সেবন প্রচুর জলপান দিবসে দুই তিনবার সুশীতল স্বচ্ছজলে অবগাহন গ্রীষ্মকালে বারণগণের জীবন রক্ষণের প্রধান সহায়। পূর্ব্বাহ্নে অপরাহ্নে বিশেষরূপে মধ্যাহ্নে বারণগণের সর্ব্বাঙ্গে শীতল কর্দ্দম লেপন করিতে দিলে উহাদিগের চর্ম্মের দাহ বিনষ্ট হয় গ্রীষ্মের প্রাবল্য দেখিলে মধ্যাহ্নকালে বংশদণ্ডে লম্বমান জলকুম্ভ হইতে শ্রুত জলধারা দান বিধেয়। ইহাই দিবাভাগে পরিচর্য্যার প্রকার, রাত্রিতে ধূলি ও জলাসক্ত শীতল শয্যা প্রশস্ত। মধ্যে মধ্যে শতধৌত ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে বিশেষরূপে মস্তকে মর্দ্দন একান্ত হিতকর; তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ প্রসন্ন ও নেত্রদ্বয় ক্লিন্ন হইয়া থাকে। এই ঋতুতে জলজ ঘাস হরিত (কাঁচা) তৃণ ও ক্ষীরী বৃক্ষের (বট অশ্বত্থ যজ্ঞডুমুর পাকুড় গাছের) পল্লব উত্তম আহার। ঘৃত ও গুড় মিশ্রিত 'কুল্মাষ মোদক' উৎকৃষ্ট প্রাতরাশ। রাত্রিতে জাঙ্গল-মাংসরস মিশ্রিত কিংবা দুগ্ধ ও ঘৃত মিশ্রিত রক্তবর্ণ শালিধান্যের শীতল অন্ন ভোজনার্থ প্রদান করিবে। গ্রীষ্মকালে কেবল দুগ্ধাপনও বারণগণের পক্ষে প্রশস্ত। গুড়যুক্ত জল মিশ্রিত অনুগ্র সুরা গ্রীষ্মকালে উত্তম প্রতিপান। এই ঋতুতে দিবা অপেক্ষা রাত্রি অল্পতর এই নিমিত্ত প্রদোষেই বারণগণের শয়নের বিধান করা কর্ত্তব্য। স্বভাবতঃ উগ্র গ্রীষ্ম ঋতুতে কটু অম্লরসযুক্ত রুক্ষবীর্য্য কিংবা বিদাহী আহার দ্রব্য অথবা ঔষধ

দ্রব্য অপ্রশস্ত। গুরুভার বহন কিংবা দূর পথ গমন এই ঋতুতে সর্ব্বতোভাবে অপ্রশস্ত। পক্ষান্তরে বলকর ও মনঃপ্রসাদজনক আহার ও ব্যবহার এই ঋতুতে প্রশস্ত। যে সকল বারণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় তাহাদিগকে মধু ও ফাণিত মিশ্রিত পান ভোজন প্রদান করিলে সবিশেষ উপকার দর্শে।

বর্ষাকালে গ্রীষ্ম তাপ-সন্তপ্তা ধরণী সজল জলদ জাল বিমুক্ত অবিচ্ছিন্ন সলিল-ধারা সিক্ত হইয়া আর্দ্র ভাবাপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে তরুলতা ও ওষধি সমূহ বিরস হয়। এই ঋতুতে স্বভাবতঃ অম্লরস বর্দ্ধিত এবং পিত্ত উপচিত হইয়া থাকে। তখন তৃণাদি ভক্ষ্য ও পানীয় জলের বিরসভাব এবং অম্লরস বর্দ্ধিত হয় এই নিমিত্ত বারণগণের জঠরানল মন্দীভূত হইতে থাকে। জাঠরানলের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই বাতাদি প্রকুপিত হয়। এই ঋতুতে বারণগণের নদীজলে অবগাহন, জলজ তৃণাদি ভোজন, ব্যায়াম ও আতপ সেবা প্রশস্ত নহে; কূপ ও প্রস্রবণের জল পান এই ঋতুতে প্রশস্ত। ফাণিত মিশ্রিত যব গোধূম ও শালিধান্যের অন্ন এবং সংস্কৃত জাঙ্গল মাংসরস ও যূষ ভোজন ও পান বিধেয়। ফলতঃ বর্ষাকালে বিশেষতঃ যে সকল মেঘাচ্ছন্ন দিনে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে সেইরূপ দিনে পানাহার সাধারণতঃ অগ্নি বর্দ্ধক হওয়া আবশ্যক। পরিমিত অম্ল লবণ ও ঘৃত মিশ্রিত অন্ন ভোজনে বারণগণের বাত প্রকোপ প্রশমিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে স্থলজ ঘাস বারণগণের উত্তম ভোজ্য এবং অনার্দ্র স্থানে বাস হিতকর। এই ঋতুতে থানে ধূম প্রদান আবশ্যক, তাহাতে ডাঁশ প্রভৃতি কীট পতঙ্গ থানে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না এবং বারণগণ নিরুপদ্রবে স্বস্থচিত্তে বাস করিতে সুযোগ পায়। ত্রিকটু তৈল ও গুড় মিশ্রিত 'প্রসন্না' নামক সুরা প্রতিপান স্বরূপ বর্ষাকালে প্রতিদিন প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই ঋতুতে গিরি উপত্যকা প্রভৃতি স্থল ভাগে বিচরণ বারণগণের পক্ষে হিতকর। বর্ষাকালে ও গ্রীষ্ম ঋতুর ন্যায় সূর্য্যোদয়ের পরেই অবগাহন বিধেয়। বর্ষাকালে বাতাদি বিকার শান্তি ও বলস্থৈর্য্যের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে বস্তিপ্রয়োগ (পচ্কারী ব্যবহার) মাতঙ্গগণের একান্ত হিতকর এবং বিষাক্ত কীটাদি বিশোধনার্থ রাত্রিকালে থানে প্রদীপ স্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য।

শরৎ ঋতুতে এক দিকে যেমন মেঘ-বিনির্ম্মুক্ত রবির তীক্ষ্ণ কিরণরাজি-প্রভাবে ওষধি সমূহ ও ফলযুক্ত তরুলতা সকল পরিপক্ক এবং ভূ-ভাগ পরিশুষ্ক হইতে থাকে অপর দিকে তেমন ভগবান শীতাংশুর সুশীতল শুভ্র অংশুজালদ্বারা

জগত্ আপ্যায়িত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত শরৎকালে লবণরস বর্দ্ধিত, বায়ু প্রশমিত ও পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। এই ঋতুতে বারণগণকে গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত যব গম ও শালিধান্যের অন্ন ভোজনার্থ প্রদান করিবে; কারণ উহা মাতঙ্গগণের পিত্ত প্রকোপে হিতকর। শশক ও হরিণের মাংসরস পানদ্বারা ও বারণগণের পিত্ত প্রকোপ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঋতুতে বারণগণের স্নেহনার্থ মাংস রস ও দুগ্ধ উভয়ই (পৃথক্ পৃথক্) ব্যবস্থেয়।

শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুই শস্যকাল; সুতরাং তৎপূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋতুতে যথাবিধি স্নেহ পানের পরে শস্য ভোজন বারণগণের পক্ষে হিতকর। যেটে ধান্য, ব্রীহি শালি কঙ্গু (কামিনী ধান্য) প্রভৃতির ফল যত দিন আর্দ্র (অশুষ্ক) থাকে ততদিন বারণগণের পুষ্টিকর হইয়া থাকে। কুসুমিত ও ফলিত মাষ মুগ প্রভৃতি রবিশস্যের ফল যতদিন না কঠিন হয় ততদিন পর্য্যন্ত ভোজন করিলে মাতঙ্গগণের হিতকর হইয়া থাকে। গম ও যব পক্ক ও শুষ্ক অবস্থাতেই সুপথ্য। উক্ত দ্বিবিধ শস্য পুষ্পিত অবস্থায় ভক্ষণ করিলে মাতঙ্গগণের রক্ত বৃদ্ধি এবং ফলিত অবস্থায় ভক্ষণ করিলে মাংস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অনূপজ ও জলজ প্রাণীর মাংস বসা ঘৃত মাহিষ দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি ভোজন এবং ঈষদুষ্ণ তৈল মর্দ্দনাদি বৎসরের মধ্যে অনেক সময়েই প্রশস্ত। বর্ষার অবসানে প্রতিপানার্থ সুরার পরিবর্ত্তে শর্করা এবং লবণের পরিবর্ত্তে সৈন্ধব প্রদান করা বিধেয়। শরৎ ঋতুতে বারণগণকে গ্রীষ্মকালের ন্যায় অবগাহন করাইবে। শরৎকালে অগস্ত্যোদয়ে হ্রদ সরোবর নদী প্রভৃতি জলাশয়ের জল নির্ম্মল ও হিমাংশুর সুশীতল অংশুজালে আপ্যায়িত সুতরাং অমৃতবৎ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত উহাতে স্নান এবং উহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পান বারণ-গণের পক্ষে হিতকর। বিশেষজ্ঞ হস্তি পালকগণ, শরৎকালে পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে দিবসে দুইবার করিয়া প্রকৃতিরম্য অরণ্যস্থলীতে মাতঙ্গগণকে চরাইতে উপদেশ করিয়াছেন; কারণ শরৎ ঋতুর গুণে বিচিত্র ও সুস্বাদু তৃণ ভোজন ও সলিলপানে বারণগণ হৃষ্টচিত্ত ও সুখী হইয়া থাকে। এইরূপ যথাবিধি পরিচর্য্যাদ্বারা বারণগণ স্বস্থ ও হৃষ্ট-পুষ্ট হইলে যথাসময়ে তাহাদিগের দন্তকল্পনা ও নীরাজন প্রভৃতি সম্পাদন করিবে; বিশেষতঃ মাতঙ্গপ্রভু বিজয়ী নরপতির যাত্রাকালে তাহাকে সুসজ্জিত করিবে।

অতঃপর মহর্ষি পালকাপ্য, সুস্থদেহ বারণগণের আহার বিহার শয়ন উত্থান ও অবগাহন প্রভৃতি অপরিহার্য্য কার্য্য সমূহের কাল ও পর্য্যায় যথাযথ ভাবে বর্ণনা

করিয়াছেন। বারণগণ যখন পথে গমন করিতে থাকে তখন যাইতে যাইতে পাংশু গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষেপ করে। কখন ও বা কর্দ্দম গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্বীয় অঙ্গ লিপ্ত করিতে থাকে। সুতরাং উহাদিগকে পরিষ্কৃত রাখিবার জন্যই মাতঙ্গের নিজ কর্ণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প জলে অবতারণ পূর্ব্বক অবগাহন করাইবে। অনন্তর জলহইতে উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার মস্তকে মেরুদণ্ডে ও সম্ভব হইলে পদ্মতলে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করিয়া পুনরায় তাহার মস্তকে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিবে। কেহ বলেন তৈল মর্দ্দনের পরে আবার তাহাদিগকে অবগাহন করাইবে। ফলতঃ অভ্যাসানুরূপ অনুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে হিতকর। স্নানের পরে কিয়ৎকাল রৌদ্রে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে 'থানে' আনয়ন করিবে। মদমত্ত মাতঙ্গের পক্ষে সকল ঋতুতে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরে স্নান বিধেয়। গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই স্নান সকল মাতঙ্গের পক্ষে হিতকর এবং মধ্যাহ্নে থানে রাখিয়াই উদ্ধৃত জলপান করিতে দিবে। বর্ষাকালে বারণগণের সূর্য্যোদয়ের পরে এবং সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দিবসে তুইবার স্নান হিতকর। ঋতু সন্ধিতে মৃত্তিকা ভক্ষণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এই ঋতুতে বারণগণকে গো-মূত্র পান ও শুণ্ডে শঙ্কু (খিল বা বাঁশ) বন্ধন দ্বারা মৃত্তিকা ভক্ষণ নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেইরূপ বর্ষাকালেও বারণগণকে মৃত্তিকা ভক্ষণ হইতে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অনন্তর হেমন্ত ঋতু চর্য্যা কথিত হইতেছে—এই ঋতুতে ভগবান সবিতারতেজঃ ক্রমে ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এইকালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে এবং অপরাহ্ন এক প্রহর বেলা থাকিতে মাতঙ্গগণকে অবগাহন করাইবে। বারণগণ অভ্যাস বশতঃই পথে ধূলি ও কর্দ্দম গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়া থাকে সুতরাং তাহাদিগকে জলে অবতারণ পূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিবে বটে কিন্তু অধিককাল উহাদিগকে জলে রাখিবে না।

শীত ঋতুতে শীতের অত্যন্ত প্রকোপ দেখিলে মাতঙ্গগণের সর্ব্বাঙ্গে গিরিমাটি মিশ্রিত তৈল মর্দ্দন করিবে ও তিন দিবস পরে পরে তাহাদিগকে অবগাহন স্নান করাইবে। তাদৃশ গৈরিক মিশ্রিত তৈল সেকের ফলে মাতঙ্গগণের দেহকান্তি প্রসন্ন শীত নিবৃত্তি, ব্রণ থাকিলে তাহা শুষ্ক এবং উহাদিগের রোম কূপস্থ কীট ও কণ্ডু (চুলকানি) বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে নরনাথ, ইহাই বারণগণের সকল ঋতুতে নির্ব্বাণ বা অবগাহন বিধি বর্ণিত হইল, অনন্তর স্নান ও পানার্থ জলের

দোষ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন—অধোলিখিত জল কদাপি বারণগণের স্নান ও পানার্থ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

যে জল পিচ্ছিল, কৃমি শৈবাল (শেওলা) পত্র পঙ্ক ও মলদূষিত, যে জল বিবর্ণ বিরস মৎস্য গন্ধযুক্ত চর্ম্মগন্ধযুক্ত কিংবা দুর্গন্ধ যুক্ত, যে জলের মধ্যদিয়া শকট প্রভৃতি যান যাতায়ত করে এবং যে জলে কৃমি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট লক্ষিত হয়, তাহা পান করিতে দিলে মাতঙ্গগণের উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। পক্ষান্তরে কূপজল, তরমুজ ঘর্ষণতরু প্রভৃতি উদ্ভিজ্জজাত জল এবং প্রশস্ত হ্রদ সরোবরাদির জল সকল অবস্থাতে-ই বারণগণের সুপেয়; এতাদৃশ জল কদাপি বারণগণের রোগ উৎপাদন করে না। যে অল্প মাত্র বা আবদ্ধ জলে ভূচর ও বৃক্ষচর প্রাণিগণের, মৃত সর্পের কিংবা নানাবিধ তরুলতার অঙ্গ প্রক্ষালিত হয় তাহা কদাপি বারণগণকে পান করিতে দিবে না। কটুরসযুক্ত জল পানে বারণগণের বাও প্রকোপ জন্মে এবং অত্যন্ত মধুর রসযুক্ত জল পানে বারণগণের শ্লেষ্ম বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ দূষিত জল পানেও বারণগণের পিত্ত ও অম্ল বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং তাদৃশ নিষিদ্ধ জল যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। কষায় ও লবণ রসযুক্ত জল মাতঙ্গগণের হিতকর। নির্দ্দোষ জলের একান্ত অভাবে অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিলে মাতঙ্গগণকে নিন্দিত জল ই পান করিতে দিবে; কারণ জল পান করিতে না দিলে বলিষ্ঠদেহ বারণগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত অথবা মোহপ্রাপ্ত হইতে পারে। এই নিমিত্ত সকল অবস্থাতেই বারণগণের পানীয় নিবারণ করিবে না।

হে অঙ্গেশ্বর, বারণগণের অবগাহনবিধি ও জলদোষ বর্ণিত হইল অতঃপর উহাদিগের শয়ন উত্থান ও আহারাদির বিধি কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন—গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রদোষ বা রাত্রি চারিদণ্ড অতীত হইলেই পান ভোজনান্তে বারণগণকে শয়ন করিতে দিবে এবং গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে ছয়দণ্ড অতীত হইলে শয়ন বিধেয়। কিন্তু সকল কালেই শয়ন কালে কিয়ত পরিমাণ ঘাস তাহার সম্মুখে রাখা আবশ্যক। সকল ঋতুতেই প্রত্যুষকালে নাগকে শয়নস্থান হইতে 'থানে' পুনরায়ন করিবে। ফলতঃ দিবা ভাগের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বিচার পূর্ব্বক বিজ্ঞ পরিচারকগণ, বারণগণের শয়ন উত্থান ও আহারাদির কাল-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন। নির্দ্ধারিত শয়ন কাল এরূপ হওয়া আবশ্যক যে মাতঙ্গগণ যেন উভয় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিতে অবসর প্রাপ্ত হয়।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তরস্থানে পঞ্চদশঅধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

কার্য্যাকার্য্য বিধি।

একদা চম্পেশ্বর রোমপাদ নরপতি মহর্ষি পালকাপ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ভগবন, বারণগণের পালন সম্বন্ধে কি কি কর্ত্তব্য এবং কি কি অকর্ত্তব্য তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্তকরুন। কি নিমিত্ত আহারের পরে পরেই মাতঙ্গগণকে জলপান করিতে দেওয়া উচিত নহে? মদোন্মুখ কিংবা মদমত্ত মাতঙ্গকে কিহেতু বিরেচন কিংবা স্নেহ প্রদান নিষিদ্ধ? কি নিমিত্তই বা বারণগণের মুখে ও পৃষ্ঠে যুগপৎ স্নেহ প্রয়োগ নিষিদ্ধ? কি নিমিত্ত আহারান্তে আজ্য স্নেহবস্তি প্রয়োগ বিধেয়? কি নিমিত্তই বা আহারান্তে নিরূহবস্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ? কি নিমিত্ত শূন্যকোষ্ঠ মাতঙ্গের পক্ষে স্নেহবস্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ? কি কারণেই বা বারণগণের জলপানের পরে অন্ন ভোজন বিধেয়? কি নিমিত্ত রোগগ্রস্ত ও নীরোগ মাতঙ্গকে একযোগে বিচরণ করিতে কিংবা কর্ম্ম করিতে দিবে না? কি নিমিত্ত মাতঙ্গ চিকিৎসক দ্বারা মনুষ্যের এবং মনুষ্য চিকিৎসকদ্বারা মাতঙ্গের চিকিৎসা নিষিদ্ধ? কি কারণে বার্দ্ধক্যাদি বশতঃ দন্ত পতনের পরে বারণগণকে মেদক ভক্ষণ করিতে দিবে না? কি নিমিত্তই বা যথাযোগ প্রতিপান প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য? কি কারণে হস্তিশালায় নখ লোম প্রভৃতি কর্ত্তন করিবে না? কি নিমিত্ত নীরাজনের পরে বারণগণকে স্নান করিতে দিবে না? কি কারণেই বা বারণগণের দিবা নিদ্রা প্রশংসনীয় নহে? হে মাতঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ঋষিপ্রবর, মাতঙ্গগণের প্রতিপানের, ঔষধ প্রয়োগের, স্নানের এবং অন্ন ও তৃণাদি ভোজনের প্রশস্তকাল প্রভৃতি অবান্তর জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদয় বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুণ। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য, হেতু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বারণগণের প্রতিপালন বিষয়ে কার্য্যাকার্য্য বিধি সমুদয় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সস্নেহে অঙ্গপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন নরনাথ, শ্রবণ করুন-যদি পরিচারক মাতঙ্গগণের আহারের পরে তাহাদিগকে জল পান করিতে দেয় তাহা হইলে তাহার ভুক্ত অন্নাদি স্বাভাবিক রূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না এবং তাদৃশ মাতঙ্গকে গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে 'উত্তরোদক' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। এই নিমিত্তই আহারের পরে মাতঙ্গগণের জলপান একান্ত নিষিদ্ধ। শীতে আজন্ম অভ্যস্ত প্রবল জঠরানলসম্পন্ন মাতঙ্গগণ অজস্র ভোজন করিতে থাকে, এই

নিমিত্ত আহারান্তে স্নেহপান করিতে দিলে পীত স্নেহ সম্যক্‌রূপে পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া বরং বিকৃত হইয়া থাকে, এই কারণে আহারান্তে স্নেহ পান কর্ত্তব্য নহে। সেইরূপ আহার গ্রহণ কিংবা পানীয় পানের পর নস্য প্রয়োগ করিলে পীত সলিলাদি বিকৃত হইয়া মাতঙ্গগণের মূর্চ্ছা অতীসার অরুচি কিংবা ব্যাপদ্ প্রভৃতি ভীষণ রোগ উৎপাদন করিতে পারে, এই নিমিত্ত পান ভোজনের পরে কদাপি নস্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে, অভুক্ত অবস্থাতেই নস্য কর্ম্ম বিধেয়।

হে অঙ্গনাথ, বারণগণের নস্য কর্ম্মের বিধি নিষেধ সকল সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে এইক্ষণে বিরেচনের বিষয় কথিত হইতেছে শ্রবণ করুন—সুদীর্ঘ পথ গমনে কিংবা কঠোর পরিশ্রমাদির ফলে বারণগণের অঙ্গসন্ধি সমূহ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত যে সকল মাতঙ্গকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহাদিগের বিরেচন প্রয়োগ নিষিদ্ধ; কারণ তেজঃ পদার্থ সমূহের সমবায়ে বারণগণের মদের আবির্ভাব হইতে পারে। যেমন জলদগ্নিদ্বারা গৃহ দগ্ধ হইতে থাকিলে তাহাতে ঘৃত সেক নির্ব্বাপণের কারণ না হইয়া বরং দাহেরই হেতু হইয়া থাকে সেইরূপ মদমত্ত মাতঙ্গের পক্ষে বিরেচন কিংবা স্নেহ প্রয়োগ বিকার বৃদ্ধির হেতু হইয়া থাকে। হে মহীবল্লভ, এই নিমিত্তই মদ-মত্ত বারণগণের স্নেহ প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ মদ-মত্ত মাতঙ্গের দেহে তৈল মর্দ্দন করিলে উহাদিগের ভীষণ মূর্চ্ছা শিরস্তাপ দৃষ্টিব্যাঘাত প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। সেইরূপ যুগপৎ তৈলাদি স্নেহ পান ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ ও বারণগণের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ; কারণ তাহাতে আনাহ (পেটফাপা) অতীসার ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। হে নরনাথ, মাতঙ্গগণের অভুক্ত অবস্থায় নিরূহ বস্তি এবং ভোজনের পরে 'অনুবাসন' বস্তি প্রয়োগের সফলতা বিষয় বস্তিসিদ্ধি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

হে নরেশ্বর, সূর্য্যাস্তের বা মাতঙ্গের শয়ন স্থানে গমনের পর তাহার মল গৃহ হইতে অপসারিত করিবে না, তাহাতে রাক্ষসগণ ও দুষ্ট গ্রহগণ উক্ত শয়নাগার পরিত্যাগ করিয়া থাকে, শত্রু প্রযুক্ত অভিচার সফল হয় না, মাতঙ্গগণের মন প্রসন্ন থাকে; ব্যাধি প্রশমিত হয়। কিন্তু বারণগণের গাত্রোত্থানের পরে গৃহ মার্জ্জনা একান্ত আবশ্যক। রুগ্নই হউক বা নীরোগই হউক মাতঙ্গগণকে শয়ন স্থান হইতে অন্যস্থানে নিবে, কদাপি একস্থানে রাখিবে না। বিশেষতঃ রুগ্ন মাতঙ্গকে দল হইতে পৃথক্ রাখা একান্ত আবশ্যক।

হে নরনাথ, যেমন মাতঙ্গ-চিকিৎসককে নর-চিকিৎসার ভার প্রদান অবৈধ,

তেমনি নর-চিকিৎসকের হস্তে মাতঙ্গগণের চিকিৎসার ভার প্রদান করা ও অকর্ত্তব্য। কারণ মানবগণ অন্ন ভোজনে অভ্যস্ত এবং বারণগণ তৃণ ভোজনে নিরত। সুতরাং চিকিৎস্যদিগের প্রকৃতি অভ্যাস ও মাত্রা বিষয়ে অত্যন্ত বৈষম্য এবং উভয়ের চিকিসা শাস্ত্র ও পৃথক্ বিধায় মানবগণের চিকিৎসক দ্বারা মাতঙ্গের চকিৎসা এবং বারণগণের চিকিৎসক দ্বারা মানবের চিকিৎসা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

সৌবীরক ও সুরার অলাভে মাতঙ্গগণকে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দুগ্ধ পান প্রাতঃকালেই প্রদান করিবে। জল পানের পরে মাতঙ্গগণ দুগ্ধ পান করিলে উহাদিগের শ্লেষ্ম কুপিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের পীড়া, অরুচি, আহারে অজীর্ণ, কোষ্ঠে কৃমিসঞ্চয় ও মৃত্তিকা ভক্ষণে প্রবৃত্তি প্রভৃতি হইতে দেখা যায়।

হে নরেশ্বর, যে হেতু মাতঙ্গগণ, ঐরাবতাদি দিব্যদেহ মাতঙ্গগণের বংশধর এই নিমিত্ত অশুচি অবস্থায় মাতঙ্গগণকে বা তাহাদের উপকরণ স্পর্শ কিংবা তাহাতে আরোহণ করা অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি স্বয়ং শুচি হইয়া বারণগণের উপকরণাদি স্পর্শ করে কিংবা মাতঙ্গে আরোহণ করে, সে সুখ ঐশ্বর্য্য ও পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই হস্তিশালায় ক্ষৌরকর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ; কারণ তাহাতে বারণগণের অজীর্ণাদি নানাবিধ পীড়াও জন্মিতে পারে। বৎসরের মধ্যে ৬ মাস কাল দিবাভাগ হইতে রাত্রি দীর্ঘতর থাকে এবং অপর ছয়মাস রাত্রিভাগ হইতে দিবা দীর্ঘতর হয়। এই প্রকার প্রাকৃতিকক্ষয় বৃদ্ধি বিচারপূর্ব্বক মাতঙ্গগণের শয়ন কাল নির্দ্ধারণ করিবে। দিবানিদ্রা দৈহিক উপাদান শ্লেষ্মাদি বিকৃত করে এই নিমিত্ত বারণগণের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ।

মাতঙ্গ প্রভু নরপতিগণ বারণগণের মঙ্গলার্থ মধ্যে মধ্যে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করাইবেন। শিশু বৃদ্ধ ও রুগ্ন মাতঙ্গের পক্ষে তাহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। নৃপতি স্বয়ং তাহাদিগের পরিচর্য্যা পর্য্যবেক্ষণ এবং সর্ব্বদা তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন। মাতঙ্গগণ সযত্নে প্রতিপালিত হইলে নরপতিগণের বিজয়লক্ষ্মী লাভের হেতু হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীমহর্ষিপাল কাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে ষোড়শ অধ্যায়।

———:)•(:———

সপ্তদশ অধ্যায়।

অন্নপান—গুণাধিকার।

একদা দেবরাজ ইন্দ্রসদৃশ অমিত-প্রভাবশালী অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি, সুখোপবিষ্ট বেদবিদ্যা বিশারদ ঋষিপ্রবর পালকাপ্যকে প্রদক্ষিণ ও প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, কি কি দ্রব্য ভোজনে এবং পানে বারণগণের কি কি উপকার দর্শে তাহা সবিস্তর বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষিপালকাপ্য বলিতে লাগিলেন মহারাজ, শ্রবণ করুন—আমি আপনার নিকটে বিভিন্ন ঋতুতে তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি। হে অঙ্গনাথ, পরিমিত লবণ মাতঙ্গগণের আহার্য্য অন্ন পরিপাকে সাহায্য করে। জল উহা তরল করে। দধি প্রীতিকর ও জীবনী শক্তিবর্দ্ধক। দুগ্ধ জীবনী শক্তিবর্দ্ধক মাংসবর্দ্ধক ও বৃংহণ। ঘৃত স্নিগ্ধকারক এবং মধু দৈহিক উপাদান শোধক। কৃতসংস্কার দুগ্ধ উদ্দীপনা কারক। তৈল বাত নাশক। মেদক, ধাতু ও জীবনী শক্তিবর্দ্ধক। বসা, জীবনীশক্তি বর্দ্ধন-করে এবং মেদঃ বৃংহণ। সুরা জাঠরানলবর্দ্ধক ও ক্লান্তি নিবারক। বিভিন্ন ঋতু বিহিত হরিদবর্ণ (অপক্ব ও অশুষ্ক) ঘাস ভক্ষণে বারণগণের বল ও তেজঃ বর্দ্ধিত হয়। এই গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন ঋতু বিহিত আহার গ্রহণ বারণগণের বল ও ধাতু পুষ্টিকর। হে অঙ্গেশ্বর; ইহাই মাতঙ্গগণের পান ভোজনের গুণ বর্ণিত হইল। অভিজ্ঞ পরিচারক ও চিকিৎসকগণ, কাল বয়ঃক্রম, প্রমাণ পাকাশয়ের বলাবল ও স্থান (উষ্ণ শীতল ইত্যাদি) বিচারপূর্ব্বক মাতঙ্গগণের আহার ও চিকিৎসার বিধান করিবেন। ঋষিপ্রবর পালকাপ্য অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে এতৎ সমুদয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তরস্থানে সপ্তদশ অধ্যায়।

——(•)——

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সৌবীরক পান—বিধি।

একদা অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদ, মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, আপনি যে 'সৌবীরকের' উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কি প্রকার এবং কি প্রকারেই বা তাহা প্রস্তুত করা যায়? অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—চিকিৎসক পূতদেহে সমাহিত চিত্তে দেবগণের পূজাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া পুরাতন ঘৃত পাত্রে—৬৪ চতুঃষষ্টি আঢ়ক জলে—

১।	বচ	৪½
২।	বিড়ঙ্গ	৪½
৩।	পিপ্পলী	৪½
৪।	মুগ	৪½
৫।	গোল মরিচ	৪½
৬।	আদা	৪½
৭।	মধুরসা (দ্রাক্ষা)	৪½
৮।	পিপ্পলী মূল	৪½
৯।	হরিদ্রা	৪½
১০।	দারু হরিদ্রা	৪॥
১১।	কুড়	৪॥
১২।	মঞ্জিষ্ঠা	৪॥
১৩।	কটুকী	৪॥
১৪।	যষ্টিমধু	৪॥
১৫।	লোধ	৪॥
১৬।	ভল্লাতক (ভেলা গোটা)	৫০টী
১৭।	হরিতকী	১০০টী
১৮।	শাল ছাল	১০ পল
১৯।	জাম গাছের ছাল	১০ „
২০।	পলাশ গাছের ছাল	১০ পল
২১।	অশ্বত্থ গাছের ছাল	১০ „
২২।	বর্ণ্যা গাছের ছাল	১০ „
২৩।	করঞ্জ গাছের ছাল	১০ „
২৪।	মুহুয়া গাছের ছাল	১০ „
২৫।	সর্জ্জ (পাত সাল) ছাল	১০ „
২৬।	কুটজ ছাল	১০ „
২৭।	খদির (খয়েরকাষ্ঠ) ছাল	১০ „
২৮।	অশ্বকর্ণ গাছের ছাল	১০ „
২৯।	যবস ছাল	১০ „
৩০।	আম্রাতক (পলাশিকা) ছাল	১০ „
৩১।	বহেড়া গাছের ছাল	১০ „
৩২।	নিম গাছের ছাল	১০ „
৩৩।	কৃতমাল (সোনাল) ছাল	১০ „
৩৪	গুড়ূচী	
৩৫।	কোবিদার গাছের ছাল	১০ „
৩৬।	ছাতিয়ান গাছের ছাল	১০ „
৩৭।	যজ্ঞডুমুর গাছের ছাল	১০ „
৩৮।	মুষ্কক (ঘণ্টাপারুল) গাছের ছাল	১০ „

উল্লিখিত আটত্রিশ প্রকার দ্রব্য একযোগে একমাস কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছাকিয়া লইবে। ইহাকে সৌবীরক বলে। মাত্রা অর্দ্ধাঢ়ক হইতে এক দ্রোণ (/৪ সের হইতে /৮ পর্য্যন্ত)। প্রতিদিন প্রাতঃকালে পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বারণগণকে পান করিতে দিবে। তদ্ভিন্ন অন্ন ভোজনের পরেও ইহা পান করিতে দিতে পারা যায়। বারণগণের ক্রমিকোষ্ঠে, বাতগুল্মে, মন্দাগ্নিতে, অন্তরায়ামস্কন্ধ রোগে এবং কফজ সকল প্রকার রোগে এই সৌবীরক পান একান্ত হিতকর। ইহা পানে মাতঙ্গগণের ব্যাধি প্রশমিত বল ও ধাতু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সুরা প্রতিপান—বিধি।

একদা অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি স্বীয় সুরম্য চম্পানগরে উপস্থিত মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, যুদ্ধাদি পরিশ্রমকর কার্য্যকালে কেন মাতঙ্গগণকে সুরাপান করিতে দিতে হয়? শ্রমকর কার্য্যের পরেই বা কি নিমিত্ত সুরাপান মাতঙ্গগণের পক্ষে প্রশস্ত। শিশু, বৃদ্ধ ও মত্ত মাতঙ্গগণের পক্ষে সুরাপান আবশ্যক কেন? সুরার মাত্রা কত? কি কি নাম ও গুণ? ষড়ঙ্গ প্রতিপান কি প্রকার এবং কি নিমিত্তই বা প্রদত্ত হইয়া থাকে? এতৎ সমুদয় যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন হে অঙ্গনাথ, শ্রবণ করুন—নানাপ্রকার বহু ঔষধের সমাবেশে সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা যথাযথ ভাবে পাক করা হয় বলিয়া ইহাতে একটি স্বাদ জন্মে। দীর্ঘকাল সুরক্ষিত হইলে ইহার বিশেষ গুণও জন্মিয়া থাকে। যে সকল সুরা তীক্ষ্ণবীর্য্য তাহা মধুসহ মিশ্রিত করিয়া কঠোর পরিশ্রমের পরে মাতঙ্গগণকে পান করিতে দিবে। দূরপথ গমন জনিত ক্লান্ত মাতঙ্গগণকে গুড় বা জল মিশ্রিত সুরা পান করিতে দিবে। মধু ও মদের সিটাযুক্ত সুরা বারণগণের কোষ্ঠ নির্ব্বাপণে হিতকর; তাদৃশ

সুরাপানে কোষ্ঠশুদ্ধি, রক্তের প্রসন্নতা, আমতন্দ্রা পিপাসা প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গ একরাত্রি বিশ্রাম করিবার পরে পরদিবস প্রাতঃকালে তাহাকে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করাইবে। এবং ভ্রমণের পুরে বিশ্রাম করিলে পর তাহাকে অধোলিখিত 'ষড়ঙ্গ প্রতিপান' প্রদান করা বিধেয়।

ষড়ঙ্গ প্রতিপান।

১। পিপ্পলী চূর্ণ	৪। তৈল
২। শুঁঠ চূর্ণ	৫। গুড়
৩। মধু	৬। সুরা

এই ছয় প্রকার দ্রব্য একযোগে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিলে বারণগণের বল ও বর্ণ প্রসন্ন হয়, দেহশোণিত বর্দ্ধিত হয় এবং সুদূর পথ গমন-জনিত কঠোর পরিশ্রমের ফলে যে বাতাদি দৈহিক উপাদানের কিঞ্চিৎ বিকৃতি ঘটে তাহা প্রশমিত হয়। এই নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রম বশতঃ ক্লান্ত মাতঙ্গের বিশ্রামের পরে 'ষড়ঙ্গ প্রতিপান' পান বিধেয়। গুণযুক্ত তীক্ষ্ণবীর্য্য তৈলবিহীন মদ্যপান করাইয়া বারণগণকে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করাইলেও উহাদিগের তৃষ্ণা মূর্চ্ছা প্রভৃতি ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত করিশাবককে প্রাতঃকালে গো-দুগ্ধ ও নবনীত পান করিতে দিবে। তাদৃশ করি শিশুর সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মর্দ্দন, ঘৃত মিশ্রিত অন্ন ভোজন, প্রতিদিন 'উৎকারিকা' শালুক পদ্ম-মৃণাল ইক্ষু প্রভৃতি যথালাভ মধুর রসযুক্ত দ্রব্য আহার করিতে দিবে। ইহাতে উহাদিগের দেহ মাংসল হয়। যে সকল মাতঙ্গ স্থূলদেহ ও মৃদুমাংস তাহাদিগের দেহ বিক্ষুব্ধ হইলে কখনও 'মেদক' ভক্ষণ করিতে দিবে না; তাদৃশ অবস্থায় নিপুণ চিকিৎসকগণ তৈল মিশ্রিত জলপান এবং সম্পূর্ণ বিশ্রামই হিতকর মনে করেন। প্রয়োজন বোধ করিলে দশ দিন কাল সোমবল্কযুক্ত গুড় ও তৈল মিশ্রিত সুরা যথাবিধি পান করিতে দিবে। তাহাতে উহাদিগের দেহকান্তি সৌন্দর্য্য ও বল অক্ষুণ্ণ থাকে। স্থূলদেহ শ্লেষ্ম বিকারগ্রস্ত মাতঙ্গকে 'বিড়ঙ্গমেদক' বা 'ক্ষীরমেদক' ভক্ষণ করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, ইহাই স্থূল ও শ্লেষ্মল মাতঙ্গের সম্বন্ধে সম্যক্ বিধান যথাযথ ভাবে বর্ণিত হইল।

হে অঙ্গনাথ, অনন্তর অন্যপ্রকার সুরা-পানবিধি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতেছি— 'সুরা' নামক মদ্য মধুর রসযুক্ত শ্লেষ্মঘ্ন ও পিত্তবর্দ্ধক উহা তীক্ষ্ণবীর্য্য ও অত্যন্ত দীপনীয় বলিয়া অন্নজীর্ণ করিয়া থাকে, এবং এই নিমিত্তই বাতশূল রোগে উহা প্রশস্ত। 'প্রসন্না' নামক মদ্য 'সুরা' অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। উহা উষ্ণবীর্য্য অম্লস্বাদ অগ্নিদীপক ও বাত শ্লেষ্ম নাশক। এই নিমিত্ত সবল মাতঙ্গ ভিন্ন অন্যকে পান করিতে দিবে না। ইহা আহারের পরে পেয়। ইহা পানে বারণগণের মন ও বর্ণ প্রসন্ন হয়। যে সকল মাতঙ্গের দেহ বাতল এবং জাঠরানল দুর্ব্বল তাহাদিগের 'প্রসন্না' অতি প্রশস্ত। কিন্তু যে 'প্রসন্না' অসম্যক্ পক্ব অচির প্রস্তুত এবং অব্যক্তস্বাদ তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। 'সীধু' নামক সুরা বাত ও পিত্ত প্রকোপ জনক। উহা রুক্ষবীর্য্য কটু ও তিক্ত রসযুক্ত বলিয়া শ্লেষ্মঘ্ন। 'অরিষ্ট' দীপনীয়। এই নিমিত্ত সকলপ্রকার সুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা বিপাকে কটু-রস আস্বাদে কটুকষায় রস এবং এই নিমিত্তই মাতঙ্গগণের কফ পিত্ত প্রশমিত করে। 'মাধ্বীক' সুগন্ধি ও সুস্বাদু। উহা কষায় তিক্ত রুক্ষ ও উষ্ণ বীর্য্য। উহা আনন্দজনক লঘুপাক, বিশদ ও অগ্নিদীপক। 'মৃদ্বীক' (দ্রাক্ষা কৃত) সুরা মধুর রসযুক্ত ও অগ্নিদীপক। 'মৈরেয়' সুরা মধুর রসযুক্ত সুস্বাদু তীক্ষ্ণ দীপন ও বৃংহণ। উহা লঘু বিপাকে কটু পিত্তবর্দ্ধক ও বাত প্রশমনকারী। পক্ষান্তরে যে সকল সুরা অসম্যক্ পক্ব অম্ল কিংবা লবণ রসযুক্ত অগ্নি-দূষিত ভাজন-দূষিত তাহা কদাপি পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যে সকল সুরার গন্ধ করবীর নাল ফুল কিংবা পদ্মকুসুমের গন্ধের সুসদৃশ, যাহার বর্ণ তিলতৈল কিংবা ঘৃত মণ্ডের অনুরূপ, যাহার স্বাদ তিক্ত-মধুর এবং যাহা অবিকৃত এবং শক্তি সম্পন্ন তাদৃশ মদ্য বারণগণকে পান করিতে দিলে উহাদিগের বাত পিত্তাদির বিকার প্রশমিত হইয়া থাকে। বারণগণ দূষিত মদ্য পান করিলে উহাদিগের 'বিদাহ' 'অম্লিকা' 'অভিষ্যন্দ' 'নীলিকা' চর্ম্মরোগ অরুচি অবসাদ উদাবর্ত্ত গুল্ম এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ও ঘটিতে পারে। দূষিত সুরা বিভিন্ন প্রকার গুণদ্বারা বিভিন্ন প্রকার বিকার উৎপাদন করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত দূষিত সুরা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। হে নরেশ্বর, ইহা সুরার গুণ ও দোষ বর্ণিত হইল।

হে নরনাথ, অনন্তর হেমন্তাদি বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার প্রতিপানের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। হেমন্তে সুধু ক্ষারলবণ কিংবা সুস্বাদু সুরা পান করিতে দিবে। শীত ঋতুতে বারণগণকে পুরাতন 'প্রসন্না' বা 'সাধু' পান

দিলে উপকার দর্শে। বসন্তে মাতঙ্গগণকে ত্রিকটু মিশ্রিত 'মাধ্বীক' 'প্রসন্না' বা 'সীধু' নামক সুরা যথাবিধি পান করিতে দিবে। গ্রীষ্ম ঋতুতে গুড় মিশ্রিত 'সরক' কিংবা জল ও শর্করা মিশ্রিত 'মাধ্বীক' পান মাতঙ্গগণের পক্ষে হিতকর বর্ষাকালে বারণগণকে মধুযুক্ত মধ্বাসব কিংবা অরিষ্ট কিংবা গুড় বা মদিরা মিশ্রিত তৈল পান করিতে দিবে। শরদাগমে শর্করা বা জল মিশ্রিত মধ্বাসব কিংবা দুগ্ধ ও দধি পান মাতঙ্গগণের পক্ষে একান্ত হিতকর।

হে অঙ্গনাথ, 'পৈষ্টিক' মদ্য প্রায়শঃ বাতপ্রকোপ প্রশমিত করে। 'মাধ্বীক' (মধু হইতে প্রস্তুত) কিংবা 'গৌড়' (গুড়জাত) মদ্য কফ ও পিত্ত নিবারক, সুতরাং যে সকল মাতঙ্গের কফ ও পিত্তের আধিক্য থাকে তাহাদিগের পক্ষে হিতকর। ইক্ষুগুড় মিশ্রিত মদ্য মাতঙ্গগণের বাতপ্রকোপ বিনষ্ট ও রক্ত বিশোধিত করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন উহা মাতঙ্গগণের বৃংহণ দীপাহৃদ্য বৃষ্য বল ও মনঃ প্রসাদকর। হে নরেশ্বর, তৈল মিশ্রিত সুরা মাতঙ্গগণের সদ্যঃশ্রান্তি হর এবং বাত শ্লেষ্ম ও ক্রমি নাশক। বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক সুরা পান করিতে দিলে মাতঙ্গগণের পিত্ত বিকৃত হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে বিধিপূর্ব্বক সুরাপান বারণগণের পিত্তঘ্ন ও কোষ্ঠ দোষ নিবারক। পঞ্চ লবণ মিশ্রিত সুরাপান বারণগণের অতিপ্রিয় উহা সকল দোষ প্রশমিত করিয়া উহাদিগের কঠোর পরিশ্রম-জনিত অঙ্গ সন্ধি বিশ্লেষ নিবৃত্তি করিয়া থাকে। লাক্ষা মিশ্রিত সুরা বারণগণের একান্ত হিতকর। তাদৃশ সুরা পানে মাতঙ্গগণের বিশ্লিষ্ট অঙ্গ সন্ধি পুনঃ সংযোজিত এবং ধাতু-সাম্য রক্ষিত হয়। পানকারী মাতঙ্গগণের দেহে অনুমিত রক্তের $\frac{১}{১৬}$ এক ষোড়শ অংশ লাক্ষা মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিবে।

হে অঙ্গনাথ, অনন্তর কৃশদেহ বারণগণকে হৃষ্টপুষ্ট করিতে হইলে যে সকল বিধির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—হে নরেশ্বর, যে সকল মাতঙ্গ, কঠোর পরিশ্রম বন্ধন স্বগণের বধদর্শন প্রভৃতির ফলে কিংবা যে সকল মাতঙ্গ নিকৃষ্ট ভোজন মদস্রাব শোণিতক্ষয় প্রভৃতি কারণে ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল হয়, তাহাদিগকে সাত দিন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে দিয়া পরে 'কুল্মাষ মেদক' ভক্ষণ করিতে দিবে।

১। কুলত্থ (কুর্ত্তিকলাই) যূষ ১ আঢ়ক ৩। গুড় ২০ পল
২। কিণ্ব (মদের সিটা) ৩০ পল

এই ত্রিবিধ দ্রব্য একযোগে যথাবিধি পাক করিয়া ঘণীভূত হইলে তাহা

অবতারণ পূর্ব্বক ১ রাত্রি পর্য্যুষিত করিবে। অতঃপর রক্ত ও স্নেহ (ঘৃতাদি) যোগে সেবন করিতে দিলে বারণগণের সদ্যঃ শোণিত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতাদৃশ অবস্থায় কচ্ছুকা, (শাল্মলী খেজুর গাছের মাথি) শাকবৃক্ষ কাচা ঘাস যব ও অন্যবিধ মধুর রসযুক্ত তৃণাদি মাতঙ্গগণের উত্তম পথ্য; তীক্ষ্ণবীর্য্য পান ভোজন ও ঔষধ কুপথ্য। বিজ্ঞ চিকিৎসক মাতঙ্গগণকে স্বীয় বন্ধুর ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। পক্ষান্তরে যে সকল মাতঙ্গের দেহ অত্যন্ত সন্তপ্ত অত্যন্ত কৃশ কিংবা অত্যন্ত রুক্ষ, যাহারা রক্তপিত্ত-রোগ-গ্রস্ত, সুরাপান তাহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত নহে। বিপন্ন ও অতিবৃত্ত মাতঙ্গের পক্ষে সুরাপান ও মেদক সেবন উভয়ই অহিতকর। তদ্ভিন্ন অতিমাত্রা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। দুগ্ধ পান কিংবা জল-পানের অব্যবহিত পরে ও বারণগণের সুরাপান অহিতকর।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে উনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

গুগ্‌গুলু বিধি।

একদা অমিতপ্রভাবশালী নিজ-ভুজবল-নির্জ্জিতারাতি অঙ্গপতি; জ্বলদনল-সদৃশ সমুজ্জ্বলদেহ ভগবান পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, প্রকৃতির লীলাভূমি বিবিধ ফল কুসুম ভূষিত গিরিনদী নির্ঝর কুঞ্জ শোভিত অরণ্য প্রদেশে বারণগণ যথেচ্ছ বিহার করিয়া কথনও কদাচিৎ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু লোকালয়ে আনীত হইয়া উহারা নানাপ্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগে অভিভূত হয়। গ্রাম্য ব্যাধি-সন্তপ্তদেহ বারণগণের চিকিৎসা উপদেশ করিয়া আমার অজ্ঞতা নিবৃত্তি করুন।

অনন্তর মহর্ষি পালকাপ্য বিনয়াবনতমস্তক মহানুভব অঙ্গপতি ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন অঙ্গেশ্বর, শ্রবণ করুন—গুগ্‌গুল দ্রব্য অনেক গুণসম্পন্ন ও অমৃত সদৃশ এবং রসায়ন-স্বরূপ। উহা ভগবান পশুপতি চিকিৎসার নিমিত্ত উৎপাদন করিয়াছেন। আমি এতাদৃশ গুগ্‌গুলুর প্রয়োগ উপদেশ করিব।

নবধৃত মাতঙ্গ অকস্মাৎ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া স্তম্ভে আবদ্ধ হইলে উহাদিগের দেহের উপাদান স্বরূপ বাতাদি কুপিত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে উহাদিগকে প্রায়শঃ বাল পাকলাদি রোগে অভিভূত হইতে দেখা যায়, তাদৃশ অবস্থায় এবং পরেও বালপাকল প্রসুপ্তপাকল মৃদুগ্রহ পাকল কুক্কুট পাকল মহাপাকল উৎকর্ণ বাতানাহ বিষমেহ, শিরোরোগ হৃদয়শূল গাত্রস্তম্ভ স্কন্দ রোগ, মূর্চ্ছা পাণ্ডু রোগ, হস্তগ্রহ বাতগতি, গুল্ম অভিষণ্ণ মৃত্তিকাভক্ষণ, আনাহ মেহ উদর শোষ কৃমিকোষ্ঠ ক্ষীরব্যাপদ্ বসাব্যাপদ মত্তব্যাপদ্ প্রভৃতি বাত ও কফ বিকারজরোগে গুগ্‌গুল-প্রয়োগ মাতঙ্গগণের একান্ত হিতকর। হে নরনাথ, এতাদৃশ হিতকর গুগ্‌গুল প্রয়োগের বিধান এই—

১। প্রশস্ত দেশজাত অনুপহতবীর্য্য অচিরস্থিত অশুষ্ক অদগ্ধ অবিমিশ্রিত মৃত্তিকা-অঙ্গারাদি-বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ গুগ্‌গুল——২ পল——২০ পল।

২। গোমূত্র, বা ত্রিফলাকাথ বা 'প্রসন্না' কিংবা 'মৈরেয়' সুরা ইহার যে কোনও একটি দ্রব্য।

প্রথমোক্ত গুগ্‌গুলু একটি বৃহৎ কড়াতে কিংবা দৃঢ় অভিনব মৃৎপাত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে স্থাপন করিতে হইবে। অনন্তর অন্যূন ছয় ঘণ্টাকাল রৌদ্রতাপে থাকার পরে যদি তাহা হইতে ফেণ কিংবা বুদ্‌বুদ্ জন্মে তবে তাহা তুলিয়া সবল-হস্তে শিলায় পেষণ করিবে। অতঃপর তাহা কাঁজলের অনুরূপ হইলে তাহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত অনুপানসহ সাবধানে রুগ্নমাতঙ্গকে পান করিতে দিবে। যুক্তি বশতঃ ই বিরেচনের পরে গুগ্‌গুলু প্রয়োগ কর্ত্তব্য। অথবা

১। স্বল্পপঞ্চমূলেরকাথ — ৩। ত্রিফলা (হরিতকী আমলকী ও বহেড়া)
২। বৃহৎ পঞ্চ মূলের ” — ৪। গুগ্‌গুলু

এই ত্রিবিধ দ্রব্যের কাথে পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু পেষণ করিয়া পুনরায় কাথ করিবে এবং তাহা শীতল হইলে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণের পরে মাতঙ্গকে পান করিতে দিবে। অনন্তর রুগ্ন মাতঙ্গকে এক পার্শ্বে শয়ন করাইয়া রাখিবে। এতাদৃশ অবস্থায় তাহাকে কোনও প্রকার তৃণাদি ভক্ষণ করিতে দিবে না। অনন্তর মধ্যাহ্ন কালের প্রারম্ভে অর্দ্ধশোষিত গো মহিষ ছাগ বা মেষ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া শীতল অবস্থায় পান করিতে দিবে। ইহাতে মাতঙ্গের কোষ্ঠদাহ-শান্তি হইয়া থাকে। অতঃপর ঔষধ জীর্ণ হইয়াছে অবগত হইয়া তাহাকে চতুর্গুণ অশুষ্ক কোমল তৃণদ্বারা আবৃত করিবে এবং নদ্যাদি স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ জলাশয়ে তাহাকে অবগাহন করাইয়া সন্ধ্যাকালে মুগের যূষ ও ঘৃত মিশ্রিত শালিধান্যের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। দিবসে একবার মাত্র অন্ন ভোজন ও এতাদৃশ অবস্থায় কর্ত্তব্য। গর্দ্দভ, উষ্ট্র কিংবা সেই মাতঙ্গের শুষ্ক চূর্ণ মলদ্বারা শয্যা রচনা করিয়া দিবে? এবিষয়ে শ্লোক কথিত হইয়াছে।

সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই প্রকার বিধান অনুষ্ঠান করিবে। যে চিকিৎসক মোহবশতঃ ইহার অন্যথা আচরণ করেন তিনি নানা প্রকার উপসর্গের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অবিধিপূর্ব্বক গুগ্‌গুল প্রযুক্ত হইলে মাতঙ্গগণের মুখমণ্ডল ম্লান সর্ব্বাঙ্গে কম্প ক্লান্তি তাপ শীত হৃৎপিণ্ড ও কর্ণদ্বয়ে গ্লানি প্রবল তৃষ্ণা স্বীয় প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ রক্তযুক্ত মলস্রাব শোণিত প্রস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

হে অঙ্গনাথ, গুগ্‌গুলুতে তিক্ত কষায় মধুর ও কটু এই চতুর্ব্বিধ রস ই বর্ত্তমান আছে। কেবল অম্ল ও লবণ রস উহাতে বিদ্যমান নাই। মধুর রস বিদ্যমান থাকায় উহা বায়ু প্রশমিত করে, কষায় রস বর্ত্তমান থাকায় উহা

শ্লেষ্ম প্রশমনকারী এবং স্নিগ্ধবীর্য্য বলিয়া উহা বলবৃদ্ধিকর। কটু রস যুক্ত বলিয়া গুগ্‌গুলু অগ্নিউদ্দীপক ও কৃমিনাশক। স্নেহযোগে গুগ্‌গুলু বৃংহণে হিতকর এবং কেবল দ্রব্যান্তরের সহিত অবিমিশ্রিত ভাবে প্রযুক্ত হইলে মাতঙ্গগণের স্থূলতা নিবৃত্তি করিয়া থাকে। উহা বাতাদি দোষ প্রশমনকারী মাঙ্গল্য ও পুষ্টি বর্দ্ধক। বিজ্ঞ চিকিৎসক বারণগণকে এক মাস পর্য্যন্ত গুগ্‌গুলু দ্রব্য পান করিতে দিবেন। মাতঙ্গগণের অগ্নিবল অভ্যাস দেহ-পরিমাণ প্রভৃতি বিচার পূর্ব্বক গুগ্‌গুলু প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে অঙ্গেশ্বর, বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্নপ্রকার অনুপান সহ গুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। শরদ্‌ ঋতুতে মাতঙ্গগণকে তৈল ও মদ্য যোগে গুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। দুগ্ধ ও ঘৃত অনুপান দিবে। সেইরূপ হেমন্ত ও শীত ঋতুতে কটুতৈল সহ গুগ্‌গুলু সেবন বারণগণের পক্ষে হিতকর। বসন্তে তৈল ও সুরা সহ গুগ্‌গুলু সেবন বিধেয়। গ্রীষ্মকালে ঘৃত যোগে গুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিয়া শর্করা খণ্ড অনুপান দিবে। ঘৃত যোগে ও শর্করা অনুপানে গুগ্‌গুলু সেবন সকল ঋতুতেই বারণগণের কণ্ঠশোধনে প্রশস্ত। তদ্ভিন্ন যে যে দ্রব্য যে যে দোষের প্রশমনকারী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে সেই সেই দ্রব্য যোগে গুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিলে মাতঙ্গগণের তত্তৎ বিকার প্রশমিত হইয়া থাকে। বাতাদি প্রশমনার্থ-তৈল যোগে গুগ্‌গুলু সেবন হিতকর।

ইতি শ্রী মহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তরস্থানে বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

ক্ষীর পান-বিধি।

একদা চম্পেশ্বর অঙ্গপতি মহর্ষি, পালকাপ্যকে স্বীয় সুরম্য চম্পানগরে উপস্থিত দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন, বারণগণের দুগ্ধপানে কি কি গুণ? এবং দুগ্ধই বা কতিবিধ? তাহার (দুগ্ধ পানের) বিশেষ বিধান উপদেশ করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে নরনাথ, শ্রবণ করুন—দুগ্ধ মধুররসযুক্ত শীতবীর্য্য স্নিগ্ধ অত্যন্ত বৃষ্য তেজঃ ও বল বৃদ্ধিকর চক্ষুর হিতকর বৃংহণীয় জীবনীয় রসায়ণ কফ ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং রুচিপ্রদ। উহা জরায়ুজ প্রাণিমাত্রের আজন্ম অভ্যস্ত সুতরাং শ্রেষ্ঠ পানীয়। গো, মহিষ, হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ ও করভী এই আট প্রকার প্রাণীর দুগ্ধ বারণগণের হিতকর। উল্লিখিত অষ্ট দুগ্ধের মধ্যে ও গো-দুগ্ধ মাতঙ্গগণের সবিশেষ পথ্য। করেণু-দুগ্ধ শীতবীর্য্য গুরুপাক ও গো-দুগ্ধের পরেই বারণগণের পক্ষে হিতকর। অশ্ব দুগ্ধ শ্লেষ্মবর্দ্ধক বলকর ও কিঞ্চিৎ পিত্ত প্রশমনকারী। গর্দ্দভ-দুগ্ধ কফঘ্ন ও বাত প্রকোপনকারক। মহিষ দুগ্ধ মলমূত্র বর্দ্ধক ও অভিষ্যন্দী। করভী-দুগ্ধ দীপন লবণরসযুক্ত উষ্ণবীর্য্য লঘুপাক ও রুক্ষ। ছাগ ক্ষুদ্রদেহবিশিষ্ট ও নিরন্তর কটুতিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করে, স্বল্প মাত্রায় জলপান করে এবং সর্ব্বদা ব্যায়ামশীল বলিয়া উহাদিগের দুগ্ধ সর্ব্ব ব্যাধিহর। মেষ দুগ্ধ অল্প নবনীত যুক্ত ও বাতঘ্ন। যে সকল মাতঙ্গ বৃদ্ধ বালক মত্ত শ্রান্ত দুর্ব্বল শ্রম-ক্ষীণ ও মদ-ক্ষীণ, তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করিতে দিবে। পক্ষান্তরে জলপানের পরে সুরাপানের পরে তৈলাদি স্নেহ পানের পরে শ্লেষ্ম রোগাভিভূত এবং অজীর্ণ রোগাক্রান্ত মাতঙ্গকে কদাপি দুগ্ধ পান করিতে দিবে না। তাদৃশ অবস্থায় দুগ্ধ পানের ফলে বারণগণের কুষ্ঠ কিলাস (ক্ষুদ্রকুষ্ঠ রক্তবর্ণ শ্বেত্র) দদ্রু ফোঁড়া কণ্ডু (চুলকানি) অকাল বার্দ্ধক্য প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। অপরিষ্কৃত বা দূষিত পাত্রস্থিত ও অম্লাদি রসদূষিত দুগ্ধ পান একান্ত নিষিদ্ধ। শরৎ হেমন্ত বর্ষা ও শীতকালে দুগ্ধ পান করিতে দিলে বারণগণ নির্ভয় হৃষ্টচিত্ত ও দূরপথ গমনে সমর্থ হইয়া থাকে।

ইতি শ্রী মহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

দ্রব্যগুণ—কথন †

একদা অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি, ঋষিশ্রেষ্ঠ পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন, কি নিমিত্ত বারণগণকে ঘৃত তৈল বসা মজ্জা দুগ্ধ মূত্র দধি ও মধু প্রভৃতি ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়? এবং কি নিমিত্তই বা লবণ তৈল জল মেদক অনুবাসন সর্ব্বসেক গৈরিকযুক্ত তৈলদ্বারা শিরোভ্যঙ্গ দীপতৈল রস ভোজন প্রভৃতি বারণগণের হিতকর বলিয়া কথিত হইয়াছে? অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সমুদয়ের যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন। হে নরেশ্বর, শ্রবণ করুন—যে সকল মাতঙ্গের অঙ্গ অবশপ্রায় যাহাদের নেত্রদ্বয় নিরন্তর অশ্রুপূর্ণ যাহাদের দেহ ক্ষীণ ও অল্প শোণিতযুক্ত, যে সকল মাতঙ্গ কর্ম্মক্লান্ত গুরুভার পীড়িত মদক্ষীণ রোগক্ষীণ বৃদ্ধ রুক্ষ কৃশ অবসন্ন লুপ্তাঙ্গ ও ব্যাধিপীড়িত এবং যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও পিত্তজ রোগগ্রস্ত তাঁহাদিগকে ঘৃত পান করিতে দিবে; কারণ ঘৃত মধুররসযুক্ত শীতবীর্য্য মেদ ও শ্লেষ্ম বর্দ্ধক মল মূত্রশোধক বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক।

হে অঙ্গেশ্বর, যে সকল মাতঙ্গ বাত ও শ্লেষ্মজ বিকারে আক্রান্ত তাহাদিগকে তৈল, প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ তৈল উষ্ণবীর্য্য তাপবর্দ্ধক কটুরসযুক্ত চর্ম্মের হিতকর বলজনক পিত্তবর্দ্ধক ও কফপিত্ত নিবারক।

যে মাতঙ্গ কর্ম্মক্লান্ত করিণী সহবাসে দুর্ব্বল মদ-ক্ষীণ সদ্যোযৌবন-বিচ্যুত তাঁহাদিগকে এক যোগে মজ্জা ও বসা পান করিতে দিবে; কারণ উহা (মজ্জা ও চর্ব্বী) মধুর রসযুক্ত উষ্ণবীর্য্য বিপাকে কটু এবং উল্লিখিত সকল প্রকার গুণযুক্ত। হে নরেশ্বর, চতুর্ব্বিধ স্নেহই বারণগণের দূরপথ গমনাদি নিবন্ধন দুর্ব্বলতা নিবারণার্থ বিশেষরূপে প্রশস্ত। উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ স্নেহ সম্মিলিত হইলে 'মহাস্নেহ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

হে নরেশ্বর, অনন্তর দুগ্ধ পান প্রদানের গুণ শ্রবণ করুন। যে সকল মাতঙ্গ অপসৃষ্ট মদক্ষীণ যৌবনাতীত ক্ষতরোগ-গ্রস্ত কর্ম্মক্লান্ত মত্ত দুর্ব্বল আঘাতপ্রাপ্ত

† নিষ্প্রয়োজন বিধায় 'শ্রীগজ সম্ভব' অধ্যায় অনূদিত হইল না

দগ্ধ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য ঘাস-গ্রাস ভোজনে শোণিত বমনকারী এবং পিত্ত বিকার জনিত রোগ-গ্রস্ত তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করিতেদিলে সবিশেষ উপকার দর্শে; কারণ দুগ্ধ অতিতাপ নিবারক অগ্নি বর্দ্ধক, বায়ুবিকার বিশেষরূপে প্রশমনকারী, দেহ কান্তি প্রসাদক জীবনী শক্তি বর্দ্ধক আজন্ম অভ্যস্ত মধুররসযুক্ত শীতবীর্য্য তেজঃ ও সামর্থ্য বর্দ্ধক এবং আরোগ্যজনক।

হে অঙ্গেশ্বর, অতঃপর মূত্রের গুণ শ্রবণ করুন যে সকল মাতঙ্গ দদ্রু কণ্ডু প্রভৃতি চর্ম্ম রোগগ্রস্ত মৃত্তিকাবদ্ধ-কোষ্ঠ, কৃমিকোষ্ঠ রোগগ্রস্ত এবং শ্লেষ্ম বিকারগ্রস্ত, মূত্র তাহাদিগের হিতকর; কারণ মূত্র বাতঘ্ন উষ্ণবীর্য্য তিক্ত রসযুক্ত ক্ষারগুণ বিশিষ্ট এবং বিপাকে কটু।

হে অঙ্গনাথ, অনন্তর মদ্যেরগুণ বর্ণিত হইতেছে—যে সকল মাতঙ্গ বায়ু-বিকারগ্রস্ত যাহাদের প্রায়শঃ উদরাধ্মান হইয়া থাকে, যাহাঁরা মূত্রসঙ্গ রোগগ্রস্ত মৃত্তিকা ভক্ষণ নিরত দূরপথ গমন ক্লান্ত ও কর্ম্মক্লিষ্ট তাহাদিগকে সুরাপান করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে; কারণ সুরাপানের ফলে মাতঙ্গগণের বায়ুবিকার প্রশমিত, জাঠরানল বর্দ্ধিত ক্লান্তি নিবৃত্তি ও মনঃপ্রসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে; কারণ উহা উষ্ণবীর্য্য তীক্ষ্ণ স্বভাবতঃ বিপাকে অম্লগুণ বিশিষ্ট। সুরাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহাকে পঞ্চরস বিশিষ্ট বলিয়া থাকেন এবং এই নিমিত্তই বিজ্ঞ চিকিৎকগণ মাতঙ্গগণকে সুরা পান করিতেদিয়া থাকেন।

হে চম্পেশ্বর, যে সকল মাতঙ্গের শ্লেষ্ম পিত্ত ও বায়ু কুপিত থাকে তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে দধি পান করিতেদিবে; কারণ দধি অম্ল রসযুক্ত বিপাকে অম্ল ও গুরু বলিয়া কথিত আছে। †

বারণগণের কফ বিকারজ ও পিত্ত বিকারজ রোগে, বমন অতীসার বিষ্টম্ভ কফ মাংস বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগে মধু প্রশস্ত; কারণ উহা কর্ষণ শীতবীর্য্য অথচ রুক্ষ, লঘু শোধক লেখন কফ-পিত্ত-বিকার নাশক সকল প্রকার ঔষধ গুণ সম্পন্ন কষায় শীতল সুগন্ধি স্নিগ্ধ সদ্যঃ প্রাণনশক্তি-বর্দ্ধক মধুর জীবন বৃষ্য বলকর বিপাকে কটু সংযোজক ও কৃমি নাশক অচিন্ত্যবীর্য্য ও সর্ব্বরোগ নাশক। সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ, সর্ব্বদা উল্লিখিত গুণযুক্ত মধুর প্রশংসা করিয়া থাকেন।

---

† অপক্ক দুগ্ধ জাত দধিরগুণ ব্যাখ্যায়—'বল্য শোফকফার্ত্তি অরুচি নাশক।' লিখিত আছে। আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্রিকা ১ম মুদ্রিত ৩০৬ পৃঃ। কিন্তু ভাব প্রকাশে—'শোথ মেদঃ কফপ্রদ' আছে।

লবণ মাতঙ্গগণের দেহ শোধক বায়ুর অনুলোমক জাঠরানল বর্দ্ধক মনঃপ্রসাদক বাতমূত্র ও মলের যথাকালে নিঃসারক আম নাশক দেহকান্তি প্রসাদক হৃদ্‌রোগ ও মৃত্তিকা ভক্ষণ নিবারক এবং পরিপাচক ও উদরাময় নিবারক। কিন্তু অতিমাত্রায় লবণ ভোজনে রক্ত ও পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে আহারে অনিচ্ছা অতীসার মূর্চ্ছা জৃম্ভণ* (হাইতোলা) অঙ্গস্তম্ভ মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ ও মন্দাগ্নি হইতে দেখা যায়। এই নিমিত্ত যথাপ্রমাণ (পরিমাণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক) লবণ ভোজন করিতে দিবে। সেইরূপ লবণ-প্রতিষেধ ও একান্ত গর্হিত ; কারণ উহা বাতঘ্ন উষ্ণবীর্য্য পিত্তবর্দ্ধক কর্ষণ শ্লেষ্ম ও কৃমিনাশক বলিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকে।

হে অঙ্গনাথ, অতঃপর আমি বাতশ্লেষ্ম-নাশক বর্গ (ওষধি সমূহ) বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—

১।	বলা	অর্দ্ধপল	১১।	বিড়ঙ্গ	অর্দ্ধপল
২।	মধুরসা † (মধুররসা)	„	১২।	করঞ্জ (নখী)	„
৩।	মূর্ব্বা	„	১৩।	সারিবা (অনন্ত মূল)	„
৪।	তেজোবতী (চৈ)	„	১৪।	পিচুমন্দ (নিম)	„
৫।	পূতিক (ডহর-করঞ্জ)	„	১৫।	হরিদ্রা	„
৬।	সর্ষপ	„	১৬।	দারু হরিদ্রা	„
৭।	হিঙ্গু	„	১৭।	পঞ্চ লবণ	„
৮।	গণ্ডীর	„	১৮।	বদর ফল	„
৯।	জীবক	„	১৯।	আমলক ফল	„
১০।	হরিতকী	„	২০।	সামুদ্র লবণ (পুনরায়) (চতুর্গুণ)	„

প্রথমোক্ত উনবিংশতি প্রকার ঔষধ দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া পরে পুনরায় ২০শ সামুদ্র লবণ তাহাতে মিশ্রিত করিবে এবং মাতঙ্গকে লবণ সেবন বিধানে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে মাতঙ্গগণের পিষ্টমেহ মৃদ্‌ভক্ষণ কৃমিকোষ্ঠ হৃদ্‌রোগ গুল্ম এবং বাত শ্লেষ্ম বিকারজ সকল প্রকার রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে। সুরা কিংবা গোময়ের সহিত সেবনে সমধিক ফল দর্শে। ইহাকে 'কটুক লবণ' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। ইহা বারণগণের মুখশোষ শ্রম তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা

† সম্ভবতঃ মধুররসা।

প্রভৃতি রোগসমূহের প্রতীকারে সমর্থ। ইহা সেবনে মাতঙ্গগণের দেহকান্তি প্রসন্ন এবং দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল মাতঙ্গের দেহক্ষীণ যাহারা মদ-ক্ষীণ ও শ্রম পীড়িত, বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহাদিগকে অধোলিখিত মেদক সেবন করিতে দিবেন।

১। অর্দ্ধপক্ক মাষ কলায়ের দালের খিচুড়ী, ২। ঘৃত, ৩। গুড়, ৪। মদের সিটা

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য এক যোগে মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিতে দিলে মাতঙ্গগণের মদ বৃদ্ধি হয়। অথবা—

১। অর্দ্ধ সিদ্ধ গম, ২। ঘৃত, ৩। মদের সিটা, ৪। লবণ

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য একযোগে মিশ্রিত করিলে দ্বিতীয় মেদক হয়। ইহা সেবনেও বারণগণের পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। গোধূম মিশ্রিত যব (⅔ যব এবং ⅓ গোধূম) মধুর রসযুক্ত বিপাক মধুর বাতপিত্ত বিনাশক কষায় তিক্ত রসযুক্ত ও গুরুপাক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যব মিশ্রিত গোধূম (⅔ গোধূম ও ⅓ যব) স্নিগ্ধ মধুর ও বাতঘ্ন। কেবল যব মাতঙ্গগণের হিতকর কিঞ্চিৎ শুক্র ও বলবর্দ্ধক। মাতঙ্গগণের বল মাংস মেদঃ অস্থি ও শোণিত বৃদ্ধি করে বলিয়াই মেদককে 'মেদক' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে এবং বারণগণের সেবনে বিহিত। অবশ্য বলা বাহুল্য যে মহাকায় মাতঙ্গগণ কর্ম্ম ক্লান্তই হউক, মদক্ষীণই হউক কিংবা সুস্থই হউক সর্ব্বদাই প্রচুর আহার উহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক; কারণ আহারই প্রাণধারণের অসাধারণ কারণ ও ইন্দ্রিয়গণের পুষ্টিসাধক। এই নিমিত্ত সকল অবস্থাতেই বারণগণকে সুরস সুগন্ধ অম্লরসযুক্ত স্নিগ্ধ ও সদ্যঃ প্রাণবর্দ্ধক ভোজ্য বস্তু সমুদয় ভোজন করিতে দিবে।

বরাহ কুক্কুট কিংবা হরিণ মাংসের রস বারণগণের হিতকর। অর্দ্ধ পরিমিত তৈলযোগে অন্নের সহিত উক্ত মাংসরস সেবন করিতে দিলে মাতঙ্গগণের ক্রমি-কোষ্ঠ হৃৎপীড়া মৃদভক্ষণ শিরোরোগ নেত্ররোগ শুণ্ড-স্তম্ভ কর্ণস্তম্ভ ভ্রান্তি প্রভৃতি রোগ সমূহের উপশম হইয়া থাকে। মাতঙ্গের অন্ন ভোজনের পরে স্নেহানুপান যুক্তি যুক্ত। উক্ত পানের ফলে বারণগণের গ্রীবা অংশদ্বয় মস্তক চক্ষুঃ কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া থাকে। বারণগণের পার্শ্বদ্বয় পৃষ্ঠ ও কটিদেশ স্তব্ধ (নিষ্ক্রিয়) হইলে নস্য প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে। অত্যন্ত মদ পরে কিংবা মদ-স্রুতি অবস্থায় ঘৃতমণ্ড দ্বারা ছিদ্র প্রক্ষালন হিতকর স্রবের।

অত্যন্ত করিণী সংসর্গের প্রভাবে যে মাতঙ্গের প্রস্রাব বেদনাযুক্ত হয় কিংবা মূত্রদ্বার হইতে বিশুদ্ধ রক্তস্রাব হইতে থাকে, তদ্ভিন্ন মূত্রকৃচ্ছ্র প্রমেহ ও বাতগুল্ম রোগে ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঘৃতদ্বারা উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত বস্তি বা পিচকারীর অগ্রভাগ তাম্র নির্ম্মিত ও অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত হওয়া আবশ্যক এবং যে অংশটুকু মূত্রদ্বারে প্রবিষ্ট হইবে তাহার পরিমাণ চারি অঙ্গুলিমাত্র ও তাহার অগ্রভাগের আকৃতি কোরণ্ড (বক) পুষ্পবৃন্ত সদৃশ হইবে।

হে নরেশ্বর, অতঃপর বারণগণের সর্ব্বসেকের ফল বর্ণিত হইতেছে—বারণগণের সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দনের ফলে উহাদিগের রোমাবলী প্রসন্ন হয় ও শীতজনিত ক্লেশ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সর্ব্বসেকের ফলে বন্ধনাদি জনিত আগন্তুক ব্রণ কিংবা দৈহিক উপাদানের বিকারাদি বশতঃ ক্ষুদ্র ব্রণাদি চর্ম্মরোগ সমুদয় উপশমিত এবং তাহার স্ফীতভাব নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এমন কি সর্ব্বসেকের ফলে ক্ষত মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ জন্মে তাহারও প্রতীকার হয়। হেমন্ত ঋতুতে গিরিমাটি মিশ্রিত তৈলদ্বারা সর্ব্বসেক প্রদান করা কর্ত্তব্য। গিরিমাটি ⅓ ও তিলতৈল ⅔ একযোগে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে হয়। ইহাতে দেহের কর্কশ ভাব নিরস্ত হইয়া, শিরা স্নায়ু অস্থি ও মর্ম্ম সমুদয়ের মৃদুভাব নিষ্পন্ন হয়। অতঃপর—

১। কিণ্ব (মদের সিটা) ২। গুড়, ৩। মাষকালাই চূর্ণ,
৪। লবণ, ৫। গিরিমাটি, ৬। মসিনা চূর্ণ

উল্লিখিত ছয়প্রকার দ্রব্য একত্র করিয়া স্থাপন করিবে এবং ত্রিরাত্রি পরে তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া তাহা বারণগণের সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে। এই তৈল পূর্ব্বাহ্নে নিদ্রোত্থিত মাতঙ্গকে থানে বন্ধন করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে হয়। এইরূপে তিনদিন মাত্র মর্দ্দনকরা নিয়ম, পৌষ মাসেই প্রথমতঃ এই তৈল মর্দ্দন করিতে হয় এবং তৎপরে মাঘে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। ফাল্গুনে সিদ্ধ তৈল মর্দ্দনই মাতঙ্গগণের পক্ষে হিতকর এবং চৈত্রমাসে মাতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে স্বভাব শীতল কর্দ্দম লেপনেই সবিশেষ উপকার দর্শে। উল্লিখিত বিধানে সর্ব্বসেক প্রদান করিলে বারণগণের দেহকান্তি প্রসন্ন এবং দেহ মৃদু ও শীতোষ্ণ সহ হইয়া থাকে।

হে নরনাথ, অনন্তর গাত্রসেকের (গাত্রে তৈল মর্দ্দনের) গুণ বর্ণিত হইতেছে শ্রবণ করুন যে সকল মাতঙ্গ সর্ব্বদা থানে আবদ্ধ থাকে, যাহারা প্রয়োজন বশতঃ শীত ও তাপ সহ্য করিতে বাধ্য হয় কিংবা যুদ্ধাদি প্রয়োজনে নানা বিধ দুর্গম স্থানে

নীত হয় 'ত্রিবৃত-স্নেহ' তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন হিতকর। উক্ত স্নেহ মর্দ্দনের ফলে অচিরে বারণগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোমলতা সম্পন্ন হয়।

মস্তকে তৈল কিংবা 'ত্রিবৃত-স্নেহ' মর্দ্দনের ফলে বারণগণের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি প্রসন্ন হয়, উহাদিগের মস্তকে কোনও প্রকার ব্রণ জন্মে না অঙ্কুশাদির আঘাত জনিত ক্ষত থাকিলে তাহা শুষ্ক হয়, মস্তকে কেশ জন্মে এবং বায়ু ও শ্লেষ্ম প্রশমিত হয়।

স্বভাবতঃই মাতঙ্গগণের পদতলে ক্ষত জন্মে, এই নিমিত্ত অনাস্তীর্ণ শয্যায় মাতঙ্গকে স্থাপন পূর্ব্বক তাদৃশ্ ক্ষতযুক্ত পদতল স্নেহ মিশ্রিত কষায়দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে—

১। ত্রিফলা চূর্ণ, (হরিতকী আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ) ২। তিলতৈল একযোগে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে প্রতীকার হয়।

এতাদৃশ তৈল মর্দ্দনের ফলে বারণগণের পদতল ফাটে না তাহাতে ব্রণ জন্মে না কিংবা তাহা হইতে পূয়স্রাব হয় না এবং তাহারা সমতল ও অসমতল ভূমিতে সুখে বিচরণ করিতে অথবা দূরপথ অক্লেশে গমন করিতে সমর্থ হয়। †

হে চম্পেশ্বর, বারণগণের শয্যাগৃহে প্রদীপদান করিলে উহারা স্বীয় শয্যা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নিরাপদে নিদ্রাসেবা করিতে পারে। তদ্ভিন্নপরিচারকগণ ও মাতঙ্গ বন্ধন-স্তম্ভ হইতে মুক্ত হইতেছে কিনা লক্ষ্য করিতে সুযোগ পায়। এই নিমিত্ত দীপ প্রদান করিবে।

হে নরেশ্বর, ঘৃতাঞ্জন যথাবিধি প্রয়োগ করিলে মাতঙ্গগণের ইন্দ্রিয়শুদ্ধি শোভা বলপুষ্টি ও নেত্রদ্বয়ের শান্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত প্রতিদিন যথাবিধি মাতঙ্গগণের নেত্রদ্বয়ে ঘৃত নির্ম্মিত অঞ্জন (কাজল) প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ইতি—শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

---

† সর্ষপ তৈল গরম করিয়া পদতল প্রক্ষালনপূর্ব্বক উত্তমরূপে মুছিয়া মালিশ করিলে বারণগণের পদতল ফাটে না বা তাহাতে ক্ষত হয় না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পরিচারক—স্নেহভুক্তজ্ঞান।

একদা অঙ্গপতি রোমপাদ স্বীয় সুরম্য চম্পানগরে উপস্থিত মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, বারণগণকে যথাবিধি স্নেহ পান করিতে দিলে উহারা যথাযথভাবে স্নিগ্ধ, অতিস্নিগ্ধ বা অস্নিগ্ধ হইল তাহা কি প্রকারে জানা যায়? সেইরূপ স্বেদ বিরেচন নিরূহবস্তি প্রভৃতি ন্যূনাতিরিক্ত কিংবা যথোপযুক্ত পরিমাণে প্রযুক্ত হইল কি না তাহাই বা কিরূপে জানা যাইতে পারে? আমি এই সকল জানিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি অনুকম্পা প্রকাশে তৎসমুদয় যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে নরনাথ, শ্রবণ করুন—স্নেহপানের পরে যখন মাতঙ্গের মলের অবস্থা ও পরিমাণ স্বাভাবিক জঠরস্থ বায়ু অনুলোম এবং নিঃসৃত মল স্নেহযুক্ত লক্ষিত হয়। তখনই মাতঙ্গকে সম্যক্ স্নিগ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যখন মলের প্রকৃতি কঠিন ও পরিমাণ অল্প এবং ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তখন মাতঙ্গকে অস্নিগ্ধ বলিয়া জানা যায়। স্নেহ পানের পরে যখন বারণগণের দেহের অবসাদ মলভেদ (তরল মল নিঃসরণ) হৃৎপিণ্ডের গুরুত্ববোধ আহার গ্রহণে অরুচি মুখমণ্ডলের শুষ্কভাব ও দীনতা এবং তীব্র পিপাসা লক্ষিত হয়, তখন মাতঙ্গকে 'অতিস্নিগ্ধ' বলিয়া জানিতে হইবে।

হে অঙ্গনাথ, সেইরূপ স্বেদ প্রদানের পরে যখন মাতঙ্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক কোমলতা আবির্ভূত হয় দেহকান্তি অবিবর্ণ থাকে দেহের তাপ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত এবং জঠরানল প্রদীপ্ত ও সে উপদ্রব বিহীন হয়, তখন তাহকে সম্যক্ স্বিন্ন বলিয়া জানিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে অল্পধী সম্পন্ন চিকিৎসকের অজ্ঞতার ফলে যখন অধিক পরিমাণে স্বেদ প্রদত্ত হয় তখন মাতঙ্গের নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে কম্প তৃষ্ণা দাহ মূর্চ্ছা, মুখমণ্ডলের শুষ্ক ও দীনভাব শয্যায় অনভিলাষ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাদৃশ অবস্থায় উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ ও জলাবগাহনে ইচ্ছা লক্ষিত হয়। ইহাই অতিস্বিন্ন মাতঙ্গের লক্ষণ কথিত হইয়াছে যথাবিধি স্বেদ প্রদানের ফলে যেমন মাতঙ্গগণের রোগ শান্তি হয় তেমনই দুঃস্বিন্ন মাতঙ্গের ও বিবিধপ্রকার উপদ্রব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্তরবিরিক্ত দুর্ব্বিরিক্ত ও অবিরিক্তের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে ;—যথাবিধি বিরেচক ঔষধ প্রয়োগের ফলে বারণগণের জঠরস্থ বাত মূত্র মল প্রচলিত হইয়া স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং মলের সহিত পিত্তাদি দৈহিক উপাদানের বিকার নিঃসৃত হয় ইহাই বিরিক্ত মাতঙ্গের লক্ষণ। অযথা বা অল্প পরিমিত বিরেচন প্রয়োগের ফলে মাতঙ্গগণের কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না, পার্শ্বদেশে ও হৃদয়ে শূল (বেদনা) বিদ্যমান থাকে। তাদৃশ অবস্থায় থানে শান্তি লাভ হয় না, মাতঙ্গ সর্ব্বদা দুর্ব্বল ও তাহার মন দুঃখ ভারাক্রান্ত মুখমণ্ডল শুষ্ক লক্ষিত হয়। কখনও মলে রক্তবিন্দু দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই দুর্ব্বিরিক্ত মাতঙ্গের লক্ষণ। পক্ষান্তরে পরিমাণ অপেক্ষা অধিক বিরেচন প্রয়োগের ফলে মাতঙ্গগণের দোষ নিঃসৃত হয় বটে কিন্তু প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কাও যথেষ্ট থাকে। হে মহীবল্লভ, ইহা অবিরিক্ত মাতঙ্গের লক্ষণ।

অধোলিখিত বিধানে ঔষধ পথ্য প্রয়োগ ও সাবধানতার সহিত শুশ্রূষা করিলে দুর্ব্বিরিক্ত মাতঙ্গের বিকার প্রশমিত হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গকে পদ্ম মৃণালাদি শীতবীর্য্য আহার প্রদান করিবে। সুখকর শীতল জলে স্নান ও ও পান হিতকর। 'আনাহ' রোগে যে প্রকার পান ও ভোজনের উল্লেখ আছে এতাদৃশ অবস্থায় সেই সেই পান ভোজনই বিধেয়।

অস্নিগ্ধ মাতঙ্গের চিকিৎসা স্নেহপানাধ্যায়ে উল্লিখিত বিধান অনুসারে কর্ত্তব্য।

অতিস্বিন্ন মাতঙ্গের চিকিৎসা 'পিত্তমূর্চ্ছা'র চিকিৎসার অনুরূপ। স্বেদ প্রয়োগের অল্পতা নিবন্ধন উপস্থিত বিকারের প্রতীকারার্থ পুনঃস্বেদ প্রদানই একমাত্র কর্ত্তব্য। সম্যক্ হীন ও অতিরিক্ত বস্তি প্রয়োগের লক্ষণ ও তন্নিমিত্ত বিকার প্রতীকারের উপায় 'বস্তি সিদ্ধি' অধ্যায়ে অগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহা প্রবচনে উত্তরস্থানে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

ত্রিবিধ দেশজাত ত্রিবিধ মাতঙ্গের লক্ষণ ও চিকিৎসার তারতম্য উপদেশ।

একদা মহানুভব অঙ্গপতি হস্তিশালায় উপবিষ্ট শিষ্যগণ-পরিবৃত জ্বলদনলপ্রভ মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন, আহারই মনুষ্যাদি প্রাণিগণের জীবনধারণের অনন্যসাধারণ উপায়, মহাকায় বারণগণের পক্ষে একথা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। সুতরাং কোন ঋতুতে বারণগণকে কি প্রকার আহার প্রদান করিলে উহাদিগের দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও নীরোগ হয়, তাহার উপদেশ করিয়া আমার সংশয় অপনয়ন করুন; কারণ সেনামধ্যে হস্তাই আমার প্রধান বল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমার বিজয়লক্ষ্মীর অনুকম্পালাভ অনেক পরিমাণে তাহারই আয়ত্ত। মহাপ্রভাবশালী অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে অঙ্গনাথ, শ্রবণ করুন হে নরনাথ, জলস্থল ও জঙ্গলজাত আহার দ্রব্য সাধারণতঃ আগ্নেয় ও সৌম্য এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত এবং তাহার পরিণাম ও কটু এবং মধুর। কটুপরিণাম দ্রব্য সমুদয় আগ্নেয় এবং মধুরপরিণাম দ্রব্য সমূহ সৌম্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। আবার এই দ্বিবিধ আহার ও ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয় ভেদে ত্রিবিধ এবং মধুরাদি ছয়প্রকার রসযুক্ত। * * * *

হে নরেশ্বর, আমি অগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি দেশ সকল অনূপ জাঙ্গল ও সাধারণ এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত এবং এই ত্রিবিধ দেশজাত মাতঙ্গের লক্ষণ ও তিনপ্রকার; তন্মধ্যে যে দেশে বহুগুল্ম লতা বাঁশ তৃণ ও জল প্রভৃতি সুলভ এবং যাহা বহুল পরিমাণে উন্নত আনত, তাহাকে 'অনূপদেশ' বলে। এই প্রদেশ জাত মাতঙ্গ অতি স্থূলদেহ, মৃদুমাংস ও বিশাল উদর বিশিষ্ট। উহারা দূর পথগমনে পটু এবং উহাদিগের দেহ কফবাতপ্রধান ও অল্পপিত্ত বিশিষ্ট। যে প্রদেশ তৃণহীন তরুলতাচ্ছন্ন আকাশসদৃশ নীলাভ তাহাকে জাঙ্গল প্রদেশ বলে। এই প্রদেশজাত মাতঙ্গ ক্লেশসহিষ্ণু সাহসী দৃঢ়াবয়ব স্থিরদৃষ্টি-সম্পন্ন ও খর্ব্ব-বিষাণযুক্ত লক্ষিত হয় এবং তাহাদিগের দেহ বাতপিত্তপ্রধান ও অল্পকফযুক্ত লক্ষিত হয়। * * * * এই প্রকার প্রদেশ বিভাগ বিচারপূর্ব্বক বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঔষধ ও পথ্যের বিধান করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পথ্যাপথ্য-বিচার।

একদা অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্, নবধৃত মাতঙ্গগণ লোকালয়ে আনীত হইলে তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় মাতঙ্গ কঠোর পরিশ্রমাদি করিয়া ও সুস্থদেহ এবং হৃষ্টপুষ্ট হয়। পক্ষান্তরে কতিপয় মাতঙ্গকে সযত্নে পালিত হইয়াও রোগগ্রস্ত হইতে দেখা যায় এবং তাহারাই অরণ্য প্রদেশে সবল ও নীরোগ ছিল; এই প্রকার বৈষম্যের কারণ কি? মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—অঙ্গনাথ, আজন্ম অভ্যস্ত প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি অরণ্য প্রদেশে বারণগণের দেহে বাতপিত্ত ও কফের স্বাভাবিক সাম্য বিদ্যমান থাকে এবং উল্লিখিত দৈহিক উপাদান ত্রয়ের সাম্য রক্ষার্থ অরণ্য প্রদেশে তাহারা ছয় প্রকার রসযুক্ত তরুলতা তৃণ ফল মূলাদি ও প্রকৃতিপ্রেরণায় ভোজন করিয়া থাকে। তাহার ফলেই উহাদের দৈহিক সাম্য রক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে উহারা লোকালয়ে আনীত হইয়া স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও মানবের অভিলাষক্রমে ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহার গ্রহণ করিয়া কেহ দুর্ব্বর্ণ এবং কেহবা নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি বারণগণের প্রকৃতি সত্ত্ব বল উৎসাহ বয়স প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে অবস্থায় যে রস ও তাহার যে পরিমাণ পথ্য ও কুপথ্য তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন—হে নরেশ্বর, বারণগণের রূপ সত্ত্ব বল প্রভৃতি সমস্তই দেহের প্রধান উপাদান বাতপিত্ত ও কফের সম্মেলনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত ত্রিদোষের সাম্যই মাতঙ্গগণের প্রকৃতি এবং বৈষম্যই বিকার। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—

"দোষের (বাতপিত্ত কফের) আধিক্যই মাতঙ্গগণের ব্যাধি এবং তাহার সাম্যই উহাদিগের প্রকৃতি, বৈষম্য কদাপি প্রকৃতি নহে।"

হে নরনাথ, বাতপ্রকৃতিক মাতঙ্গের বিশেষ লক্ষণ এই যে উহারা অল্প-লোমযুক্ত বিরূপাক্ষ সকল কার্য্যে বিষম অনবস্থিতচিত্ত শিক্ষাকালে উপদেশ দীর্ঘকালে গ্রহণ করিতে সমর্থ সতত উৎসুক ক্ষুৎপিপাসা সহিষ্ণু ও ভারবহন-ক্ষম।

উহাদিগের অঙ্গ সন্ধি সুব্যক্ত এবং সর্ব্বাঙ্গ শিরা ও স্নায়ুজালে নিচিত হইয়া থাকে। প্রচুর তৈল লবণ ও মাংসরস উহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—

"বাত প্রধান মাতঙ্গের আহার প্রধানতঃ মধুর লবণ ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য, স্নেহপদার্থ ও মাংস রস হওয়া আবশ্যক। তাহাতেই মাতঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে তাদৃশ মাতঙ্গ সুস্থদেহ ও নীরোগ হইলেও কটু তিক্ত কষায় রসযুক্ত কিংবা লঘু ও রুক্ষবীর্য্য দ্রব্য ভোজন করিলে রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত মাতঙ্গগণের প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসক তাহাদিগের প্রকৃতির অনুকূল আহার দ্রব্যই তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন।

যে সকল মাতঙ্গ পিত্তপ্রকৃতিক, বর্ষান্তে কিংবা শরদের প্রারম্ভে তাহাদিগের যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়ামের অভাবে জাঠরানল দুর্ব্বল হইয়া থাকে।

* * * * * *

গ্রীষ্মকালে কষায় ও মধুর রসযুক্ত এবং শীতবীর্য্য দ্রব্য বারণগণের পক্ষে হিতকর। উষ্ণ অম্ল লবণ রসযুক্ত ও স্নিগ্ধ দ্রব্য শীতকালে সুপথ্য। কটু তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য সাধারণ (সকল) কালেই হিতজনক। সকল রোগেই মধুর সঙ্গীত দ্বারা রুগ্ন মাতঙ্গের মনোরঞ্জন মধুরাহার ও যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ গতিবিধি দ্বারা মনঃ প্রসাদন অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে মাতঙ্গের শ্লেষ্ম বিক্রিয়া-প্রভাবে দেহ গুরু বাতবিকার বশতঃ সর্ব্বাঙ্গ স্তব্ধ কিংবা পিত্ত বিকার প্রভাবে সর্ব্ব শরীর দাহ যুক্ত অথবা ত্রিদোষের যুগপদ্ বিকার প্রভাবে রোগগ্রস্ত তাহাদিগের ব্যস্ত ও সমস্ত লক্ষণাবলী দ্বারা সম্যক্‌রূপে বিকার নিরূপণ করিয়া পরে চিকিৎসা আরম্ভ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মনুষ্যেরন্যায় মাতঙ্গগণের বাক্‌শক্তি নাই তথাপি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে রুগ্ন মাতঙ্গের আকৃতি প্রকৃতি ও অভ্যাস প্রভৃতির সাহায্যে বিকারের প্রকার নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে নিপুণ চিকিৎসক বহির্লক্ষণ সমূহ-দ্বারা বারণগণের ব্যাধি নিরূপণে সমর্থ তিনিই যথার্থ মাতঙ্গচিকিৎসক। মহা-প্রভাবশালী অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে ত্রিকালজ্ঞ যোগশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি পালকাপ্য ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

ইতি—শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

করীষ—ব্যবহার-বিধি।

একদা মহর্ষি পালকাপ্য, শিষ্যভাবাপন্ন মহানুভব অঙ্গপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে অঙ্গনাথ, অনন্তর করীষ অধ্যায় ব্যাখ্যাত হইতেছে—শ্রবণ করুন। হে নরেশ্বর, বারণগণের কফ পিত্ত বাত রক্তের পৃথক্ পৃথক্ কিংবা যুগপদ্ বিকার জনিত রোগ সমূহের ও মৃত্তিকা ভক্ষণ জনিত আণাহ (পেট ফাঁপা) রোগের প্রতীকারার্থ গো মহিষী অজা মেষী হস্তী অশ্ব গর্দ্দভ ও উষ্ট্র এই আট প্রকার প্রাণীর করীষ (শুষ্ক মল) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে—

(১) গো-করীষ—বারণগণের গুল্ম, অর্শ, ক্রিমিকোষ্ঠ রোগ নাশক, বাতানুলোমক ও পিত্তবর্দ্ধক। গো-মূত্র সহ সেবন করিতে দিলে বারণগণের উদরাধ্মান মৃত্তিকা ভক্ষণ জনিত বিকার বাতগুল্ম ও বিষদোষ প্রশমিত হয়।

(২) মহিষী-করীষ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য। উহা পাদরোগাক্রান্ত মাতঙ্গকে কেবল (অবিমিশ্রিত) সেবন করিতে দিবে।

(৩) ছাগী-করীষ—তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমিকোষ্ঠ শোধক ও বাতানুলোমক। উহা 'প্রসন্না' মদ্য যোগে সেবন করিতে দিলে বারণগণের মৃত্তিকা ভক্ষণেচ্ছা ও পাণ্ডুরোগ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

(৪) অশ্ব করীষ—উষ্ণবীর্য্য তিক্ত ক্রিমিকোষ্ঠ ও শ্লেষ্মদোষ বিনাশক। উহা লবণ যোগে সেবন করিতে দিলে বারণগণের মৃদ্‌ভক্ষণেচ্ছা ও পাণ্ডুরোগের উপশম হইয়া থাকে।

(৫) হস্তি-করীষ—উষ্ণবীর্য্য। উহা কেবল বারণগণের চর্ম্মরোগ প্রতীকারার্থ গাত্রে লেপন করা যাইতে পারে।

(৬) মেষী-করীষ—উষ্ণবীর্য্য। উহা মাতঙ্গগণের ক্রিমিকোষ্ঠ বিশোধক মৃদ্‌ভক্ষণেচ্ছু ও পাণ্ডুরোগগ্রস্ত বারণগণের পক্ষে হিতকর।

(৭) উষ্ট্রকরীষ—শ্লেষ্ম-নাশক। উহা বারণগণের মৃদ্‌ভক্ষণেচ্ছা প্রতীকার ও দেহকান্তি প্রসাদনার্থ সেব্য।

(৮) গর্দ্দভকরীষ—স্বভাবতঃই উষ্ণবীর্য্য। উহা লবণযোগে সেবন করিতে দিলে বারণগণের মৃত্তিকাভক্ষণেচ্ছা ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হে অঙ্গেশ্বর, ইহাই অষ্টবিধ করীষের গুণ ও দোষ বর্ণিত হইল। অনন্তর ছয় প্রকার মূত্রের গুণ ব্যাখ্যাত হইতেছে শ্রবণ করুন।

(১) গো-মূত্র—উষ্ণবীর্য্য উহা পানে বারণগণের মৃদ্‌ভক্ষণেচ্ছা প্রশমিত হইয়া থাকে।

(২) মহীষীমূত্র—তীক্ষ্ণ। উহা পানে মাতঙ্গগণের মৃত্তিকা ভক্ষণ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়।

(৩) ছাগী-মূত্র—উষ্ণবীর্য্য। উহারও গুণ মহীষী-মূত্রের অনুরূপ।

(৪) গজমূত্র—তিক্ত ও উষ্ণবীর্য্য। মাতঙ্গগণের মৃত্তিকা ভক্ষণ জনিত বিকার প্রতীকারার্থ উহা পান করিতে দিতে পারা যায়।

(৫) গর্দ্দভমূত্র—উষ্ণবীর্য্য ও বাত-শ্লেষ্ম-নাশক। উহা পান করিতে দিলে বারণগণের মৃত্তিকা ভক্ষণেচ্ছা প্রশমিত হইয়া থাকে।

(৬) উষ্ট্রমূত্র—অতি তীক্ষ্ণ। উহা পানে কৃমিকোষ্ঠ রোগাক্রান্ত বারণগণের সবিশেষ উপকার দর্শে। এ বিষয়ে শ্লোক কথিত আছে।

কেবল স্নিগ্ধ মাতঙ্গগণকেই উল্লিখিত ছয় প্রকার মূত্র পান করিতে দিবে, রুক্ষ প্রকৃতিক বারণগণের পক্ষে উহা প্রশস্ত নহে।

ইতি—শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

রসুন—প্রয়োগ-বিধি।

একদা অমিতপ্রভাবশালী অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদ নরপতি, স্বীয় সুরম্য চম্পানগরে বিদ্যমান ঋষিপ্রবর পালকাপ্য অগ্নিহোত্রাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ সমাপনান্তে শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিলে তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন, আপনি ইতঃপূর্ব্বে যে অমৃত-কল্প 'রসোন' নামক একপ্রকার দ্রব্যের উপদেশ করিয়াছেন তাহার উৎপত্তি, নিরুক্তি, রসবীর্য্য বিপাক ও অপ্রিয় গন্ধের কারণ প্রভৃতি এবং আময়িক প্রয়োগ (যে যে রোগে তাহার যাদৃশ ব্যবহার) আদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদয় উপদেশ করিয়া আমার অজ্ঞতা দূর করুন।

মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—মহারাজ, শ্রবণ করুন—পুরাকালে বিহগরাজ সুপর্ণ স্বীয় জননীর নিমিত্ত অমৃত চুরি

করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে শূন্যপথে বিলীন হইতে চেষ্টা করে। তাহার ত্বরা নিবন্ধন উক্ত অমৃত পাত্র হইতে অমৃতবিন্দু সমুদয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে নিপতিত বিন্দু হইতেই উল্লিখিত রসোনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই নিমিত্ত উহার গন্ধ অপ্রিয় এবং মূল অম্লরস উন (হীন)। উহা লঘু শীঘ্র বিপাকী ও তীক্ষ্ণ রসযুক্ত এই নিমিত্ত আচার্য্যগণ উক্ত অমৃত সম্ভূত 'রসোন'কে রসোত্তম বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এতাদৃশ রসোনের মূলে কষায় রস বীজে মধুর রস পত্রে তিক্ত রস পত্রাগ্রে কটু রস এবং নালে লবন রস। এই নিমিত্ত রসোন ভগ্নাস্থি সন্ধানকারক, মলবিশোধক, রক্তশোধক ও অগ্নিদীপক। উহা তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য কটু ও কষায় রসযুক্ত। এই নিমিত্ত শ্লেষ্মদোষ নাশক, স্নিগ্ধ উষ্ণ বলিয়া বাতবিকার প্রশমনকারী, মধুর রস উহাতে বিদ্যমান থাকায় রক্তপিত্ত নিবারক। উহাতে গুরুত্ব থাকায় বলবর্দ্ধক এবং পিচ্ছিলতা স্নেহ মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণ সমূহ বর্ত্তমান থাকায় উহা সান্নিপাতিক বিকার প্রতিকারক। ইহার রসবীর্য্য গুণ ও পরিণতি অতি বিচিত্র। এই নিমিত্ত গুরুভার বহন সুদীর্ঘ পথ গমন কারণে মাতঙ্গগণের অস্থি ভগ্ন স্থানচ্যুত ও জর্জ্জরিত হইলে ঘৃত সহ রসোন সেবন করিতে দিবে। তাদৃশ অবস্থায় দুগ্ধ সহ অন্ন ও ফাণিত (অর্দ্ধশুষ্ক ইক্ষুরস) মিশ্রিত পানীয় একান্ত হিতকর পথ্য।

সেইরূপ যে সকল মাতঙ্গ, রস রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতি দৈহিক উপাদানের ক্ষয় বশতঃ ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকে তাহাদিগকে কিংবা মদ-ক্ষীণ মাতঙ্গকে, মৃগ মহিষ বরাহ কুক্কুট, ময়ূর লাব (লাউয়া ছাতরা পাখী) তিত্তির (চরৈ) প্রভৃতি জন্তুমধ্যে যথালাভ অন্যতমের অথবা রোহিতমৎস্যের যূষ সহ 'রসোন' সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। তাদৃশ অবস্থায় ঘৃতযুক্ত বেসবারের সহিত মিশ্রিত শালিধান্যের অন্ন হিতকর পথ্য। ইহার ফলে বারণ-গণের দৈহিক ক্ষয়পূর্ণ হইয়া উৎসাহ ও বল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। দুর্ব্বল বারণশিশুদিগকে দুগ্ধ ও ঘৃতযোগে রসোন সেবন করিতে দিলে বল ও মাংস বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে অমিত বলশালী বিশালদেহ মাতঙ্গগণকে প্রায়শঃ বাতরোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। তাদৃশ অবস্থায় উহারা মৃত্তিকা ভক্ষণ করে এবং উৎকর্ণক বাতগতি বাতানাহ স্কন্দরোগ পাণ্ডুরোগ গলগ্রহ হস্তগ্রহ গুল্ম হৃদয়শূল

কিংবা গাত্রাপর সগদা বা মন্যা-স্তম্ভ রোগে আক্রান্ত হয়। তাদৃশ অবস্থায় উহাদিগকে

১। তিল ২। রসোন (রশুন)

এই দ্বিবিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া সেবন করিতে দিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। ফাণিত (অর্দ্ধ শুষ্ক ইক্ষুরস) মিশ্রিত 'প্রসন্না' মদ্য উত্তম অনুপান। (পশ্চাৎ পানীয়।)

সেইরূপ হেমন্ত শীত ও বসন্ত ঋতুতে বারণদেহে শ্লেষ্ম-প্রাধান্য লক্ষিত হয় এবং তখন উহারা মন্যাস্তম্ভ শ্লেষ্মরোগ শিরোরোগ অভিষণ্ণরোগ গলরোগ ক্রমিকোষ্ঠ পিটকা অতীসার ব্রণ দদ্রু কণ্ডু (চুলকানি) প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় উহাদিগকে।

১। ত্রিফলা চূর্ণ ৩। বিড়ঙ্গ চূর্ণ
২। ত্রিকটু চূর্ণ ৪। রসোন

এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া সেবন করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে এবং সেবনের পরে ছাগদুগ্ধ ও গোলমরীচ চূর্ণ মিশ্রিত ঈষৎ উষ্ণ জল পান করিতে দিবে।

তদ্ভিন্ন শরৎ এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে ও বারণগণ প্রায়শঃ রক্তপিত্ত বিকারজ রোগে অভিভূত হয় এবং তাহার ফলে উহাদিগের দেহে অত্যন্ত সন্তাপ ও দাহ উপস্থিত হয়। তাদৃশ অবস্থায় উহাদিগকে।

১। কিস্‌মিস ২। চিনি
৩। রসোন

এই ত্রিবিধ দ্রব্য একযোগে বাটিয়া সেবন করিতে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে কিস্‌মিস্ ও চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ উত্তম অনুপান। এই ঔষধ সেবনে স্বল্পবিধ মদমত্ততা কিংবা দূর পথ গমনে মাতঙ্গদেহে যে তাপ উপস্থিত হয় তাহার ও প্রতীকার হইয়া থাকে। ঔষধ জীর্ণ হইবার পরিমিত কাল বিলম্ব করিয়া পরে জাঙ্গল ঘাস ও কুশ কাশ নল খাগড়া প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং তাহার পরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুশীতল জল পান করিতে দিবে। তাদৃশ অবস্থায় প্রত্যেক অরত্নিতে বিংশতি পল করিয়া

পথ্য হ্রাস করিবে এবং ক্রমে পুষ্টিকর পথ্য দিবে, তাহাদিগের মন প্রসন্ন রাখিতে যত্ন করিবে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, দণ্ড তিরস্কারাদির নিবৃত্তি সুপরিষ্কৃত ও ধূপসুরভিত স্থানে অবস্থান প্রভৃতিই মনস্তুষ্টির উপকরণ।

উল্লিখিত বিধানে 'রসোন' প্রয়োগের ফলে বারণগণ ছয়মাসের মধ্যে পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য লাভে সমর্থ হয়। যত কাল রসোন সেবন করিতে দিবে তাহার দ্বিগুণ সময় অতীত হইলে মাতঙ্গকে দুগ্ধ মধু ও অর্দ্ধ শুষ্ক ইক্ষুরসসহ যবাগু (যাউ) পান করিতে দিবে। পক্ষান্তরে উল্লিখিত বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক 'রসোন' প্রয়োগ করিলে বারণগণের উদরাধ্মান আহারে অরুচি, অশ্রু উদ্‌গম নিদ্রালুভাব পাণ্ডুরোগ রক্তমেহ কৃচ্ছ্রমেহ প্রভৃতি 'রসোন ব্যাপদ্ জন্মিতে পারে। এতাদৃশ 'রসোন' ব্যাপদ্ রোগের প্রতীকারার্থ স্নেহব্যাপদ্ রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে শ্লোক কথিত আছে—

"(রসোনের) মূল নাল প্রভৃতি জাত কষায় কটু ও তিক্তাদিরস সৌবকর সন্তাপে বীজকেই প্রাপ্ত হইয়াছে। হীন চিকিৎসা ক্রিয়া বারণগণের বিকার প্রতীকারে সমর্থ নহে, এই নিমিত্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারেই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যে চিকিৎসক বারণগণের আহারাদির প্রমাণ ও পরিমাণতত্ত্ব অবগত আছেন এবং যিনি ঔষধ ও তাহার মাত্রা বিভাগে দক্ষ, তাদৃশ চিকিৎসকই বারণগণের চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইবার যোগ্য।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তরস্থানে সপ্তবিংশ অধ্যায়।



অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

লবণ প্রয়োগ বিধি।

একদা অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি স্বীয় সুরম্য চাম্পা নগরে উপস্থিত মহর্ষি পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ভগবন, বারণগণের হিতকর লবণ ব্যবহারের বিধি যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতুহল পরিতৃপ্ত করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে অঙ্গনাথ, শ্রবণ করুন বারণগণের সর্ব্বরোগ নাশক লবণের প্রয়োগ যথাযথভাবে বর্ণনা করিব।

১।	বিল্ব ছাল	৬	তোলা
২।	গণিয়ারী ছাল	„	„
৩।	সোন্দাল ছাল	„	„
৪।	গাম্ভারী ছাল	„	„
৫।	পারুল ছাল	„	„
৬।	পাষাণ ভেদক (পাথর চূণা)	„	
৭।	লোধ	„	
৮।	অপামার্গ (আপাঙ্)	„	
৯।	গোক্ষুর	„	
১০।	হরিদ্রা	„	
১১।	দারু হরিদ্রা	„	
১২।	পাঠা (আকনাদী	„	
১৩।	হরিতকী	„	
১৪।	রোমক লবণ	„	
১৫।	বিটু লবণ	„	
১৬।	সামুদ্র লবণ	„	
১৭।	সৈন্ধব লবণ	„	
১৮।	পিপ্পলী	„	
১৯।	মরিচ	„	
২০।	আদা (শুঁঠ)	৬	তোলা
২১।	চৈ	„	„
২২।	আতইস্	„	„
২৩।	হিঙ্গ	৭½	„
২৪।	বহেড়া ফল	৬	„
২৫।	কাকড়া শৃঙ্গী	„	„
২৬।	নিম্ব ছাল	„	„
২৭।	কদম্ব ছাল	„	„
২৮।	মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গ)	„	„
২৯।	কালা (অশ্বগন্ধা)	„	„
৩০।	বিড়ঙ্গ	„	„
৩১।	আমলকী	„	„
৩২।	পূতিগন্ধ (য়্রাণ, জারিত)		
৩৩।	মুথা	„	„
৩৪।	কাকমাচী	„	„
৩৫।	হপুষা (হবুষা) (মরিচের বোটার মত কাল ও দীর্ঘ একপ্রকার দ্রব্য।)	„	„
৩৬।	অনন্ত মূল (শ্বেতা)	„	„
৩৭।	মূর্ব্বা	„	„

৩৮। হেজোবতী „ „
৩৯। অম্বষ্ঠা „ „
৪০। তিন্তিড়ীক (পাকা তেঁতুল) „
৪১। গোমূত্র „ „
৪২। দধির মাত „ „

প্রথমোক্ত চল্লিশ প্রকার দ্রব্যের যথাসম্ভব সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া হিঙ্গ ভিন্ন প্রত্যেকের ৬ তোলা করিয়া গ্রহণ করিবে। পরে তাহা গো-মূত্র সহ যথাবিধি পাক করিয়া পুনরায় তাহাতে গোমূত্র ও দধির মাত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর উহা সুপরিষ্কৃত মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার মুখ উত্তমরূপে আবৃত করিয়া পাঁচ রাত্রি পর্য্যন্ত স্থাপন করিবে। অতঃপর মাতঙ্গের দেহের পরিমাণ বল অভ্যাস প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেবন করিতে দিবে। এই লবণময় ঔষধ সেবনে মাতঙ্গগণের ক্রমি-কোষ্ঠ, কৃশতা অজীর্ণ উদরাধ্মান প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা হস্তী অশ্ব মহিষ গো এমনকি মনুষ্যকে ব্যবহার করিতে দিতে পারা যায়। মহাপ্রভাবশালী অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বারণগণের অগ্নিবল ও জীবনীশক্তি বর্দ্ধক এই বিশিষ্ট লবণ প্রয়োগের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

পাংশুদান বিধি।

অমিত প্রভাবশালী অঙ্গেশ্বর রোমপাদ এক দিবস হস্তিশালা সমীপে বিদ্যমান ঋষিপ্রবর পালকাপ্যকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, মাতঙ্গগণকে পাংশু (ধূলি) দানের গুণ কি ? কীদৃশ অবস্থায় মাতঙ্গগণকে ধূলিদান করা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য এবং কোন কোন ঋতুতে ও কি পরিমাণে ধূলিদান বিধেয় ? ইত্যাদি ধূলিদান সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সমুদয় যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। শিষ্য ভাবাপন্ন অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—মহারাজ, শ্রবণ করুন শাস্ত্রের মীমাংসানুসারে আমি বারণগণকে পাংশুদানের বিষয় বর্ণনা করিতেছি—হে অঙ্গনাথ, স্থূলতঃ মাতঙ্গগণের আরণ্য দম্যমান দান্ত ও পুরাণ এই চারিটি অবস্থা। তন্মধ্যে

আরণ্য অবস্থায় উহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। নবধৃত বারণগণ লোকালয়ে আনীত হইয়া যে অবস্থায় বাক্য অঙ্কুশ ও দণ্ডাদি তাড়ন দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়াও মানবদত্ত সঙ্কেত গ্রহণে সমর্থ হয় না, তাহাকে দম্যমান অবস্থা বলে। যে মাতঙ্গ বাক্প্রয়োগ অঙ্কুশ প্রভৃতি দ্বারা শাসিত হইয়া সঙ্কেত গ্রহণে সমর্থ হয় তাহাকে 'দান্ত' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। যে মাতঙ্গ সুশিক্ষিত মদস্রাবী বল ও শৌর্য যুক্ত তাহাকে 'পুরাণ' মাতঙ্গ বলে। সকল অবস্থাতেই মাতঙ্গের পাংশুদান হিতকর। দম্যমান অবস্থায় মাতঙ্গকে ক্রীড়া দ্বারা মনঃ প্রসাদের নিমিত্ত পাংশুদান করিবে। পাংশু মাতঙ্গগণের বলকর ও মনস্তুষ্টি বিধায়ক। পাংশুদানের ফলে বারণগণের রস ও ধাতু বৰ্দ্ধিত হয়। রস হইতে শোণিত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি শারীর ধাতুর উপচয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন পাংশুদানের ফলে মাতঙ্গগণের কণ্ডূ প্রভৃতি চর্ম্ম রোগ কিংবা লোমকূপ সমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবিধ কীট জন্মিলেও জীবিত থাকিতে পারে না। হে অঙ্গনাথ, ইহাই মাতঙ্গগণের পাংশুদানের গুণ যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিলাম।

হে নরেশ্বর, মাতঙ্গগণের বাত পিত্তাদি এক বা একাধিক দৈহিক উপাদানের বিকার থাকিলে পাংশুদান বিধেয় নহে; কারণ তাহাতে বিকার বৰ্দ্ধিত হয়। মহানুভব অঙ্গপতির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য ইহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে উনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

জলৌকাদি দ্বারা রক্ত মোক্ষণ বিধি।

একদা অঙ্গপতি রোমপাদ নরপতি স্বীয় সুরম্য চম্পানগরে উপস্থিত ঋষিপ্রবর পালকাপ্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন, আপনি অগ্রে জলৌকাদি দ্বারা বারণগণের রক্ত মোক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন এই ক্ষণে মাতঙ্গগণের কীদৃশ অবস্থায় কি প্রকারে রক্তমোক্ষণ করা বিধেয় তাহা সবিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। মহানুভব অঙ্গপতির ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পালকাপ্য বলিতে লাগিলেন—হে নরনাথ, শ্রবণ করুন

মাতঙ্গগণের শোণিত স্থাপনের নিমিত্ত জলৌকা বিধান যথাশাস্ত্র বর্ণনা করিতেছি— হে অঙ্গনাথ, গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পুরাতন ঋষিগণ দ্বাদশ প্রকার জলৌকা (জোঁক) জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছয় প্রকার বিষযুক্ত এবং অপর ছয় প্রকার নির্ব্বিষ। শেষোক্ত ছয় প্রকার জলৌকাই পুষ্কর তীর্থে জন্মে; যেহেতু তাহার জল অম্ল মধুর। তদ্ভিন্ন উহাদিগের কোন কোন ও প্রকার অবন্তি দেশে মৎস্য দেশে কলিঙ্গদেশে অপরান্ত দেশে মধ্যদেশে পাঞ্চাল যবন সহ্য ও পাণ্ড্য দেশে জন্মিয়া থাকে। উহারা সাধারণতঃ উষর ভূমিতে উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে পূর্ব্বোল্লিখিত ষড়্‌বিধ বিষযুক্ত জলৌকার লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন— যে সকল জলৌকা অঞ্জন (কাজল) সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণবক্ত্র ও স্থূলমস্তক তাহাদিগকে বিষযুক্ত বলিয়া জানিবে। যে সকল জলৌকা লতার ন্যায় দীর্ঘ অল্প মাংসল দেহ নানাবর্ণ রঞ্জিত ও ভেককুক্ষি, তাহারাও বিষযুক্ত জলৌকা। তৃতীয় প্রকার সবিষ জলৌকার বিশেষ লক্ষণ এই যে উহাদিগের মুখ বিকৃত ও পার্শ্বদেশে স্থিত এবং মস্তক রোমশঃ হইয়া থাকে। গজায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উহাদিগকে 'বলবা' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাদের দেহ ইন্দ্র ধনুর ন্যায় উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল ঊর্দ্ধগামি রেখা সমূহ-দ্বারা অঙ্কিত এবং যে জলে বাস করে তাহার উপরি ভাগে চাকচিক্য বিদ্যমান থাকে, তাহারা ও বিষযুক্ত জলৌকা। যে সকল জলৌকার সর্ব্বাঙ্গ কুসুম ভূষিতের ন্যায় লক্ষিত হয় এবং যাহাদিগের দেহকান্তি পিত্তলবর্ণ, তাহাদিগকে সবিষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাই পঞ্চম প্রকার। তদ্ভিন্ন ষষ্ঠ প্রকার জলৌকাকে 'গোবিন্দনা' বলে। তাহাদিগের বিশেষ লক্ষণ এই যে উহাদিগের দেহ বৃত্ত বা গোলাকার

× × × ×

এই ষড়্‌বিধ জলৌকাই বিষযুক্ত এবং ইহাদিগের দংশন ও প্রায়শঃ অপ্রতিকার্য্য।

নির্ব্বিষ জলৌকা মধ্যে 'পিঙ্গলা' নামক জলৌকাই প্রথম। দেখিতে হরিদবর্ণ এবং প্রয়োগে প্রভূত রক্ত মোক্ষণ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত প্রশস্ত। 'শঙ্কুবক্ত্রা' দ্বিতীয় প্রকার বিষহীন জলৌকা। উহাদিগের পৃষ্ঠদেশ গোলাকার এবং দেহ গন্ধ-যুক্ত। যে সকল জলৌকার বর্ণ ইন্দ্র গোপ কীট সদৃশ * *। যে সকল জলৌকার বর্ণ শ্বেত পদ্ম কুসুমবৎ এবং যাহাদিগকে স্পর্শ করিলে দুর্গন্ধ নির্গত হয়, তাহাদিগকে 'পুণ্ডরীক মুখী' জলৌকা বলে; ইহারাও নির্ব্বিষ। যে সকল জলৌকা মনঃশিলা সদৃশ বর্ণা কিংবা তরুপত্রবৎ হরিদ্‌বর্ণা এবং অষ্টাদশাঙ্গুলী পরিমিত দীর্ঘ, ×

মানবগণ তাহাদিগকে সহ্য করিতে পারে না কিন্তু বারণগণের পক্ষে তাহা উত্তম।

হে নরেশ্বর, পাণ্ড্য সহ্য ও যবন দেশে উৎকৃষ্ট নির্ব্বিষ জলৌকা পাওয়া যায়। উহারা সকল কার্য্যে প্রশস্ত উহারা বিস্তীর্ণ স্থানে নূতন পঙ্কমধ্যে বিচরণ করে। জলৌকা প্রয়োগের পরে ক্ষত স্থান মৃত্তিকা শালি-তণ্ডুলচূর্ণ, কিংবা মাষচূর্ণ দ্বারা লেপন করিয়া দিবে। স্ফীত স্থানে পুনঃপুনঃ দুগ্ধের প্রলেপ হিতকর। যদি ক্ষতস্থানে অত্যন্ত বেদনা কিংবা কষ্ট অনুভব হয়, তাহা হইলে নির্ম্মল শীতল জলে মাতঙ্গকে অবগাহন করাইবে। অতঃপর ও ক্ষতস্থানে শোণিত গন্ধ বিদ্যমান থাকিলে তাহাতে সৈন্ধব চূর্ণ মর্দ্দন করিবে এবং মাতঙ্গের শুণ্ডদ্বারা সেই স্থানে পীড়ন (চাপ) করিবে; তাহার ফলে ক্ষত হইতে শোণিত নির্গত হইবে। বিজ্ঞ চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত শোণিত বর্ণ পরীক্ষা দ্বারা ইন্দ্রগোপ কীটাভ শুদ্ধ শোণিত দর্শন পর্য্যন্ত শোণিত মোক্ষণ করিবেন। সম্পূর্ণরূপে দোষ নিঃসরণ না করিলে রোগের প্রতীকার হয় না। দোষ নিঃসরণের পরে শীতবীর্য্য মধুর রসযুক্ত স্নিগ্ধ দ্রব্যই সুপথ্য।

পক্ষান্তরে চিকিৎসকের ভ্রমক্রমে বিষযুক্ত জলৌকা প্রযুক্ত হইলে মাতঙ্গের ক্ষতস্থান স্ফীত ও তাহাতে ভীষণ কণ্ডূ বিদ্যমান থাকে এবং মূর্চ্ছা বমন দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাদৃশ অবস্থায় অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে নিপুণ চিকিৎসক সতর্কতা সহকারে উল্লিখিত বিধানে বারণগণের চিকিৎসা করিয়া থাকেন তিনিই মাতঙ্গগণের পুষ্টি সাধনে সমর্থ এবং মাতঙ্গ পতি নরপতির বিজয়লক্ষ্মী লাভে অসাধারণ সহায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

ইতি শ্রীমহর্ষি পালকাপ্য বিরচিত গজায়ুর্ব্বেদ মহাপ্রবচনে উত্তর স্থানে ত্রিংশ অধ্যায়। †

---

† অতঃপর 'উপসর্গ নিরূপণ' ও 'গজশান্তি' এই দুই অধ্যায় নিষ্প্রয়োজন বোধে অনুবাদে পরিত্যক্ত হইল; কারণ, অগ্রে একবার অনূদিত হইয়াছে।

সমাপ্ত।

অনুবাদকস্য নিবেদনম্ ।

আচার্য্যানাং কুলে খ্যাতে খ্যাতঃ শ্রীকৃষ্ণনামতঃ ।
রাজসাহ্যাখ্য চক্রে বৈ জাতো বারেন্দ্র বিপ্রতঃ ।
বভূব সন্মিত্রমমিত্র-তাপনো
দ্বিজাগ্রণী জ্ঞানধনো যশঃ প্রিয়ঃ
প্রিয়ংবদো ধর্ম্মপরঃ শ্রিয়াবৃতো
বিচক্ষণঃ ক্ষৌণীভৃতঃ সভাগতঃ ।

স তেন রাজ্ঞা সুচিরং পরীক্ষিতঃ
স্বমন্ত্রিতন্ত্রে বলবন্নিযোজিতঃ
হিতাভিলাষী স বভূব ভূপতে
র্বঙ্গাধিপোঽসৌ মুমুদে চ তংপ্রতি ।

স তৎসভায়াং সুচিরং সমাহিতঃ,
স্থিতঃ সবন্ধুর্নৃপতেঃ প্রিয়ো ভবন্ ।
করং কিয়স্তঞ্চ নিবেদ্য ভাগ্যবান্
ইমং স ভূ-ভাগমবাপ রাজতঃ ।

পুত্রাশ্চত্বার এবাস্য ভাগ্যভাজঃ সদাশয়াঃ,
বিহায় পৈতৃকং বাসং হ্যবসন্নত্র সঙ্গতাঃ ।
প্রথমো রামরামস্তু হরিরামো দ্বিতীয়কঃ ।
তৃতীয়ো বিষ্ণুরামশ্চ শিবরামশ্চতুর্থকঃ ।
এক এবাভবৎ পুত্রঃ শিবরামস্য ভূপতেঃ
সর্ব্ববিপ্র-গুণৈর্যুক্তো নামতো রঘুনন্দনঃ ।

অপূর্ণকালে বিধিনা বিনাশিতে
দিবংগতে তত্র নৃপোত্তমে দ্বিজে ;
নৃপস্য পত্নী বিবশা বিধানতো,
জগ্রাহ পুত্রং স্থিতয়ে কুলস্য বৈ ।

গৌরীকান্ত ইতি খ্যাতঃ স্বগণ-প্রীতিবর্দ্ধনঃ,
অপূর্ণেনৈব কালেন স ভূপঃ সমতিষ্ঠত ।
শোকেন বিবশা তস্য পত্নী সৎকুলসম্ভবং
জগ্রাহ তনয়ং সৌম্যং কালীকান্তঞ্চ নামতঃ ।
তস্মিন্নপি দিবং যাতে চানপত্যো মহাব্রতে
মহীয়সী তস্য পত্নী জগ্রাহ তনয়োত্তমম্ ।

যঃ সূর্য্যকান্তঃ প্রতিভা-প্রভাভি
বিস্তার্য্য রাজ্যং পরিতোষ্য সর্ব্বান্
লেভে পরাং দুল্লভমত্যুদগ্রাং
সংজ্ঞাং মহারাজ ইতি প্রসিদ্ধাম্ ।

সম্যক্ সুখং নাস্তি মহীতলেঽস্মি-
ন্নিতীব রাজ্ঞী দিবমারুরোহ ।
অপূর্ণকালৈব বিহায় কান্তং
ততঃ স জগ্রাহ সুতং প্রশান্তম্ ।

শশিকান্ত ইতি খ্যাতমাচার্য্য-কুল-সম্ভবম্ ।
পতিব্রতা যস্য রাজ্ঞী লীলা দেবীতি বিশ্রুতা ॥

ত্রয়শ্চাস্য সুতা জাতাঃ সুশীলাঃ প্রিয়দর্শনাঃ
শীতাংশুকান্তঃ প্রথমঃ সুধাংশুর্ম্মধ্যমঃ সুতঃ
স্নেহাংশুকান্তস্তু ততঃ কনিষ্ঠস্তনয়ঃ সুধীঃ ।
বিনীতেন চরিত্রেণ সংযতেন চ যঃ প্রভুঃ
সম্রাট্-প্রতিনিধেঃ প্রীতান্মহারাজ-পদংগতঃ ।

তেনেয়ং শশিকান্তেন মহারাজেন ধীমতা।
মহতী মাতৃভাষায়াং পালকাপ্য-ঋষেঃ কৃতিঃ
অনুবাদ্য ময়ালোকে প্রকাশং প্রতিপাদিতা।
বেদাগ্নি-দহনেন্দৌ চ বঙ্গাব্দে মুদ্রণাত্বিয়ং
সমাপিতা ময়াত্রৈব দ্বারকানাথ শর্ম্মণা
মহত্যস্মিন্ কৃতে কার্য্যে স্খলনং যদি লক্ষ্যতে
মাদৃশৈর্দুষ্করত্বাচ্চ ক্ষন্তব্যং তৎ সতামিতি।

যত্রার্পিতা প্রীতিরনন্তরূপে, তৃপ্তিং প্রয়াতি প্রতিদান-পূর্ণা,
পিতাঽবলানাং নিখিলাত্মরূপঃ স বিশ্ববন্ধুর্বিদধাতু শান্তিম্ ॥

ইতি শিবম্।

——:*:——



গজায়ুর্ব্বেদ সংহিতার বিষয় সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ।

গ্রন্থ সূচনা ও ইতিবৃত্ত।

দ্বিতীয় ভাগ

মহারোগ স্থান।

১ম অধ্যায়।

২য় অধ্যায়।

৩য় অধ্যায়।

স্কন্দ (সন্ন্যাস) রোগ প্রকরণ।

৪র্থ অধ্যায়।

পাণ্ডুরোগ প্রকরণ।

৫ম অধ্যায়।

অনাহ (পেটফাঁপা) রোগ প্রকরণ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

মূর্চ্ছা প্রকরণ।

৭ম অধ্যায়

শিরোরোগ প্রকরণ।

৮ম অধ্যায়।

পাদরোগ প্রকরণ।

৯ম অধ্যায়।

ব্যাপদ্ (অজীর্ণ) রোগ প্রকরণ।

১০ম অধ্যায়।

শোফ (শোথ) প্রকরণ।

১১শ অধ্যায়।

স্বেদ বিধি।

১২শ অধ্যায়।

শান্তিরক্ষা বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

নেত্ররোগ প্রকরণ।

গজায়ুর্ব্বেদ।

৩য় ভাগ।

ক্ষুদ্ররোগ স্থান।

১ম অধ্যায়।

বমনরোগ প্রকরণ।

২য় অধ্যায়।

অতীসার প্রকরণ।

৩য় অধ্যায়।

বিষভক্ষণ প্রকরণ।

৪র্থ অধ্যায়।

তৃণশোষী রোগের চিকিৎসা প্রকরণ।

৫ম অধ্যায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৭ম অধ্যায়।

৮ম অধ্যায়।

৯ম অধ্যায়।

১০ম অধ্যায়।

১১শ অধ্যায়।

১২শ অধ্যায়।

১৩শ অধ্যায়।

১৪ অধ্যায়।

১৫শ অধ্যায়।

১৬শ অধ্যায়।

১৭শ অধ্যায়।

১৮শ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

২০শ অধ্যায়।

২১শ অধ্যায়।

২২শ অধ্যায়।

২৩শ অধ্যায়।

২৪শ অধ্যায়।

২৫শ অধ্যায়।

২৬শ অধ্যায়।

২৭শ অধ্যায়।

২৮শ অধ্যায়।

২৯শ অধ্যায়।

৩০শত্তম অধ্যায়।

৩১শত্তম অধ্যায়।

৩২শত্তম অধ্যায়।

৩৩শ অধ্যায়।

৩৪শ অধ্যায়।

৩৫শ অধ্যায়।

৩৬শ অধ্যায়।

৩৭শ অধ্যায়।

৩৮শ অধ্যায়।

৩৯শ অধ্যায়।

৪০শ অধ্যায়।

৪১শ অধ্যায়।

৪২শ অধ্যায়।

৪৩শ অধ্যায়।

৪৪শ অধ্যায়।

৪৫শ অধ্যায়।

৪৬শ অধ্যায়।

৪৭শ অধ্যায়।

৪৮শ অধ্যায়।

মূত্রসঙ্গ প্রকরণ।

৪৯শ অধ্যায়।

৫০শতম অধ্যায়।

৫১শতম অধ্যায়।

৫২শতম অধ্যায়।

৫৩শতম অধ্যায়।

৫৪ শতম অধ্যায়।

৫৫ শতম অধ্যায়।

৫৬ শতম অধ্যায়।

৫৭ শতম অধ্যায়।

৫৮ শতম অধ্যায়।

৫৯তম অধ্যায়।

৬০তম অধ্যায়।

৬১তম অধ্যায়।

৬২তম অধ্যায়।

৬৩তম অধ্যায়।

৬৪তম অধ্যায়।

৬৫ তম অধ্যায়।

৬৬তম অধ্যায়।

৬৭তম অধ্যায়।

৬৮তম অধ্যায়।

গুল্মরোগ প্রকরণ।

৬৯তম অধ্যায়।

হৃদ্‌রোগ প্রকরণ।

৭০তম অধ্যায়।

৭১তম অধ্যায়।

৭২তম অধ্যায়।

গজায়ুর্ব্বেদ সংহিতা—৩য় ভাগ সমাপ্ত।

গজায়ুর্ব্বেদ সংহিতা।

তৃতীয় ভাগ।

শল্যস্থান।

১ম অধ্যায়।

২য় অধ্যায়।

৩য় অধ্যায়।

৪র্থ অধ্যায়।

৫ম অধ্যায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৯ম অধ্যায়।

১০ম অধ্যায়।

১১শ অধ্যায়।

১২শ অধ্যায়।

১৩শ অধ্যায়।

পৃষ্ঠা

১৪শ অধ্যায়।

১৫শ অধ্যায়।

১৬শ অধ্যায়।

১৭ অধ্যায়।

১৮শ অধ্যায়।

১৯শ অধ্যায়।

২০শ অধ্যায়।

২১শ অধ্যায়।

২২শ অধ্যায়।

২৩শ অধ্যায়।

২৪শ অধ্যায়।

৪র্থ শল্যস্থান সমাপ্ত।

গজায়ুর্ব্বেদ-সংহিতা।

পঞ্চম ভাগ।

উত্তর স্থানের পূর্ব্বার্দ্ধের সূচীপত্র।

১২শ অধ্যায়।

পরার্দ্ধের সূচীপত্র।

১৪শ অধ্যায়।

১৫শ অধ্যায়;

১৬শ অধ্যায়।

১৭শ অধ্যায়।

১৮শ অধ্যায়।

১৯শ অধ্যায়।

২০শ অধ্যায়।

২১শ অধ্যায়।

২২শ অধ্যায়।

২৩শ অধ্যায়।

২৪শ অধ্যায়।

২৫শ অধ্যায়।

২৬শ অধ্যায়।

২৭শ অধ্যায়।

২৮শ অধ্যায়।

২৯শ অধ্যায়।

৩০শ অধ্যায়।

সমাপ্ত।

ময়মনসিংহ প্যালেস্ হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স—কলিকাতা ও ময়মনসিংহ
মডেল লাইব্রেরী—ঢাকা ও ময়মনসিংহ।